প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপা

শ্রীমতী মাতৃদেবীর

শ্রীচরণোদ্দেশে

আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন

স্বরূপে

গ্রন্থকার কর্তৃক

এই গ্রন্থ

উৎসর্গীকৃত হইল।

(ইতি)

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

'কমল-কুমারী' পুস্তকাকারে প্রচারিত হইল। উপন্যাস-লেখকগণের চূড়ামণি স্যর্ ওয়াল্টার্ স্কটের ব্রাইড্ অব্ লামের্ মূর্ অবলম্বনে ইহা বিরচিত। আমাদের দেশে অধিকাংশ স্থলেই কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস অধীত এবং গল্প-বৈচিত্র্যের তারতম্যানুসারে উপন্যাস সমাদৃত ও অনাদৃত হইয়া থাকে। এরূপ পাঠকের নিকটে এই জগদ্বিখ্যাত কবির অত্যদ্ভুত উপন্যাস বিশেষ আদৃত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ হৃদয়-মন-বিহ্বলকারী বাহ্য-জ্ঞান-বিলোপকারী গল্প-রহস্য ইহাতে নাই। যাঁহারা উপন্যাসে কবিজনোচিত বর্ণনা, সুসঙ্গত ঘটনার সমাবেশ ও মানব-হৃদয়ের বিশ্লেষণ দেখিতে অভিলাষ করেন এ পুস্তক পাঠ করিয়া সম্ভবতঃ তাঁহারাই প্রীত হইবেন।

যাঁহারা বর্ত্তমান কালের উপন্যাস-সমূহ গল্প ভিন্ন আর কিছু নহে বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারাই উপন্যাসের গল্পাংশের প্রতি অধিক মনঃসংযোগ করেন এবং সময়ে সময়ে উপন্যাস পাঠ নিতান্ত অনাবশ্যক ও সময়-হানিকর বলিয়া চীৎকার করেন। বস্তুতঃ মানবচরিত্র পর্য্যবেক্ষণে ও মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের আলো-চনায় যদি মনুষ্য-মন উন্নত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে উপন্যাস পাঠ অবশ্যই নিতান্ত হিতকর কার্য্য। বস্তুতঃ গল্প উপন্যাসের সহকারী গুণ বিশেষ; উপন্যাসের প্রকৃত মহিমা

চরিত্রবর্ণনে, স্বভাবচিত্রণে এবং নানারূপ দশাবিপর্য্যয় মধ্যে মানব হৃদয়ের গতি অন্বেষণে। যদি গল্পই উপন্যাসের সার বলিয়া মনে করা যায় তাহা হইলে অসাধারণ ক্ষমতাশালী ডিকেন্স ও থ্যাকারের অতি মনোহর উপন্যাস-সমূহ এদেশে কখনই স্থান পাইবে না।

মহামনস্বী স্কট্ বর্ত্তমান উপন্যাসে যেরূপ অসাধারণ গুণপনা প্রকাশ করিয়াছেন, আমার অক্ষম লেখনী ভাষান্তর কালে তাহা রক্ষিত করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না। বঙ্গীয় পাঠকের রুচিকর করিবার নিমিত্ত আমি স্থানে স্থানে হ্রাস বৃদ্ধি ও বহু স্থানেই রূপান্তরিত করিতে বাধ্য হইয়াছি। তথাপি যেরূপ করিব বলিয়া বাসনা ছিল, সেরূপ করা হইয়া উঠে নাই। মূলের সহিত সঙ্গত অনুবাদ আমি কুত্রাপি করি নাই। পাঠকগণ ও সমালোচকগণ আমার এবম্বিধ স্বাধীনতায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইহা আমার পক্ষে অতুল আনন্দের বিষয়। যদি কখন এই পুস্তক পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে যে সকল অপূর্ণতা ও ত্রুটি এখনও ইহাতে রহিয়া গিয়াছে তাহা তৎকালে সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব। ইতি

নূতন সংস্কৃত যন্ত্র,
কলিকাতা,
বৈশাখ, ১২৯১।

শ্রীদামোদর শর্ম্মা।

কমল-কুমারী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মিবারের রাজধানী উদয়পুরের বহুদূর উত্তরে পার্ব্বত্য ও আরণ্য প্রদেশে কমলা নামক একটী ক্ষুদ্র জনপদ আছে। পূর্ব্বকালে এই স্থানে একটী ক্ষুদ্রকায় দুর্গ ছিল এবং সেই দুর্গে মিবারের রাণার অধীন একজন সেনা-নায়ক বাস করিতেন। এই ব্যক্তি নিয়মিত সময়ে রাণার রাজকোষে নিয়মিত কর প্রদান করিতেন এবং সন্নিহিত পাঁচ ছয় খানি গ্রামের উপর আধিপত্য করিতেন। এতদ্ব্যতীত রাণার প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে যথাসম্ভব লোক জন সঙ্গে লইয়া উদয়পুরে উপস্থিত হইতে হইত এবং আবশ্যক হইলে অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে হইত। অধুনা মিবারের প্রাতঃস্মরণীয় রাণাবংশের আর সে তেজ নাই, সে গৌরব নাই, এবং পূর্ব্ব কালের ন্যায় প্রকৃষ্ট নিয়মাবলিও নাই। ক্রমশঃ কাল

সহকারে কমলা নগরীর সে দুর্গ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমান কালে তাহার বিশেষ কোন চিহ্নও বিদ্যমান নাই।

বহুকাল হইতে রাওল নামক মহামাননীয় বংশ বিশেষের পুরুষ পরম্পরা এই দুর্গ ও তদধীন গ্রাম সমস্ত সম্ভোগ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা তৎপ্রদেশে দুর্গ-স্বামী নামে খ্যাত। দুর্গ-স্বামিগণ অত্যন্ত বিচক্ষণ, অসাধারণ বীর, দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা, অপরিসীম সাহসী ও একান্ত রাজানুগত বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত ছিলেন। বহু সময়ে ও বহু ঘটনা উপলক্ষে এই দুর্গস্বামিগণ রাণার জন্য সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং অনেকেই প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া প্রভু-ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। দুর্গস্বামিগণ অত্যন্ত দানশীল ও ব্যয়শীল ছিলেন এবং অর্থের প্রতি কখনই বিশেষ আস্থা প্রদর্শন করেন নাই। এজন্য ক্রমে ক্রমে আয়াতিরিক্ত ব্যয় ঘটায় ও বৈষয়িক কার্য্যে শিথিলতা হেতু তাঁহাদের ভগ্ন দশা উপস্থিত হইল। কালে এমন হইয়া পড়িল যে তাঁহারা আর আপনাদিগের পদ-মর্য্যাদা ও বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিলেন না। বারম্বার রাজ-কর দানে অশক্ত হওয়ায় তাঁহাদের অধিকার হস্তান্তরিত হইয়া পড়িল। মহারাণা জয় সেনের সময়ে (১৭৪৬ অব্দে) কমলা দুর্গের চিরন্তন অধিকারিগণ তাহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা ক্রোশত্রয় দূরবর্ত্তী পিপ্‌লি নামক ক্ষুদ্র গ্রাম-সন্নিধানে পর্ব্বত-নিম্নবর্ত্তী একটী সামান্য ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এবম্বিধ অবস্থান্তর ঘটিলেও প্রজাবর্গ ও অন্যান্য লোক সকল তাঁহাদিগকে তখনও দুর্গস্বামী বলিয়াই ডাকিত।

বর্ত্তমান দুর্গস্বামী লক্ষ্মণসিংহ রাওল সম্পত্তিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া সামান্য দশা প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় এক দিনও পূর্ব্ব গৌরব, চিরপ্রসিদ্ধ তেজ, ও অসীম বীরত্ব ত্যাগ করিল না। লক্ষ্মণ সিংহের মনে ধারণা জন্মিল যে, তাঁহার পরিবর্ত্তে

সম্প্রতি যে ব্যক্তি দুর্গ লাভ করিয়াছে, সেই তাঁহার পতনের প্রধান কারণ। সে ব্যক্তি অধিক কর দিতে অগ্রসর না হইলে, অথবা চেষ্টা করিয়া তাঁহাদিগের সম্বন্ধে রাণার মনান্তর না জন্মাইলে কখনই তাঁহাদের এরূপ অবস্থা ঘটিত না। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া লক্ষ্মণ সিংহ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন ও প্রবল শত্রু বলিয়া মনে করিতেন। নূতন দুর্গ-স্বামী সুকৌশলী, রাজ-নীতি-নিপুণ ও বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ধন-সম্পত্তি সাংসারিক প্রাধান্য লাভের অত্যুৎকৃষ্ট উপায় জ্ঞানে তৎসংগ্রহে সবিশেষ যত্নবান ছিলেন এবং কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। তাঁহার এই সকল চতুরতা হেতু তিনি রাণা জয়-সেনের সভায় বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং "কিল্লাদার" এই সম্মান-সূচক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সুকৌশলী কিল্লাদার কাজেই উগ্র-স্বভাব ও অবিবেচক দুর্গস্বামীর পক্ষে বড় উপেক্ষণীয় শত্রু ছিলেন না। কিল্লাদার প্রকৃত প্রস্তাবে দুর্গস্বামীর কোন শত্রুতা করিয়াছিলেন কি না, এ বিষয়ে মতভেদ ছিল। কেহ কেহ বলিত, কিল্লাদার যথার্থ মূল্য দিয়া সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কোনই অন্যায় কার্য্য হয় নাই; দুর্গস্বামী কেবল হিংসা ও ক্রোধ হেতু তাঁহার সহিত কলহ করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ এমনও বলে, কিল্লাদার বহুদিন পূর্ব্ব হইতে দুর্গস্বামীর সর্ব্বনাশ সাধন করিবার উদ্দেশে তাঁহাকে ক্রমশঃ নানা ঋণ-জালে জড়িত করিয়া অবশেষে তাঁহার সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছেন।

তৎসাময়িক ইতিহাসোক্ত বিশৃঙ্খলা সমূহও সাধারণের এবম্বিধ সন্দেহ সমস্ত উত্তেজিত করিবার সহায়তা করিয়াছিল। রাণা স্বয়ং অওরঙ্গজেবের সিংহাসন-লোলুপ ভ্রাতৃবর্গের ঘোর যুদ্ধে মিশ্রিত ও তাঁহার চিত্ত বহুদিন সেই চিন্তায় নিয়ত নিবিষ্ট থাকায় এবং

বারম্বার হোলকার প্রভৃতির আক্রমণ হেতু মিবার নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়াছিল, সুতরাং রাজ্যের প্রকৃষ্ট বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল এবং যথারীতি সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবার সময় ও সুযোগ ছিল না। এতাদৃশ সময়ে কৌশলী ব্যক্তি যে সহজেই অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিবে তাহা বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা নহে। উৎকোচ আদান প্রদান তৎকালে বিলক্ষণ চলিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং বিচার কার্য্য নিতান্ত ঘৃণার্হ রূপে সম্পাদিত হইত। এরূপ স্থলে কিল্লাদারের মনোরথ সিদ্ধ হইবার নানা সহজ উপায় ঘটিয়াছিল সন্দেহ কি?

কিল্লাদারের নাম রঘুনাথ রায়। রঘুনাথের অপেক্ষা তাঁহার পত্নী অধিকতর তেজস্বিনী ছিলেন। ঐ কামিনীর নাম যোধসুন্দরী। কিল্লাদারণী কিল্লাদারের অপেক্ষা উঁচু ঘরের মেয়ে। তিনি সুবিখ্যাত ও ইতিহাস-প্রথিত শৈলম্বর-রাজবংশের নিম্নতর শাখা হইতে জাত। এজন্য তাঁহার মনে মনে বিলক্ষণ অহঙ্কার ছিল এবং তিনি এজন্য সর্ব্বত্র স্বামীর মর্য্যাদা স্থাপন করিতে, ও সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর উপর নিজের আধিপত্য অধিকতর বিস্তার করিতে কখনই ক্ষান্ত থাকিতেন না। এক সময়ে তিনি পরমাসুন্দরী ছিলেন। এখন সে দিন নাই বটে, তথাপি তাঁহার গম্ভীর ও প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া এখনও সকলেই তাঁহাকে ভীত ভাবে ভক্তি করিত। কিল্লাদারণীর মানসিক শক্তি যথেষ্ট ছিল এবং ক্রোধাদি প্রবৃত্তিও কম ছিল না। তাঁহার দানশীলতা, তাঁহার কথাবার্ত্তা বা তাঁহার ব্যবহার ও চরিত্র সর্ব্বথা প্রশংসাযোগ্য ছিল। সদ্গুণ থাকিলেও লোকে যোধসুন্দরীকে হৃদয়গত প্রীতি ও অকৃত্রিম ভক্তি প্রদর্শন করিত না। তাঁহার সকল কার্য্যের ও ব্যবহারের মূলেই স্বার্থ-সিদ্ধির বাসনা স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইত; যেখানে লোকে এ ভাব বুঝিতে পারে সেখানে সহজে ভক্তি করিতে অগ্রসর হইবে কেন? তাঁহার বিশ্রম্ভালাপের

মধ্যেও লোকে তাঁহার স্বার্থ-সাধন বাসনার ছায়া দেখিতে পাইত। এজন্য তাঁহার সমকক্ষেরা তাঁহার সহিত সন্দিগ্ধ ও সঙ্কুচিত ভাবে ব্যবহার করিত এবং নিকৃষ্টেরা ভীত ভাবে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিত।

স্বামীর উপর যোধসুন্দরীর এরূপ অসামান্য প্রভুতা ছিল যে, লোকে সময়ে সময়ে কিল্লাদারকে কিল্লাদারণীর অনুগত দাস বলিয়া মনে করিত। কিল্লাদার, নিজের কোন বংশ মর্য্যাদা না থাকায় এবং পত্নীর সৌন্দর্য্য ও মানসিক ক্ষমতাসমূহের আতিশয্য দৃষ্টে, কখন বা তাঁহাকে ভয়, কখন বা ভক্তি করিতেন এবং নিতান্ত আজ্ঞাধীন অনুগতের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। এ সকলই হৃদয়ের কথা। কিন্তু বাহ্যে স্ত্রী ও স্বামী উভয়েরই একজন আপনার প্রাধান্য, অপর আপনার হীনতা প্রচ্ছন্ন রাখিবার নিমিত্ত যথেষ্ট প্রয়াস পাইতেন, তথাপি সুচতুর ও অভিজ্ঞ লোকেরা সহজেই তাঁহাদের উভয়ের যথার্থ ভাব অনুমান করিতে পারিত। মনের এরূপ বিরুদ্ধ ভাব থাকিলেও, উভয়ের স্বার্থের সাম্য হেতু উভয়েই বিশেষ একতার সহিত পরামর্শ করিয়া বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন।

কিল্লাদারের অনেক গুলি সন্তান হইয়াছিল; তন্মধ্যে এক্ষণে তিনটী মাত্র জীবিত আছে। বড়টী বাদসাহ বাহাদুরের অধীনে সৈনিক বৃত্তি করে, সুতরাং অধিকাংশ সময় আগ্রায় বাস করে। ২য়—একটী সপ্তদশ বর্ষীয়া কন্যা সন্তান এবং ৩য়—চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক।

দুর্গস্বামী লক্ষ্মণ সিংহ বহুদিন ধরিয়া কিল্লাদারকে উচ্ছেদ করিয়া কমলা দুর্গের অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত নানাপ্রকার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে মৃত্যু আসিয়া তাঁহার সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়া দিল এবং তাঁহার সকল বিবাদ বিসম্বাদ সর্ব্বদর্শী পরম বিচারকের

ধর্ম্মাধিকরণে লইয়া গেল। তাঁহার পুত্র বিজয় সিংহ মৃত্যু কালে দারিদ্র্য-দুঃখ-নিপীড়িত পিতার হৃদয়-জ্বালা স্বচক্ষে দেখিলেন এবং তাঁহার শত্রু উদ্দেশে অভিসম্পাত-সমূহ স্বয়ং শ্রবণ করিলেন। তিনি স্থির করিলেন, পিতৃভক্তির চিহ্ন স্বরূপে এই প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত তিনিই ধর্ম্মতঃ দায়ী। ইহার পরে যে ঘটনা ঘটিল, তাহাতে এই নিদারুণ প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি আরও উত্তেজিত করিয়া দিল।

সৎকারার্থ বিগতজীব দুর্গস্বামীর দেহ যখন শ্মশানোদ্দেশে নীত হয়, তখন সন্নিহিত জনপদ-সমূহের যাবতীয় ভদ্রলোক আন্তরিক ভক্তিপ্রদর্শনার্থ তথায় সমাগত হইল। লক্ষ্মণ সিংহের জীবনকালে যে সমারোহ ঘটে নাই, মরণান্তে তাহা ঘটিল। বহু লোক তাঁহার সৎকারার্থ সমারোহে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। যথাকালে শব নির্দ্দিষ্ট স্থানে নীত হইলে চন্দনাদি কাষ্ঠভারে চিতা রচিত হইল এবং যথারীতি সমস্ত কার্য্য সমাপন করিয়া বিজয় সিংহ সেই চিতায় অগ্নি সংযোগের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। এমন সময় কিল্লাদারের এক দূত সেই ক্ষেত্রে সমাগত হইয়া চিতায় অগ্নি সংযোগ করিতে নিষেধ করিল। রক্তনেত্র বিজয় সিংহ জিজ্ঞাসিলেন,--

"কে তুমি?"

আগন্তুক বলিল,—

"আমি কিল্লাদারের দূত। আপনারা গ্রাম্য দেবতার পূজার অর্থ না দিয়া শব দাহ করিতে পাইবেন না, ইহাই কিল্লাদারের আদেশ।"

এ অপমান বিজয় সিংহের অসহ্য হইল। তিনি অসিতে হস্তার্প্পণ করিলেন। দূত সভয়ে পিছাইয়া গেল।

রাজপুতানার স্থানে স্থানে নিয়ম আছে, কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার সৎকারের পূর্ব্বে গ্রামের শান্তির নিমিত্ত গ্রাম্য দেবতার পূজা দেওয়া আবশ্যক। কেবল রাজা অথবা রাজবৎ মান্য ব্যক্তিগণ এ

নিয়মের অধীন নহেন। কারণ তাদৃশ ব্যক্তির শরীরে দেবাংশ বিদ্যমান আছে, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে এ অনুষ্ঠান অবশ্য-কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে দুর্গ-স্বামীর দেহ সম্বন্ধেও কিল্লাদারের বর্ত্তমান আদেশ বিজয় সিংহ ও তাঁহার বন্ধুগণ নিতান্ত অপমান জনক বলিয়া মনে করিলেন। বস্তুতঃ একাল পর্য্যন্ত কখন কোন দুর্গস্বামী এ নিয়ম প্রতিপালন করেন নাই। অধুনা তাঁহাদের অবস্থা যে নিতান্ত হীন হইয়াছে এবং তাঁহারা যে সাধারণ মনুষ্যাপেক্ষা কোন অংশেই উন্নত নহেন, ইহা স্মরণ করাইয়া দেওয়াই কিল্লাদারের দূত প্রেরণের প্রধানতম উদ্দেশ্য। বিজয় সিংহের হৃদয় এতদ্ব্যবহারে মথিত হইয়া গেল। কিন্তু তিনি তৎকালে কর্ত্তব্য সমাপনার্থ বহু যত্নে ক্রোধোদ্দীপ্ত হৃদয়কে কিয়ৎপরিমাণে প্রশান্ত করিলেন। তাহার পর বিহিত বিধানে সৎকার সমাধা হইল। দূত আর কিছুই বলিতে সাহস করিল না। সে নির্ব্বাক ভাবে অদূরে দাঁড়াইয়া সমস্ত প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল।

যখন লক্ষণ সিংহের দেহ চিতানলে ভস্মীভূত হইয়া গেল, তখন ভার ভার জল দ্বারা চিতা ধৌত করা হইলে সকলে স্নান করিলেন। তাহার পর আত্মীয়গণ একত্রিত হইলে বিজয় সিংহ বলিলেন,—

"আত্মীয়গণ! অদ্যকার ব্যাপার আপনারা স্বচক্ষে দৃষ্টি করিলেন। লোকে আত্মীয় স্বজনের সৎকার শোক সহকারে সম্পন্ন করে কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সে পবিত্র কর্ত্তব্য পালন সময়েও আমাদিগকে নিরুপায় হইয়া ক্রোধের বশবর্ত্তী হইতে হইল। হউক, আমি জানি, কোন্ তূণ হইতে এ বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ঈশ্বর সাক্ষী, আপনারা সাক্ষী—আমি যদি জীবিত থাকি, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন, আমি অবশ্যই এ অপমানের প্রতিশোধ দিব।"

বিজয় সিংহের এই বাক্য শ্রবণে অনেকেই বিশেষ উৎসাহিত ও সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু যাহারা অপেক্ষাকৃত ধীর ও দূরদর্শী লোক, তাহারা

এ সকল কথা শুনিয়া দুঃখিত হইল এবং ভাবিল, এ সকল কথা ব্যক্ত না হইলেই ভাল হইত। এ সকল কথা হইতে অবশ্যই বিসম ব্যাপার ঘটিবে এবং সেরূপ ঘটিলে, দুর্গস্বামিগণের অবস্থা যেরূপ হীন, তাহাতে নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে পরাজিত ও ক্লিষ্ট হইতে হইবে। কিন্তু এ আশঙ্কা আপাততঃ অমূলক হইয়া পড়িল, কারণ এতদ্ধেতু কোন অশুভ ফলই আশু উপস্থিত হইল না।

যথাসময়ে যথাসম্ভব সমারোহে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইল। পিপলির ভবন জন-কোলাহলে কয়েক দিন পরিপূর্ণ রহিল এবং দুর্গস্বামীর সংকীর্ণ ভাণ্ডারে যে কিছু আয়োজন হইয়াছিল, ভূরিভোজে সকলই নিঃশেষিত হইয়া গেল। তাহার পর আত্মীয় স্বজন ও কুটুম্বগণ গৃহ ত্যাগ করিলেন।

বিজয় সিংহ একাকী সেই নির্জ্জন ভবনে বসিয়া নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। আশার অসারতা, অবস্থার বিপর্য্যয়, তাঁহাদের পতনের কারণ স্বরূপ পরিবারের অভ্যুদয় ইত্যাদি নানা বিষয় বিভিন্ন ভঙ্গিতে তাঁহার চিত্ত-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইতে লাগিল। স্বভাবতঃ বিষাদ-সমাচ্ছন্ন বিজয় সিংহ একাকী এই সকল অকূল চিন্তায় ভাসিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কিল্লাদার সুবিস্তৃত কক্ষ-মধ্যে অতি পরিষ্কার গালিচার উপর বসিয়া আছেন। তাঁহার মূর্ত্তি সুদৃশ্য ও গম্ভীর। উজ্জ্বল লোচনদ্বয় বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। বিশেষ রূপ দেখিলে বুঝা যাইত, কিল্লাদারের মতের দৃঢ়তা অল্পই ছিল এবং যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে সতত কথোপকথন করিত, তাহারা জানিত যে, তাঁহার প্রতি কার্য্যে ও প্রতি কথায় স্বার্থপরতার রেখা থাকিত।

একজন দূত কিল্লাদারের সমীপগত হইল এবং সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। এই ব্যক্তি বিগত দুর্গস্বামী লক্ষ্মণসিংহের অন্ত্যেষ্টি কার্য্যের নিষেধ-সূচক আদেশ লইয়া গিয়াছিল; দূত তথায় যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্তই নিবেদন করিল। কিল্লাদার সমস্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিলেন, তাঁহার স্বভাবতঃ গম্ভীর মুখমণ্ডল আরও গম্ভীর হইল। তিনি মনে মনে বুঝিলেন যে, এখন তিনি ইচ্ছা করিলে দুর্গস্বামীর অবশিষ্ট সম্পত্তিও আত্মসাৎ করিতে সক্ষম। দূত বিদায় হইল।

রঘুনাথ কিল্লাদার কিয়ৎকাল গভীর চিন্তা করিলেন। তাহার পর হঠাৎ উঠিয়া গৃহ মধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন, তাহার পর আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "ক্ষুদ্র বিজয়সিংহ এখন আমার করতলে— আমার বাসনার অধীন। এখন তাহাকে হয় ভাঙ্গিতে হইবে, না হয় নত হইতে হইবে। তাহার পিতা আমার যেরূপ শত্রুতা করিয়াছে, আমাকে ক্রমাগত যেরূপ জ্বালাতন করিয়াছে, প্রতিনিয়ত আমাকে রাণার দরবারে অপদস্থ করিবার নিমিত্ত যেরূপ চেষ্টা করিয়াছে এবং নিয়ত আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া, আমার সকল প্রকার প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া আমাকে যেরূপ বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে, তাহার

একবর্ণও আমি ভুলি নাই। এই বালক—এই উদ্ধত-স্বভাব, স্থূল-বুদ্ধি, উন্মাদ বিজয়সিংহ, পাখা না উঠিতেই উড়িতে চাহিতেছে। আচ্ছা—আচ্ছা—ভাল—ভাল। এখন আমাকে দেখিতে হইবে, কোন সুযোগ পাইয়া সে উড়িতে না পারে। এই যে ঘটনা—এই ঘটনাই তাহার কাল হইয়াছে। হতভাগা একার্য্য দ্বারা রাণার অপমান করিয়াছে, ধর্ম্মের অপমান করিয়াছে এবং আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিয়াছে। এ কথা রাণার দরবারে উপস্থিত করিলে আমি উহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি। চির নির্ব্বাসন—চিরাবরোধ—সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত সকলই করা যাইতে পারে। এমন কি, ইহা হইতে উহার জীবন লইয়া টানাটানি পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা যেন আমাকে করিতে না হয়। না—না, উহার জীবনের প্রতি হস্তক্ষেপ কবিতে আমার বাসনা নাই। কিন্তু ও বাঁচিয়া থাকিলে, কে জানে, উহার দ্বারা কি অনিষ্টই না ঘটিতে পারে। কে জানে, কত ব্যক্তিই উহাকে সাহায্য করিতে পারে এবং হয়ত উহার দ্বারা মহারাণার সিংহাসনও বিপন্ন হইতে পারে।"

রঘুনাথ কিল্লাদার ইত্যাদি বহুবিধ আলোচনা করিয়া মহারাণার নিকট এতদ্ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত নিবেদন করা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিলেন। তিনি তদর্থে এক লিপি লিখিতে বসিলেন। এই লিপি যথেষ্ট চতুরতা সহকারে লিখিতে হইবে বলিয়া মনে করিলেন। বিজয়সিংহের দোষটী এমনই বর্ণনা করিতে হইবে যে, তাহাতে রাণার ক্রোধ ভয়ানক উদ্দীপ্ত হইবে এবং তাহাকে বিশেষ রূপ শাস্তি দিতে তাঁহার অতিশয় ব্যগ্রতা জন্মিবে অথচ কিল্লাদার তজ্জন্য যে কোনরূপ অনুরোধ করিতেছেন অথবা সে জন্য কোন উত্তর-সাধকতা করিতেছেন তাহা একটী কথাতেও ব্যক্ত হইবে না। এইরূপ স্থির করিয়া সুচতুর রঘুনাথ লিপি রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং

অতি যত্নে ও কৌশলে লিপির শব্দ বিন্যাস করিতে লাগিলেন, এমন সময় সহসা তাঁহার দৃষ্টি কক্ষ মধ্যস্থ বাতায়ন বিশেষে সঞ্চারিত হইল। সেই বাতায়ন পার্শ্বে প্রস্তর ভিত্তিতে অস্ত্রাঘাত হেতু একটী বহ্বায়ত চিহ্ন ছিল। সেই অস্ত্র-চিহ্নে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইলে সহসা তাঁহার যেন কি মনে পড়িয়া গেল।

তাঁহার মনে হইল, অতি পূর্ব্বকালে আর একবার এই দুর্গ ও এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য সম্পত্তি রাওত বংশীয় দুর্গস্বামীদিগের হস্ত হইতে হস্তান্তরিত হইয়াছিল। একদিন অভিনব দুর্গস্বামী বহু বন্ধু-বান্ধব সহ সম্মিলিত হইয়া এই কক্ষে ভোজন ও আহ্লাদ আমোদ করিতেছিলেন। এমন সময় সহসা আসুরিক শক্তি সহকারে প্রাচীন দুর্গস্বামী ঐ বাতায়ন ভগ্ন করিয়া প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ এবং একাকী নব দুর্গস্বামী সহ উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তিকে নিহত করে। তাহার সেই ভীষণ যুদ্ধ কালে বাতায়ন পার্শ্বস্থ প্রস্তরে প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছিল। সেই আঘাতের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া সমস্ত ঘটনা স্মরণ করাইতেছে। উক্ত অঙ্ক সম্বন্ধীয় এই প্রচলিত উপাখ্যান কিল্লাদারের মনের ভাবান্তর জন্মাইয়া দিল। তিনি লেখ্য উপাদান সমস্ত সরাইয়া রাখিলেন এবং পত্রের লিখিত অংশ একবার পাঠ করিয়া তাহা যত্নে পেটিকা-বদ্ধ করিলেন। তাহার পর রঘুনাথ রায় সে গৃহ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মনে তখন নানাবিধ ভাব-প্রবাহ প্রবাহিত। তিনি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, ইহাতে পরিণামে কি শুভাশুভ ঘটিতে পারে, এই বিষয় তাঁহার চিত্তে প্রধান আলোচ্য হইয়া উঠিল।

পার্শ্বস্থিত প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবামাত্র রঘুনাথের কর্ণে তাঁহার কন্যার সংগীত-ধ্বনি প্রবেশ করিল। গায়ক নেত্র-পথের অন্তরালে থাকিলে, দূরাগত সংগীত ধ্বনি আমাদিগকে বিস্ময় সম্বলিত আনন্দে অভিভূত করে এবং হরিৎ পত্রাচ্ছাদিত নিকুঞ্জ মধ্যস্থ

পক্ষি-সমূহের সমবেত বাদনবৎ স্বাভবিক মধুরালাপ আমাদিগের হৃদয়কে পুলকিত করিয়া তুলে। রঘুনাথ যদিও এতাদৃশ কোমল বৃত্তির সমধিক অনুরাগী ছিলেন না, তথাপি তিনি মানুষ এবং পিতা তো বটেনই। সুতরাং মানবোচিত অনুরাগ এবং জনকোচিত অসীম বাৎসল্য লোপ পাইবে কিরূপে? দুহিতা কল্যাণী অদূরে মধুর লহরীতে মধু-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং কিল্লাদার স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কল্যাণী গাহিতেছেন ;—

সৌন্দর্য্যের মোহে মন, কখনই ভুলো না,
অসার সম্পদ-গর্ব্বে কখনই মজো না,
ধন-লোভ ওরে মন, কখনই করো না,
পাপের কন্টক-পথে কখনই যেও না,
বিলাসের সাধ হৃদে কখনই রেখো না,
নিষ্পাপ নয়ন মন হৃদয় রাখিয়ে,
যাও মন, ধীরে ধীরে শান্তি-ধামে চলিয়ে।

সংগীত সমাপ্ত হইল ; কিল্লাদার কন্যার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

কল্যাণী যে সংগীতটী গাহিতেছিলেন, তাহা বস্তুতঃ তাঁহার হৃদয়-ভাবের পরিচায়ক। কল্যাণীর পরম সুন্দর অথচ বালিকার ন্যায় সরলতা পূর্ণ মুখ খানি দেখিলেই বোধ হইত যে, তিনি সাংসারিক সামান্য আমোদের অনুরাগিণী ছিলেন না, এবং তাঁহার মন শান্তি ও পবিত্রতায় পূর্ণ ছিল। তাঁহার সুগোল সমুজ্জ্বল ললাটের উপর হইতে সমস্ত মস্তক ব্যাপিয়া ঘনকৃষ্ণ, নিবিড় চিকুর-দাম অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। কল্যাণীর কোমল নয়ন কখন অপরিচিত ব্যক্তির দৃষ্টি মাত্রও সহ্য করিতে পারিত না এবং ভীত ও সঙ্কুচিত ভাবে তাদৃশ দৃষ্টির পথ হইতে অপসৃত হইত। যে পরিবারের মধ্যে কল্যাণীর জন্ম, সে পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির স্বভাব তাঁহার অপেক্ষা কঠিনতাময়, উদ্যমপূর্ণ, উৎসাহময় এবং

কার্য্যানুরাগী। কল্যাণীর প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন হওয়ায় তিনি সর্ব্ব বিষয়ে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট ও পরবাসনানুবর্ত্তিনী হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার মন অনুরাগ-শূন্য বা ভাব-বিহীন হইয়া যায় নাই। তিনি যখন একাকিনী থাকিতেন, তখন তাঁহার চিত্ত পূর্ণ ও স্বাধীন ভাবে স্বেচ্ছামত পথে ক্রীড়া করিত। তিনি রাজস্থানের ইতিবৃত্তোক্ত অপূর্ব্ব কাহিনী সকল তখন আলোচনা করিতেন এবং সেই সকল বিষয় আলোচনা করিতে করিতে শূন্য-পথে মনোহর রাজ-প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেন। তিনি যখন নির্জ্জনে থাকিতেন তখনই কেবল এইরূপ আকাশ-কুসুম সেবা করিতেন। যখন তিনি একান্তে স্বীয় প্রকোষ্ঠে অবস্থান করিতেন, অথবা যখন তিনি আপনার পুষ্প-কাননে একাকিনী বিচরণ করিতেন তখনই তাঁহার চিত্ত স্বাভাবিক সজীবতায় পরিপূর্ণ হইত এবং তখনই তিনি নারী-কুল-কমলিনী পদ্মিনীর ন্যায় দেশের নিমিত্ত, যশের নিমিত্ত, মানের নিমিত্ত, জ্বলন্ত অনলে প্রাণ পরিত্যাগ করিবার কল্পনা করিতেন, অথবা রাণী কর্ম্মদেবীর পবিত্র আখ্যান স্মরণ করিয়া কাল্পনিক সমরে অবতীর্ণা হইতেন; কখন বা প্রতাপসিংহের অমানুষ তেজ ও সহিষ্ণুতা চিন্তা করিতে করিতে কল্পনা-রাজ্যে তাঁহার মূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া ভক্তি ও প্রীতি-কুসুম দ্বারা তাঁহার চরণার্চ্চনা করিতেন; কখন বা বালক বাদলের বীরকীর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে তাঁহাকে চিরপরিচিত আত্মীয় জ্ঞানে তাঁহার বিয়োগ-কাতরতা প্রকাশ করিতেন এবং কখন বা পত্তু-জননীর সহিত একত্র থাকিয়া বীর-বালকের সমর-সজ্জা করিয়া দিতেন।

কল্পনা-রাজ্যে কল্যাণীর হৃদ্‌বৃত্তি স্বাধীনভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইত বটে কিন্তু বাহ্য রাজ্যে তাঁহার মনোবৃত্তি সন্নিহিত আত্মীয় জনের বাসনা দ্বারাই পরিচালিত ও বিকসিত হইত। পরকীয় বাসনার অনুগামী না হইয়া তাঁহার আত্ম-বাসনার সাহায্য অন্বেষণ

করিতে গেলে, তিনি কোনই মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিতেন না, সুতরাং তিনি স্বেচ্ছায় নিজ চিত্তকে আত্মীয় জনের মতানু-সারিণী করিয়া পরিচালিত করিতেন। পাঠক অবশ্যই কোন না কোন পরিচিত পরিবার মধ্যে দেখিয়া থাকিবেন, অপেক্ষাকৃত সতেজ-হৃদয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এক একজন স্বভাবতঃ নিতান্ত কোমল, নমনশীল ও শান্ত প্রকৃতির লোক থাকে; স্রোতস্বিনীর গর্ভ-নিক্ষিপ্ত ভাসমান পুষ্প যেরূপ নিশ্চেষ্ট ও অক্ষম ভাবে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া যায়, তাহারাও তদ্রূপ বিনা আপত্তিতে পরকীয় ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। পরিবার-মধ্যে যে কোমল ও সরল-স্বভাব ব্যক্তি আপনাকে সর্ব্বতোভাবে পরকীয় কর্তৃত্বের অধীন করিয়া রাখে, প্রায়ই দেখা যায় যে, যাহারা তাহার বাসনার পরিচালক তাহারা তাহাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিয়া থাকে।

কল্যাণীর সম্বন্ধেও অবিকল এইরূপ ঘটিয়াছিল। তাঁহার অর্থ-প্রিয়, কূটচিন্তাপূর্ণ, নানা বিষয়াবিষ্ট পিতা তাঁহাকে এতই স্নেহ করি-তেন যে, সময়ে সময়ে তিনি আপনা আপনিই তাঁহার স্নেহের পরিমাণ স্মরণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতেন। কল্যাণীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাদসাহ-দরবারে উচ্চ গৌরব লাভার্থ লোলুপ—সমরক্ষেত্রে বীর-কীর্ত্তি দেখাইয়া স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিবার উপায় অন্বেষণে ব্যস্ত—নবীন বয়সে, নবীন উৎসাহে তিনি নিরন্তর ভাসমান, তাঁহার হৃদয়-প্রবাহ কেবল উচ্চ আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রমুখে প্রবাহিত, তথাপি তাঁহার সেই অবসরহীন হৃদয়েও কল্যাণীর জন্য অপরিমেয় স্নেহ সঞ্চিত ছিল এবং তিনি কল্যাণীকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিয়া সুখ লাভ করিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ মুরারি নিতান্ত বালক। তাহার বালক-জীবনের যাহা কিছু আনন্দ, যাহা কিছু উদ্বেগ তৎসমস্ত ব্যক্ত করিবার একমাত্র স্থল কল্যাণী। বালক তীর দ্বারা কেমন করিয়া মৃগ শীকার করিয়াছে,

পাথর দিয়া কেমন করিয়া একটা [illegible] মারিয়াছে, গুরু মহাশয়ের সহিত কেমন করিয়া ঝগড়া করিয়াছে, সমস্ত কথাই সে কল্যাণীকে বলিয়া সুখী হইত। এই সকল কথা, যতই সামান্য হউক, কল্যাণী অতি ধীরভাবে ও মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিতেন। মুরারি সে সকল বিষয়ের অনুরাগী, কল্যাণীর কর্ণও সুতরাং তত্তদ্বিষয়ের অনুরাগী।

কেবল কল্যাণীর জননী কন্যার এরূপ কোমল স্বভাব ঘৃণার বিষয় বলিয়া মনে করিতেন, এজন্য তিনি তাঁহাকে অন্যান্য সন্তানের ন্যায় ভাল বাসিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কল্যাণীর শরীরে তাহার অপেক্ষাকৃত হীন-বংশ-সম্ভূত পিতৃশোণিতেরই প্রাধান্য ছিল। এরূপ নির্ব্বিরোধ শান্তস্বভাব দুহিতাকে ভাল না বাসা অসম্ভব, তথাপি কিল্লাদারণী কন্যার অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই অধিকতর প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। জ্যেষ্ঠের হৃদয়ে জননীর পিতৃকুলানুরূপ অপরিমেয় পরুষতার সমাবেশ ছিল, এই জন্যই তিনি মাতার আনন্দ-নিকেতন হইয়াছিলেন।

কিল্লাদারণী বলিতেন,—"আমার শম্ভু মাতৃকুলের গৌরব বজায় রাখিবে, পিতৃকুল উজ্জ্বল করিবে ও তাহার গৌরব বাড়াইয়া দিবে। কল্যাণী কোন উঁচু ঘরে পড়িবার নিতান্ত অনুপযুক্ত। কোন সামান্য জমিদারের সহিত উহার বিবাহ হইবে, সে উহার খাওয়া পরা চালাইবে, উহার সাদা মাটা বাসনা মিটাইবে কিন্তু ও কখন তাহার কোন কাজে লাগিবে না, তাহার অবস্থার উন্নতি পক্ষেও কোনই সহায়তা করিতে পারিবে না। ঈশ্বর-ইচ্ছায় উহার অপেক্ষা অনেক অধিক উদ্যমশীল, অথবা এককালে উহারই মত উদ্যম-হীন লোকের সহিত যদি উহার বিবাহ হয়, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।"

সন্তানদিগের গুণ ও পারিবারিক সুখ শান্তির অপেক্ষা বংশ-মর্য্যাদার পক্ষপাতিনী জননী এই রূপ ভাবে কল্যাণীর জীবন সমা-

লোচনা করিতেন। অনেক জনক জননী যেমন পূর্ব্বাহ্নে বুঝিতে পারেন না—তিনিও সেইরূপ বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার কন্যার হৃদয়-ক্ষেত্রে এরূপ ভাবের অঙ্কুর নিহিত আছে, যাহা হয়ত এক-দিবসে এমন বৃদ্ধি পাইবে, যে তখন তাহার বল ও ক্ষমতা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িবে। এতাবৎকাল কল্যাণীর জীবন-প্রবাহ ধীর ও মন্থর গতিতে সমভূমির উপর দিয়া সমান ভাবেই চলিয়া যাইতেছে। ইহা কল্যাণীর পক্ষে সুখেরই বিষয় যে, তাঁহার জীবনে এখনও এমন কোন ঘটনাই উপস্থিত হয় নাই যাঁহাতে জীবন-প্রবাহের গতি বিভিন্ন পন্থা পরিগ্রহ করিতে পারে।

কল্যাণীর সংগীত সমাপ্তির সম সময়েই কিল্লাদার তথায় উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,—"মা কল্যাণি! এই বয়সেই সাংসারিক সুখের প্রতি তোমার এত বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে মা! এখনও তো সুখ-দুঃখময় জীবন সবই সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। তুমি সাংসারিক সুখের কি জান—কি দেখিয়াছ যে, তাহা এত ঘৃণার জিনিস বলিয়া বর্ণন করিতেছ?"

কল্যাণী লজ্জা সহকারে বলিলেন,—"গান আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া গাহি নাই তো বাবা, আর আমার নিজের মনের ভাবের সঙ্গেও গানের কোন সম্বন্ধ নাই—যাহা মনে পড়িল তাহাই গাহিলাম।"

তাহার পর কিল্লাদার কন্যাকে বায়ু-সেবনার্থ তাঁহার সঙ্গে আসিতে অনুরোধ করিলেন।

দুর্গ-সন্নিহিত পাহাড় ও তাহার পাদদেশাশ্রিত সুবিস্তীর্ণ বন-ভূমি পরম রমণীয় দৃশ্য। বন-ভূমিতে কেবল অত্যুন্নত আরণ্য বৃক্ষ সকল শোভা পাইতেছে এবং কখন কুঠারাঘাত হেতু প্রতিহত না হওয়ায়, ক্রমশই বর্দ্ধিতায়তন হইয়া গগন স্পর্শ করিতে হাত বাড়াইতেছে। নিম্ন-ভূমি অধিকাংশ স্থলেই সুপরিষ্কৃত এবং কন্টকী লতাদি পরি-শূন্য। বৃক্ষাদির অন্তরাল হইতে পাহাড়ের প্রাবৃট কালীন নিবিড়

কৃষ্ণ মেঘ সদৃশ গম্ভীর শ্রী বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে। পিতা ও পুত্রী এইরূপ স্থানে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময় একজন ধনুর্ব্বাণ-ধারী ভীল তাঁহাদিগের নিকটস্থ হইয়া সসম্মানে অভিবাদন করিল। কিল্লাদার তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"কি রে রঙ্গুয়া, হরিণ শীকার করিতে বাহির হইয়াছিস্ ?"

"আজ্ঞে হাঁ ধর্ম্মাবতার! আপনি দেখিবেন কি ?"

রঘুনাথ কন্যার মুখের প্রতি একবার চাহিয়া বলিলেন,—

"নাঃ—আর কাজ নাই।"

শীকার দেখার কথা উত্থাপিত হইবামাত্র কল্যাণীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। নিরীহ হরিণ যে বাণ-বিদ্ধ ও রুধিরাক্ত হইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিবে, এ দৃশ্য তাঁহার কোমল প্রকৃতির পক্ষে অসহ্য। পিতা দেখিতে অস্বীকার প্রকাশ করায় তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু যদি তাঁহার পিতা অস্বীকার না করিয়া রঙ্গুয়ার সহিত শীকারের তামাসা দেখিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে কল্যাণী কোন ক্রমেই আপনার অনিচ্ছা ব্যক্ত করিতে পারিতেন না।

রঙ্গুয়া কিছু বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিল,—"কেমন দিন পড়িয়াছে, এখন আর রাজপুতের শীকার ভাল লাগে না! এখন শম্ভু রাজা (কিল্লাদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র) শীঘ্র বাটী না ফিরিলে, এ রাজ্যে আর শীকারের সুখ পাওয়া যাইবে না। মুরারি রাজা (কিল্লাদারের কনিষ্ঠ পুত্র) কতকটা মানুষের মত হইবেন বলিয়া ভরসা ছিল, কিন্তু তাঁহাকে যেরূপ বৃথা পড়া শুনার জন্য তাগিদ করা হইতেছে তাহাতে তাঁহারও ভরসা ছাড়িয়া দিতে হইতেছে। দুর্গস্বামীদের সময়ে কিন্তু এরূপ ছিল না। সে সময় হরিণ মারিবার কথা উঠিলে সকল লোক, মায়ের কোলের ছেলেটী পর্য্যন্ত, দেখিবার জন্য দৌড়িত। তাহার পর যখন হরিণ মারা পড়িত, তখন দুর্গস্বামী শিরোপা দিতেন। এখনকার দুর্গস্বামী বিজয়-

সিংহের মত শীকারী রাণা সংগ্রাম সিংহের পর আর কখন হয় নাই। কিন্তু পাহাড়ের এদিকে শীকারে আসিতে এখন আর তাঁহার বড় একটা মন দেখা যায় না।”

রঙ্গুয়ার বক্তৃতা মধ্যে কিল্লাদারের বিরক্তিকর কথা অনেকই ছিল। কিল্লাদার বুঝিলেন যে, তাঁহার এই সামান্য ভৃত্যও তাঁহার রাজপুতোচিত মৃগয়ায় অনাসক্তি হেতু তাঁহাকে স্পষ্টই ঘৃণা করে। কিন্তু এই সকল ভীল শীকারী মৃগয়া-নিপুণতা হেতু প্রভুদিগের নিতান্ত অনুগ্রহ-ভাজন ছিল। সুতরাং তাহারা কখন কখন প্রভুদিগকে দুই একটা অপ্রিয় কথা বলিলেও বিরক্তি প্রকাশ করা রীতি ছিল না। কিল্লাদার হাসিতে হাসিতে রঙ্গুয়াকে বুঝাইয়া দিলেন যে, অন্য বিষয়ের আলোচনায় অদ্য তাঁহার মন নিবিষ্ট আছে, এজন্যই আজি তিনি শীকারের আমোদ করিতে পারিলেন না। তাহার পর বস্ত্র মধ্য হইতে কিছু পয়সা বাহির করিয়া রঙ্গুয়ার হস্তে প্রদান করিলেন। রঙ্গুয়া অভিবাদন করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

তখন কিল্লাদার, কোন বিশেষ আবশ্যকতা হীন কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইলে যেরূপ ভাব হয়, সেই রূপ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,— “দুর্গস্বামীকে যেরূপ উৎকৃষ্ট তীরন্দাজ, শীকারী ও সাহসী বলিয়া লোকে ব্যাখ্যা করে, বাস্তবিকই তিনি কি সেরূপ?”

রঙ্গুয়া বলিল,—“সাহসী—ওঃ সাহসের কথা কি বলিব? একবার বাল্যকালে স্বর্গীয় দুর্গস্বামী লক্ষ্মণসিংহ, বর্ত্তমান দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ, আরও অনেক লোক শীকারে গিয়াছিলেন— আমিও সে সঙ্গে ছিলাম। ওরে বাপরে! মহাশয়, একটা বুনো মহিষ সকলকে এমন তাড়া করিল, যে প্রাণ যায় আর কি! আমরা তো প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিলাম। দেখিলাম, বৃদ্ধ লক্ষ্মণসিংহ মারা যান যান হইয়া পড়িয়াছেন। দুর্গস্বামী বিজয়সিংহের বয়স তখন ষোল বৎসর মাত্র। মহাশয়, ষোল বৎসরের ছেলে সেখানে

তখন যেরূপ সাহস ও বিক্রম প্রকাশ করিলেন, তাহা আর জীবনে কখন ভুলিব না। বালক সেই দুর্দ্দান্ত মহিষের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে তরবারি দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন! ওঃ! এমন বীর—এমন সাহসী আর কি হয়? ঈশ্বর তাঁহাকে সুখে রাখুন।”

কিল্লাদার জিজ্ঞাসা করিলেন,—“অসি চালনায় তাঁহার যেমন নিপুণতা আছে, ধনুর্ব্বাণেও কি তেমনি পারদর্শিতা আছে?”

রঙ্গুয়া সমুৎসাহে বলিল,—“ধনুর্ব্বাণ তাঁহার সিদ্ধ বিদ্যা। অধিক কি বলিব, আমার এই দুই অঙ্গুলির মধ্যে যে পয়সাটী রহিয়াছে, দুর্গস্বামী ইচ্ছা করিলে দুই শত হাত দূর হইতে ইহা তীর দ্বারা দুই খণ্ড করিয়া দিতে পারেন! আর আপনি কি চান?”

রঘুনাথ বলিলেন,—“এ আশ্চর্য্য বটে। তবে এখন এস রঙ্গুয়া, অনেকক্ষণ তোমাকে কথাবার্ত্তায় আটকাইয়া রাখিয়াছি।”

রঙ্গুয়া প্রণাম করিয়া অনুচ্চস্বরে গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল। যতই সে বিপরীত দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই ক্রমে ক্রমে তাহার সংগীত-ধ্বনি মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। রঙ্গুয়ার গীত এককালে থামিয়া গেলে কিল্লাদার জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কল্যাণি! তুমি তো বাছা এদেশের চাঁদ বর্দ্দাই *। এদেশের যাবতীয় লোকের প্রাচীন বৃত্তান্ত তোমার জানা আছে। তুমি বলিতে পার, এই রঙ্গুয়া কখন দুর্গস্বামীদিগের অধীনে কোন কাজ করিয়া-

* মহাত্মা কর্ণেল টড্ লিখিয়াছেন,—

“The work of Chund is a universal history of the period in which he wrote. In the sixty-nine books, comprising one hundred thousand stanzas, relating to the exploits of Prithi Raj, every noble family of Rajasthan will find some record of their ancestors &c.”—

অর্থাৎ—চাঁদের গ্রন্থ যে সময়ে লিখিত হইয়াছে, তাহা তৎসাময়িক সুবিস্তৃত ইতিহাস। এই লক্ষ শ্লোকাত্মক, উনসপ্ততি সর্গে বিভক্ত, পৃথিরাজ্যের বীরকীর্ত্তির বর্ণনাপূর্ণ গ্রন্থে প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ রাজপুত বংশ আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষের কোন না কোন বর্ণনা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন।—শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত ইংরাজি রাজস্থান ১ম খণ্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা দেখ।

ছিল কি না। লোকটা তাহা না হইলে দুর্গস্বামীদিগের এত অনুরাগী কি জন্য ?”

কল্যাণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—“বাবা! চাঁদ বর্দাই রাজ-কাহিনী, যুদ্ধ-কাহিনী প্রভৃতি বর্ণনা করিতেন; আর আমি রঙ্গুয়া ভীলের কাহিনী, না হয় সেইরূপই অপর কোন লোকের কাহিনী বর্ণনা করিয়া চাঁদ কবির সমকক্ষতা কেমন করিয়া পাইব ? সে যাহা হউক, আমার বোধ হয়, রঙ্গুয়া বাল্যকালে দুর্গস্বামীদিগের অধীনে নিযুক্ত ছিল। তাহার পর সে এদেশ ছাড়িয়া হারাবতীতে চলিয়া যায়। সেখান হইতে আপনি তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু বাবা! প্রাচীন দুর্গস্বামীদিগের কোন বিবরণ জানিতে যদি আপনার বাসনা থাকে, তাহা হইলে, শান্তা বুড়ীর নিকটে গেলে সে আপনাকে সব জানাইতে পারিবে।”

রঘুনাথ বলিলেন,—“তাহাতে আমার কি দরকার বাছা ? তাহাদের ইতিহাস, বা তাহাদের গুণপণার কথা আমি জানিয়া কি করিব কল্যাণি ?”

কল্যাণী বলিলেন,—“তাহা আমি জানিনা; আপনি রঙ্গুয়াকে দুর্গস্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, এই জন্যই বলিতেছিলাম।”

কিল্লাদার কহিলেন, “তুমি বুঝি বাছা এ অঞ্চলের সকল বুড়ী-দেরই চেন ?”

“তা চিনি বই কি বাবা ? না চিনিলে তাহাদের বিপদের সময় আমি সাহায্য করিতে পারিব কেন ? কিন্তু শান্তা বুড়ী বুড়ীর বাদশাহ—উপকথার রাণী! রাজা রাজড়ার যত প্রাচীন কাহিনী সে সবই শান্তা বুড়ীর কণ্ঠস্থ। শান্তা বুড়ী কাণা। কিন্তু কাণা হইলেও সে যখন কথা কহে তখন বোধ হয়, যেন শান্তা কোন উপায়ে শ্রোতার মর্ম্ম-স্থল পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিতেছে। যদিও গত বিশ বৎসর শান্তা চক্ষু রত্ন হারাইয়াছে, তথাপি যখনই আমি তাহার সহিত কথা

কহি তখনই হয় মুখ ফিরাই, অথবা হাত দিয়া মুখ ঢাকি ; আমার যেন বোধ হয়, শান্তা আমার মুখের ভাবান্তর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছে। শান্তার ব্যবহারাদি দেখিয়া আমার বিশ্বাস হয়, সে কোন বড় ঘরের মেয়ে। আসুন বাবা, আপনার শান্তাকে দেখিতেই হইবে। তাহার কুটীর এখান হইতে অধিক দূর নহে তো।"

রঘুনাথ বলিলেন,—"কল্যাণি! তুমি এত কথা বলিলে বটে, কিন্তু আমার কথার উত্তর হইল না। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এ বুড়ী কে এবং প্রাচীন দুর্গস্বামীদের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ ?"

কল্যাণী বলিলেন,—"বোধ করি, কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। শান্তার দুইটী পৌত্র তোমার অধীনে কি কাজ করিত, সেই জন্য শান্তা এখনও এখানে থাকে। কিন্তু শান্তা সতত সময়ের পরিবর্ত্তন এবং এই কমলাদুর্গ সংস্পৃষ্ট বিষয়ের হস্তান্তর হেতু যেরূপ দুঃখ প্রকাশ করে, তাহাতে বোধ হয় যে, সে নিতান্ত অনিচ্ছায় এখানে থাকে।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"তবেত শান্তা বড় উদার-স্বভাবই বটে! সে আমারই অন্ন খাইয়া উদরপূরণ করে এবং যাহারা তাহার বা অপর কোন লোকেরই কোন উপকারে লাগে না, তাহাদেরই জন্য সতত দুঃখ করে ও তাহাদের অধীনে থাকিতে না পাওয়ায় কাতরতা প্রকাশ করে,—এ ব্যবহার সদাশয়তার উত্তম পরিচয় সন্দেহ কি ?"

কল্যাণী কহিলেন,—"বাবা! শান্তার সম্বন্ধে তোমার অন্যায় বিচার করা হইতেছে। শান্তা পয়সার প্রত্যাশিনী নহে। সে যদি উপবাস করিয়া মারা যায় তথাপি কাহার নিকট কখন একটী পয়সাও ভিক্ষা করিবে না, ইহা স্থির। বুড়া হইলেই সকল মানুষই যেমন আপনাদের সময় কালের গল্প করিতে বড় ভাল বাসে, সেও তেমনি গল্প করিতে ভাল বাসে মাত্র। শান্তা অনেক দিন দুর্গস্বামীদিগের অধীনে কাটাইয়াছে, এই জন্য সে দুর্গস্বামীদিগের গল্পই কিছু অধিক করে। ইহা আমার স্থির বিশ্বাস যে, এক্ষণে তুমি তাহার রক্ষক

বলিয়া সে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ এবং সে অপর কাহার সহিত বাক্যালাপ না করিয়া সানন্দে তোমারই সহিত কথোপকথন করিবে। এস বাবা, তোমার শাস্তাকে দেখিতেই হইবে।"

আদরিণী কন্যার ন্যায় কল্যাণী স্বাধীনতা সহকারে পিতাকে স্বেচ্ছামত পথে টানিয়া লইয়া চলিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কল্যাণী পথ-প্রদর্শিকারূপে পিতাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে লাগিলেন। কিল্লাদারের চিত্ত সর্ব্বদা বহু গুরুতর বিষয় চিন্তনে ব্যাপৃত থাকিত, এজন্য তিনি তাঁহার সুবিস্তৃত অধিকারের সর্ব্বস্থান সতত সন্দর্শন করিতে সময় পাইতেন না, সুতরাং অধিকাংশ স্থান তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু কল্যাণীর তাদৃশ কারণ না থাকায় বিশেষতঃ প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শনে সমধিক আসক্তি হেতু, তিনি প্রায়শঃ সন্নিহিত স্থান সমূহে পরিভ্রমণ করিতেন। তদ্ধেতু তত্রত্য যাবতীয় বন-ভূমি, গিরি-সঙ্কট, আরণ্য পন্থা সকলই তাঁহার সুন্দররূপ জ্ঞান-গোচর ছিল। রঘুনাথ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া প্রীত হইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার ক্ষুদ্র-কায়া, স্নেহ-পরায়ণা আদরিণী কন্যা কখন বা কোন অতিকায় বৃক্ষের প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করাইয়া, কখন বা কোন অচিন্তিত-পূর্ব্ব পথ বা প্রান্তর দেখাইয়া, কখন বা কোন উচ্চ স্থান হইতে নিম্নভূমির শোভার উল্লেখ করিয়া, এবং কখন বা ঘনারণ্য প্রভৃতির মধ্যবর্ত্তী হইয়া

তত্রত্য গম্ভীর ভাবের বর্ণনা করিয়া কিল্লাদারের প্রীতি শত গুণে সম্বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন।

উক্তরূপ উচ্চ স্থানে একবার উপনীত হইয়া কল্যাণী পিতাকে বলিলেন যে, তাঁহারা শান্তা বুড়ীর কুটীর সমীপস্থ হইয়াছেন। পরক্ষণেই যেমন তাঁহারা তত্রত্য ক্ষুদ্র পাহাড়-পার্শ্বস্থ পথ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, অমনি গম্ভীর উপত্যকা মধ্যস্থ শান্তা বুড়ীর অপরিষ্কৃত কুটীর তাঁহাদের নেত্র-পথে নিপতিত হইল। কুটীরের হীনাবস্থা ও আলোক হীনতা তদধিকারিণীর অবস্থার সহিত বিশেষ সমতা স্থাপন করিয়াছে।

বৃদ্ধার কুটীর একটী উচ্চ পাহাড়ের পাদ-দেশে সংস্থিত। পাহাড়ের ঊর্দ্ধ ভাগ কুটীরের উপর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, বোধ হইতেছে যেন তাহার অসংলগ্ন অংশ বিশেষ সহসা স্খলিত হইরা নিম্নস্থ ভঙ্গুর আশ্রয়কে চূর্ণীকৃত করিবে বলিয়া বিভীষিকা দেখাইতেছে। তৃণাচ্ছাদিত কুটীর খানির নিতান্ত জীর্ণ দশা। কুটিরোর্দ্ধ হইতে নীলাভাযুক্ত বাষ্প উদ্গত হইতেছে—সেই বাষ্প মণ্ডলাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে গিয়া তদূর্দ্ধস্থ ধূসর বর্ণ গিরির সহিত সম্মিলিত হইতেছে এবং তৎসংসৃষ্ট দৃশ্যকে নিরতিশয় নয়ন বিনোদক করিতেছে। কুটীরের পুরোভাগ কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত নানাবিধ বৃক্ষাদি-পরিবৃত। সেই বৃক্ষাদি সন্নিধানে শান্তা বুড়ী বসিয়া কয়েকটী মেষ-শাবককে যত্ন সহকারে নবীন তরু-পল্লবাদি খাওয়াইতেছে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, যত্নরক্ষিত মেষপালনই শান্তার জীবনযাত্রার উপায়।

এই মেষপালিকার ব্যবসায়, তাহার অদৃষ্টের বক্রতা, তাহার হীন আবাস সকলই নিতান্ত দুর্দ্দশার পরিচায়ক। কিন্তু দৃষ্টি মাত্রেই প্রতীত হয় যে, বৃদ্ধার অত্যধিক বয়স বা দুরদৃষ্ট, বা দৌর্ব্বল্য কিছুই তাহার মানসিক তেজের খর্ব্বতা সাধনে সমর্থ হয় নাই।

একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ-মূলে বৃদ্ধা উপবিষ্টা। তাহার দেহ সমুন্নত—বয়োধিক্য হেতু কিঞ্চিন্মাত্রও অবনত নহে। তাহার পরিচ্ছদ সামান্য হইলেও মলিনতা বর্জ্জিত। এই স্ত্রীলোকের মুখের ভাব এরূপ স্বাভাবিক গম্ভীরতায় অচ্ছাদিত যে, দর্শন মাত্রে দর্শক বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া পড়ে এবং অনেক স্থলেই আন্তরিক সম্মান সহকারে তাহার সহিত কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হয়। বৃদ্ধাও তাদৃশ ব্যবহার তাহার প্রতি অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে অবিকৃত চিত্তে তাহাতে কর্ণপাত করিতে থাকে। যৌবনকালে বৃদ্ধা সুন্দরী ছিল—এখন তাহার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে। কিন্তু তাহার বদনে সমশ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা উচ্চতা-সূচক ভাব স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়। নেত্র-রত্ন বিহীন বদন এতাদৃশ হৃদয়-ভাব ব্যঞ্জক হইতে পারে, ইহা আশ্চর্য্য বটে। বৃদ্ধার চক্ষু সর্ব্বতোভাবে নিমীলিত ছিল, সুতরাং দৃষ্টিহীন বিকট নয়ন-তারকা তাহার বদন-শ্রীর কোন প্রকার অপচয় করিতে পারে নাই।

কল্যাণী বৃদ্ধার প্রাঙ্গণ-দ্বারের অর্গল উন্মোচন করিয়া বলিলেন,—"শান্তা, আমার পিতা তোমাকে দেখিতে আসিয়াছেন।"

বৃদ্ধা কল্যাণী ও কিল্লাদারের দিকে মুখ ফিরাইয়া মস্তক নত করিয়া বলিল,—"আসিতে আজ্ঞা হউক—আমার পরম সৌভাগ্য।"

রঘুনাথ কিল্লাদার বৃদ্ধার আকৃতি দেখিয়া কতকটা সমাদর সহকারে বৃদ্ধার সহিত আলাপ করিতে সংকল্প করিলেন। বলিলেন,—"মা, মেষপাল তুমি কেমন করিয়া রক্ষা কর, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয়, এজন্য তোমার যথেষ্ট কষ্ট হয়।"

বৃদ্ধা বলিলেন,—"না, কেন হইবে? যাহার যাহা জীবিকা তাহাতে তাহার কষ্ট হইলে চলিবে কেন? নরপতিগণ প্রতিনিধি দ্বারা যেরূপে প্রজাসমূহ শাসন করেন, সেইরূপে অমিও প্রতিনিধি দ্বারা মেষপালন করিয়া থাকি। সৌভাগ্যক্রমে এ সম্বন্ধে আমার যোগ্য মন্ত্রী আছে।—পার্ব্বতি—এ দিকে।"

হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে একটী বালিকা তথায় আগমন করিল। সেই বালিকা পার্ব্বতী। শান্তা তাহাকে বলিলেন,—"পার্ব্বতি, কিল্লাদার মহাশয় এবং কুমারী কল্যাণী আসিয়াছেন। ইহাঁরা যেরূপ সম্ভ্রান্ত লোক, আমাদের তদনুরূপ অভ্যর্থনা করা আবশ্যক। অতএব তুমি ইহাঁদিগের অভ্যর্থনা গৃহ মধ্যে যে ফল মূল থাকে তাহা আনিয়া দাও। যেন অপরিষ্কার না হয়।"

পার্ব্বতী আজ্ঞা পালনার্থ গমন করিল। কিল্লাদার এরূপ দরিদ্র ও সামান্য লোকের বাটীতে খাদ্য গ্রহণ করা অবৈধ বলিয়া জানিতেন, কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে সে নিয়ম পালন করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন না এবং তদ্রূপ করিতে তাঁহার ইচ্ছাও হইল না। পার্ব্বতী বৃক্ষ পত্র বিস্তৃত করিয়া তাহাতে কিল্লাদার ও তাঁহার কন্যার নিমিত্ত কয়েকটী ফল-মূল স্থাপন করিল। তাঁহারাও তাহার কিঞ্চিৎ আহার করিলেন। তখন কিল্লাদার জিজ্ঞাসিলেন,—

"তুমি এই স্থানে বহুকালাবধি আছ, বোধ হয়।"

বৃদ্ধার উত্তর প্রত্যুত্তর যদিও যদিও যথেষ্ট শিষ্টাচারে পরিপূর্ণ তথাপি তাহা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত এবং ঠিক, যাহা না বলিলে নহে কেবল তাহাই। কিল্লাদারের বাক্যের উত্তর স্বরূপে বৃদ্ধা বলিল,—"বিগত ষাট বর্ষ কাল আমি এই কন্দরায় আছি।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"তোমার কথার ভাবে বোধ হইতেছে, মিবার তোমার আদিম নিবাস নহে।"

"না, মাড়বার আমার জন্মভূমি।"

"কিন্তু এদেশের প্রতি তোমার জন্মভূমির মতই অনুরাগ দেখিতেছি।"

তখন বৃদ্ধা বলিল,—"এই প্রদেশেই আমার ভাগ্য-চক্র কখন সুখ, কখন বা দুঃখের পথে আবর্ত্তিত হইয়াছে; এই দেশেই আমি উন্নত-মনা ও প্রেমপরায়ণ ব্যক্তির পত্নী রূপে জীবনের বিংশ বর্ষ অতি-বাহিত করিয়াছি; এই স্থানেই আমি ছয়টী আনন্দ-নিকেতন পুত্র

প্রসব করিয়াছি; এই স্থানেই আবার পরমেশ্বর আমাকে এই সকল সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন; এই স্থানেই একে একে সকলেই কালের করাল কবলে কবলিত হইয়াছে এবং শ্মশান ভূমিতে ভস্ম হইয়া পঞ্চভূতে আপনাদের ভূতময় দেহ মিশাইয়াছে। যতদিন তাহারা জীবিত ছিল, ততদিন তাহাদের দেশই আমার দেশ ছিল, এক্ষণে তাহারা নাই সুতরাং আমারও তাহাদের দেশ ছাড়া অন্য দেশ নাই।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"তোমার ঘরখানি নিতান্ত জীর্ণ হইয়াছে।"

কল্যাণী লজ্জাসংকুচিত আগ্রহ সহকারে বলিলেন,—"বাবা, যদি দোষ মনে না করেন, তাহা হইলে আপনার কর্মচারীদিগকে এই ঘরখানা ভাল করিয়া দিবার আদেশ করিয়া দিউন।"

বৃদ্ধা বলিল,—"কুমারি! আমার জীবন-কাল এই ঘরেই বেশ কাটিয়া যাইবে। এই বিষয়ের জন্য কিল্লাদার মহাশয় একটুও কষ্ট করেন, তাহা আমার ইচ্ছা নহে।"

কল্যাণী বলিলেন,—"এককালে তুমি ভাল বাটীতেই বাস করিতে, তোমার যথেষ্ট ধন-জনও ছিল। এক্ষণে এই বৃদ্ধ বয়সে এই কদর্য্য কুটীরে কেমন করিয়া বাস করিবে?"

বৃদ্ধা বলিলেন,—"যে সকল যন্ত্রণা আমি স্বয়ং সহ্য করিয়াছি এবং অপরকে সহ্য করিতে দেখিয়াছি, তাহাতে যখন এ হৃদয় ভাঙ্গে নাই, তখন নিশ্চয়ই ইহা নিতান্ত কঠিন। এরূপ কঠিন হৃদয় এরূপ সামান্য দশা-বিপর্য্যয়ে কেন কাতর হইবে?"

কিল্লাদার বলিলেন,—"আমার বোধ হয়, তুমি জীবন কালে অনেক পরিবর্ত্তন দেখিয়াছ এবং সম্ভবতঃ সে সকল ঘটনা ঘটিবে বলিয়া তুমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতে।"

শান্তা প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর না দিয়া বলিল,—"কেমন করিয়া সে সকল পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে হয় তাহা আমি জানিয়াছি।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"কালে তাদৃশ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী তাহা তুমি নিশ্চয়ই জানিতে।"

আবার বৃদ্ধা উত্তর দিলেন,—"ঠিক কথা। যে বৃক্ষমূলে আপনি উপবেশন করিয়াছেন, তাহা সময়ক্রমে হয় আপনিই, না হয় ছেদকের কুঠারাঘাত হেতু ধ্বংস হইবে, ইহা যেমন সুনিশ্চিত, তেমনি বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন স্থির নিশ্চয়। কিন্তু ইহা আমার বোধ ছিল না যে, যে বৃক্ষ আমার আবাস ভূমি সমাচ্ছন্ন করিয়া ছিল, তাহার নাশ আমাকে দেখিতে হইবে।"

রঘুনাথ বলিলেন,—"তুমি মনে করিও না যে, আমার বিষয় আশয়ের বিগত অধিকারীদিগের বৃত্তান্ত তুমি সবিষাদে স্মরণ করিতেছ বলিয়া আমি বিন্দুমাত্র বিরক্ত হইব। প্রত্যুত তাহাদিগের প্রতি আসক্ত থাকিবার অবশ্যই তোমার প্রকৃষ্ট কারণ আছে; আমি তোমার এতাদৃশ কৃতজ্ঞতার সম্মান করিতেছি। আমি তোমার কুটীরের জীর্ণ সংস্কার করিবার আদেশ দিব এবং ভরসা করি, উত্তরোত্তর পরিচয়ের বৃদ্ধি সহকারে আমরাও পরস্পর আত্মীয় ভাবে জীবনপাত করিতে সক্ষম হইব।"

বৃদ্ধা বলিল,—"এ বয়সে আর নূতন আত্মীয় কেহই করে না, তাহা আপনি জানেন। তথাপি আপনার আন্তরিক সদাশয়তা হেতু আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু আমার যাহা যাহা প্রয়োজন, তৎসমস্তই আমার আছে, সুতরাং আমি মহাশয়ের নিকট হইতে আর কিছুই গ্রহণ করিতে চাহি না।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"তুমি অতি বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক দেখিতেছি। আমি ভরসা করি তুমি জীবনের অবশিষ্ট কাল আমার এই জমিতে বিনা খাজনায় বাস করিবে।"

বৃদ্ধা কহিল,—"বোধ হয় তাহা করিব। যদিও সামান্য কথা মহাশয়ের মনে না থাকিতে পারে, কিন্তু আমার যেন মনে হইতেছে,

কমলা দুর্গ ও তৎসংক্রান্ত ভূসম্পত্তি যখন মহাশয়ের নিকট বিক্রীত হয়, তখন সে বিক্রয়-পত্রে একটা নিয়ম ছিল যে, আমি যাবজ্জীবন ঘরের খাজনা না দিয়া এখানে বাস করিতে পাইব।"

কিল্লাদার কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—"ঠিক্, ঠিক্—আমার মনে ছিল না বটে। দেখিতেছি, তুমি বিগত দুর্গস্বামীদিগের এতই অনুরাগিণী যে, আমার নিকট হইতে কোনই উপকার গ্রহণে তোমার মত নাই।"

শান্তা বলিল,—"না মহাশয়—আপনার প্রস্তাবিত উপকার আমি গ্রহণ করিতেছি না বটে, কিন্তু তজ্জন্য আমি সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞ। ঐ সকল প্রস্তাবের প্রতিশোধ স্বরূপ আমি অধুনা মহাশয়কে যে সকল কথা জানাইতে বাসনা করিয়াছি, উপকার প্রতিশোধের তদপেক্ষা অন্য কোন উৎকৃষ্টতর উপায় জানিলে আমি সুখী হইতাম।"

কিল্লাদার বিস্মিত ও নিস্তব্ধ ভাবে শুনিতে লাগিলেন। শান্তা বলিল,—"কিল্লাদার মহাশয়, আপনি সতর্ক হউন। আপনার এক্ষণে বিষম পতনোন্মুখ অবস্থা।"

রঘুনাথ বলিলেন,—"বটে? কোন গুপ্ত মন্ত্রণা কি চক্রান্তের সংবাদ তুমি জানিতে পারিয়াছ নাকি?"

বৃদ্ধা বলিল,—"না কিল্লাদার। যাহারা তাদৃশ ব্যবসায়ে নিযুক্ত তাহারা রুগ্ন, অন্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিকে কখনই পক্ষ করে না। আমার সংবাদ অন্যরূপ। আপনি দুর্গস্বামীদিগের সহিত নিতান্ত কঠিন ব্যবহার করিয়াছেন। জানিবেন, তাহারা ভয়ানক বংশ; এবং ইহাও জানিবেন যে, মানুষ ক্রোধান্ধ হইলে তাহাদের হিতাহিত বোধ থাকে না।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"আমি তাহাদের সহিত রাজ-ব্যবস্থা মত কার্য্যই করিয়াছি। তাহারা যদি আমার কার্য্য মন্দ মনে করে, তাহা হইলে অবশ্যই তাহাদের সর্ব্বাগ্রে রাজ-ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক"

বৃদ্ধা বলিল,—"তাহারা অন্যরূপ মনে করিতে পারে এবং দুঃখ নিবারণের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া হয়ত অবশেষে রাজ-ব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারে।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"তোমার অভিপ্রায় কি? নবীন দুর্গ-স্বামী আমার দেহের উপর অত্যাচার করিবেন বলিয়া কি তোমার মনে হয়?"

শান্তা বলিলেন,—"ঈশ্বর করুন আমার মুখ দিয়া কখন যেন তেমন কথা না বাহির হয়। যুবক দুর্গস্বামীর চরিত্র কেবল উচ্চাশয়তা, সরলতা, সদাশয়তা, সম্মান-জ্ঞান প্রভৃতি উচ্চগুণ-সমূহে পূর্ণ। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি দুর্গস্বামীদিগের বংশোদ্ভব। রাঘবেশ রায় ও ভবানীপতি সিংহের পরিণাম আপনার স্মরণ আছে কি? তাহাদিগের সে দশাও দুর্গস্বামিদিগেরই কার্য্য।"

কিল্লাদার চমকিয়া উঠিলেন। এই ভয়ানক ও লোমহর্ষণ হত্যা-কাণ্ডদ্বয় তাঁহার আমূল স্মৃতিপথারূঢ় হইল। যে রূপে ঐ দুই উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তি দুই বিভিন্ন সময়ে দুর্গস্বামীদিগকে অপমানিত করিয়াছিল এবং প্রতিহিংসা স্বরূপে যেরূপে দুর্গস্বামীগণ তাহাদের ভয়ানক শাস্তি দিয়া অবশেষে প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন, তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত বৃদ্ধা বর্ণন করিল। সমস্ত শ্রবণ করিয়া কিল্লাদারের হৃদয় বস্তুতই ভয়ে আকুল হইল। তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল, তাঁহার সম্বন্ধেও তাদৃশ ব্যবহার করা বর্ত্তমান দুর্গস্বামীর পক্ষে একটুও অসম্ভব নহে। তিনি শান্তার নিকট হইতে আত্ম-হৃদয়ের ভীতি প্রচ্ছন্ন রাখিবার নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণে শান্তা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, তাহার বাক্য-সমূহ কিল্লাদারের হৃদয়ের হৃদয়ে প্রবেশ করি-য়াছে। কিল্লাদার কয়েকটী সামান্য কথা মাত্র কহিয়া উত্তরাপেক্ষা না করিয়া কন্যা সহ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

দাঁড়াইলেন। তখন সেই ঘোর উত্ত্যক্ত ও ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর পশু অতি নিকটস্থ হইয়াছে—প্রাণ বাঁচাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। ওঃ! কি ভয়ানক অবস্থা!

হয় পিতা না হয় পুত্রী, অথবা উভয়েরই জীবন অপ্রতিবিধেয় কারণে গতপ্রায়। তৎকালে তাঁহাদের রক্ষা সাধনের কোনই উপায় নাই এবং সেই বিকট পশুর শৃঙ্গ-বিদারিত হইয়া কাল-কবলিত হওয়া ব্যতীত অন্য পরিণাম অসম্ভাবিত। এইরূপ সময়ে, কে জানে কেন, সেই যমোপম দুরন্ত পশু হঠাৎ বিকট ধ্বনি করিয়া ভূতলে পতিত হইল এবং মরণাপন্নবৎ অঙ্গাদি সঙ্কোচন করিতে লাগিল। মহিষের মেরু-দণ্ড ও মস্তকের সন্ধি-স্থলে একমাত্র তীর বিদ্ধ। কোথা হইতে, কে এ তীর মারিল, তাহা কিল্লাদার স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার তখন তাদৃশ চিন্তার উপযুক্ত অবস্থাও নহে। তিনি তখন নিতান্ত নিশ্চল ও কাণ্ড-জ্ঞান-হীন অবস্থায় দণ্ডায়মান। এদিকে কল্যাণী চেতনা-হীন অবস্থায় ভূপতিতা, মধ্যে কিল্লাদার সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দণ্ডায়মান, অপর দিকে দুরন্ত ভয়ঙ্কর মহিষ সহসা মৃত্যু-কবলিত হইয়া নিপতিত! কেমন করিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে এই কাণ্ড সংঘটিত হইল, এখনই যে ভয়ানক জীবের আক্রমণে তাঁহাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল, সহসা তাঁহার অজ্ঞাতসারে সেই সাক্ষাৎ যমোপম পশু কেমন করিয়া এরূপ অবস্থাপন্ন হইল, এ কথা কিল্লাদার তো মীমাংসা করিতে পারিলেনই না, অধিকন্তু এ সকল কাণ্ড এত শীঘ্র শীঘ্র ও এতাদৃশ অচিন্তিতপূর্ব্ব রূপে সংঘটিত হইয়া গেল যে, কারণ অনুমান করা দূরে থাকুক, কিল্লাদার তৎসমস্ত চিত্তে ধারণা করিতেও সমর্থ হইলেন না। ফলতঃ কিল্লা-দার যদি তৎকালে মনে করিতেন যে, ভগবানের সাক্ষাৎ ইচ্ছা-প্রভাবে তাঁহারা সে দিন সে দায় হইতে জীবন লাভ করিয়াছেন, তাহা হইলেও তাঁহার মীমাংসা অসঙ্গত হইত না। এইরূপ সময়ে

পার্শ্বস্থ বৃক্ষ-শ্রেণীর মধ্য হইতে এক ধনুক-ধারী যুবক-মূর্ত্তি তাঁহার নয়ন-পথে নিপতিত হইল।

এই যুবক-মূর্ত্তি সন্দর্শনে কিল্লাদারের মনে বাহ্য জগতের স্বপ্ন ও আপনাদের অবস্থা সম্বন্ধীয় জ্ঞান জন্মিল। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, কন্যার সাহায্যার্থ লোকের প্রয়োজন। তিনি মনে করিলেন, ধনুক-ধারী ব্যক্তি হয়ত তাঁহার কোন প্রজা। সে যেই হউক, তিনি তাহাকে সম্বোধন করিলেন এবং যুবক নিকটস্থ হইলে মূর্চ্ছিতা কন্যাকে সন্নিহিত কোন নির্ঝরিণী-সমীপে লইয়া গিয়া তাঁহার যথোচিত শুশ্রূষা করিবার ভার দিয়া স্বয়ং শাস্তার কুটীর হইতে অন্য প্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও লোকজন সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে ধাবিত হইলেন।

যুবক বিহিত যত্নে যুবতীর শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। আরব্ধ সৎকার্য্য অর্দ্ধ-সমাপিত অবস্থায় ত্যাগ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি না হওয়ায়, তিনি যুবতীকে ক্রোড়ে করিয়া সন্নিহিত এক পরম রমণীয় উৎসাভিমুখে গমন করিলেন। গমন কালে বুঝা গেল, সমীপবর্ত্তী প্রত্যেক স্থানই যেন যুবকের সুপরিচিত। যে উৎস-সমীপে ধনুক-ধারী পুরুষ মূর্চ্ছিতা সুন্দরীকে বহন করিয়া সমাগত হইলেন, এক সময়ে তাহা বিচিত্র শোভার স্থান ছিল এবং তাহার উপরিভাগে অতি মনোহর ছাদ এবং চতুর্দ্দিকে সুরম্য স্তম্ভাবলী বিরচিত ছিল। কালে ও অযত্নে তৎসমস্ত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে তাহার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। উৎস-নিঃসৃত সুনির্ম্মল বারিরাশি পার্শ্বস্থ উন্মুক্ত পথ দিয়া কুল্ কুল্ শব্দে প্রবাহিত হইয়া সুদূরে চলিয়া যাইতেছে।

এই মনোহর প্রস্রবণ সম্বন্ধে সন্নিহিত জনপদ-সমূহে এক অত্যাশ্চর্য্য কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, বহুকাল পূর্ব্বে রায়মল নামে এক জন দুর্গস্বামী মৃগয়াকালে এই প্রস্রবণ-

সমীপে এক ভুবনমোহিনী যুবতী কামিনী সন্দর্শন করেন। সুন্দরী-শিরোমণি-স্বরূপা এই রমণীর রূপরাশি দুর্গস্বামী রায়মলের নয়ন-মন যৎপরোনাস্তি আকর্ষণ করিল। অতঃপর সূর্য্যাস্তের অত্যল্প পূর্ব্বে দুর্গস্বামী রায়মল ও সেই অজ্ঞাতনামা সুন্দরী এই নির্দ্দিষ্ট স্থানে সম্মিলিত হইতে লাগিলেন। যুবতী আগমন কালে ও প্রস্থান কালে সেই উৎসেরই সমীপদেশ দিয়া অজ্ঞাতসারে গমনাগমন করিতেন; এজন্য প্রেমোন্মত্ত রায়মল সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, সুন্দরীর জীবন বৃত্তান্ত নিশ্চয়ই কোন অনৈসর্গিক ব্যাপারের সহিত সম্বদ্ধ। সুন্দরী তাঁহাদের মিলন সম্বন্ধেও যে কয়েকটী নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাও সন্দেহজনক ও রহস্য-পূর্ণ। সপ্তাহ-মধ্যে কেবল মাত্র শুক্রবারে এই রমণী প্রেমিক সম্ভাষণে সমাগতা হইতেন এবং সমাগতা হইয়াও অধিকক্ষণ থাকিতেন না, সন্নিহিত গ্রামে দেবারতি-সূচক বাদ্য-ধ্বনি হইবামাত্র তিনি প্রস্থান করিতেন। প্রেম-মগ্ন, রূপোন্মত্ত রায়মলের চিত্তে সুন্দরীর এই সকল আশ্চর্য্য নিয়মাধীনতার কারণ স্থির করিবার অবসর ছিল না। তিনি সেই প্রেম-গুণ-গানে ও সেই রূপ-রত্ন-চিন্তনে সতত বিনিবিষ্ট থাকিতেন। সুন্দরীর সাক্ষাৎ কালের নিরতিশয় অল্পতা হেতু রায়মল নিতান্ত ক্ষুণ্ণ ছিলেন, কিন্তু যুবতীকে বারম্বার অনুরোধ করিলেও তিনি মিলন কাল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ করিতে মত করিলেন না। অতৃপ্ত রায়মল স্থির করিলেন, গ্রামস্থ দেবালয়ে দেবারতি-সূচক বাদ্য-ধ্বনি সুন্দরীর প্রস্থান কালের নিদর্শন; অতএব ঐ আরতি যদি অপে-ক্ষাকৃত বিলম্বে হয়, তাহা হইলে বাদ্য-ধ্বনিও বিলম্বে কর্ণ-গোচর হইবে, সুতরাং যুবতীর অবস্থান কালও অবশ্যই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইবে। ভবিষ্যৎ-বিমূঢ় প্রেমান্ধ প্রণয়ী এই উপায় স্থির করিয়া গ্রাম্য পূজককে সেই দিন হইতে অন্ততঃ দুই দণ্ডকাল পরে দেবা-রতি করিতে আদেশ দিলেন। নিয়মিত সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই

রায়মল নির্দ্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করিতেছিলেন; যথা-নির্দ্দিষ্ট সময়ে যুবতী সমাগতা হইলেন। যুবক যুবতী বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া প্রণয়-সাগরে সন্তরণ দিতে লাগিলেন। একের করে অপর বদ্ধ হইয়া তাঁহারা তৎকালে অপার্থিব সুখ-সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। যে নিয়মিত সময়ে প্রতিদিন বাদ্য-ধ্বনি হয়, সে সময় বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গেল; যুবতীর তাহা জ্ঞান নাই। যখন বাদ্য-ধ্বনি হইল তখন যুবতী প্রণয়াস্পদের আলিঙ্গন-পাশ ছিন্ন করিয়া প্রস্থানার্থ প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু তখনই আপনার দেহের ছায়া দর্শনে বুঝিতে পারিলেন যে, নিয়মিত প্রস্থান-কাল বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই কথা বুঝিবামাত্র যুবতী হৃদয়-ভেদী চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং 'চিরকালের নিমিত্ত বিদায়,' এই কথা উন্মাদিনীর ন্যায় ব্যক্ত করিয়া সবেগে সেই প্রস্রবণের বারিরাশিতে ঝাঁপ দিলেন। তাঁহার দেহ নিমজ্জন হেতু অবিলম্বে সেই জলরাশিতে বুদ্বুদ-সমূহ সমুত্থিত হইল। মর্ম্মাহত, ব্যথিত, অনুতাপ-দগ্ধ রায়মল সেই সলিল-সমীপে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন কি? দেখিলেন, সেই বুদ্বুদ-সমূহ শোণিত সংস্পর্শ-হেতু রক্তবর্ণ! রায়মল বুঝিলেন যে, তাঁহারই অদূরদর্শিতা ও অবিমৃষ্যকারিতা হেতু এই লোক-ললাম-ভূতা সুন্দরী অদ্য জীবনহীন! কাতর রায়মলকে এই অসহ্য বিরহ-যন্ত্রণা বহুদিন সহ্য করিতে হয় নাই। সুবিখ্যাত হলদিঘাট সমরে শত্রুর অসি তাঁহাকে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়া দিল। ইতি-পূর্ব্বেই তিনি এই গভীর প্রেমের আশ্রয়-ভূমি এবং তাঁহার প্রণয়িনীর অন্তিম নিকেতন স্বরূপ এই প্রস্রবণের উপরে ছাদ এবং তাহার চতুষ্পার্শে স্তম্ভ ও প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া এই স্মরণীয় ক্ষেত্র সাধারণ-সংস্পর্শ-সম্ভাবনা পরিশূন্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই সময় হইতেই দুর্গস্বামি-বংশের পতনারম্ভ হয়।

এই চিরপ্রচলিত প্রবাদ সম্বন্ধে নানাপ্রকার মত-ভেদ দৃষ্ট হইত।

কেহ কেহ বলিত পুরাণোক্ত পুরুরবা যেরূপ উর্ব্বসী নাম্নী স্বর্গ-কন্যার প্রেমে মত্ত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান ঘটনাও সেইরূপ। রায়-মল-প্রণয়িনী কোন শাপ-ভ্রষ্টা স্বর্গ-কন্যা;—নির্দ্দিষ্ট দিনে, নির্দ্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় এবং অলৌকিক উপায়ে সেই শাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গ-রাজ্যে প্রস্থান করিয়াছে। কেহ কেহ এমনও বলিত যে, ঐ সুন্দরী কামিনী কোন সামান্য গৃহস্থের কন্যা। তাহার পিতা-মাতা বংশমর্য্যাদায় বা জাত্যংশে এতই হীন যে, দুর্গস্বামীর তাহাকে বিবাহ করা কোন ক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না। এজন্য তাঁহারা গোপনে এই স্থলে সম্মিলিত হইয়া প্রেমালাপ করিতেন। হয়ত কোন দিন ঐ নীচ-কন্যার স্বভাবদোষ দেখিয়া ক্রোধ হেতু দুর্গস্বামী তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ঐ জলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা একবাক্যে সকলেই স্বীকার করিত যে, ঐ উৎসের সমীপগত হওয়া বা তাহার জলপান করা দুর্গস্বামি-বংশীয় ব্যক্তিগণের পক্ষে নিতান্ত অশুভ-জনক।

এই ভয়ানক প্রবাদের জন্মভূমি উৎস সমীপে মূর্চ্ছিতা কল্যাণীর চৈতন্যের আবির্ভাব হইল এবং সুশীতল বায়ুরাশি বহুক্ষণ পরে নিশ্বাসরূপে আবার তাঁহার সুকোমল হৃদয়-কন্দরে প্রবেশ করিল। তাঁহার উন্মুক্ত কেশরাশি উচ্ছৃঙ্খল ভাবে পার্শ্বে ও পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, অর্দ্ধ-মুকুলিত, অলসিত লোচনদ্বয় কেবল মাত্র একই দিকে নিবদ্ধ রহিয়াছে, প্রভূত জল-সিঞ্চন হেতু তাঁহার বক্ষের ও স্কন্ধের আর্দ্র বসন দেহের সহিত সংলগ্ন হইয়া তত্তৎ স্থলের গঠনের পূর্ণতা ও সুকুমারতা প্রদর্শন করিতেছে। তাঁহাকে এই অবস্থায় উপবিষ্টা এবং অদূরে সেই ধনুক-ধারী যুবককে নির্ণিমেষ নয়নে সুন্দরীর প্রতি চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, দুর্গস্বামী রায়মল ও সেই অজ্ঞাতনামা কামিনীর বিষাদময় বৃত্তান্ত কাহার না স্মরণে আসিবে?

সংজ্ঞা লাভ সহকারে, প্রথমেই যে ভয়ানক কারণে তাঁহার সংজ্ঞা

বিলুপ্ত হয়, সেই চিন্তা কল্যাণীর মনে সমুদিত হইল—পরক্ষণেই পিতার জন্য ভাবনা হইল। তিনি ব্যাকুল নয়নে চাহিলেন, কিন্তু কুত্রাপি পিতার মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"বাবা আমার, বাবা কই!"

অপরিচিত স্বরে উত্তর হইল,—"কিল্লাদার রঘুনাথ রায় নিরাপদে আছেন এবং এখনই আপনার সহিত মিলিত হইবেন।"

কল্যাণী উচ্চ স্বরে বলিলেন,—"আপনি নিশ্চয় জানেন কি? মহিষ আমাদের নিতান্ত নিকটে আসিয়াছিল।—আপনি আমাকে থামাইবেন না—আমি এখনই পিতার সন্ধানে গমন করিব।"

তিনি সেই অভিপ্রায়ে গাত্রোত্থান করিলেন কিন্তু তাঁহার এতাদৃশ বল-ক্ষয় ঘটিয়াছিল যে, বাসনানুযায়ী কার্য্য সাধন তো দূরের কথা তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও অগ্রসর হইলেই তত্রত্য প্রস্তরোপরি এরূপ বেগে পতিত হইতেন যে, হয় ত তাহাতে গুরুতর আঘাত পাইতেন।

যুবা-জন যখন কোন সুন্দরী কামিনীর বিপদ নিরাকরণার্থ অগ্রসর হন, তখন কোন প্রকার অনিচ্ছা নিতান্ত অস্বাভাবিক হইলেও, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে, সেই অপরিচিত ব্যক্তি, অনিচ্ছা সহকারে, এই পতনোন্মুখী কামিনীকে, আপনার বাহু পাতিয়া, ধারণ করিলেন। সেই কৃশাঙ্গী কোমল-কায়া কামিনীর ক্ষুদ্র বপুও যেন এই দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ যুবকের পক্ষে ভার বোধ হইতে লাগিল এবং তিনি কালব্যাজ না করিয়া তাঁহাকে পুনরায় উপল-পার্শ্বে স্থাপন করিলেন, ও কয়েক পদ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া বলিলেন,—"কিল্লাদার মহাশয় কুশলে আছেন, এবং এখনই এখানে আসিবেন। নিতান্ত শুভাদৃষ্ট হেতু তিনি রক্ষা পাইয়াছেন। আপনি নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার নিমিত্ত ব্যাকুল হইবেন না, এবং যতক্ষণ আমার অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত ব্যক্তি আপনার সাহায্যার্থ উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ কোন মতেই উঠিবার চেষ্টা করিবেন না।"

কল্যাণী দেখিলেন, এই অপরিচিত যুবার দেহ মৃগয়াকাঙ্কোচিত পরিচ্ছদে আবৃত। তাঁহার কটি-বন্ধে কিরীচ, পৃষ্ঠে তূণ, স্কন্ধ হইতে পাদমূল পর্য্যন্ত বহ্বায়ত ধনু, যুবকের দেহ পূর্ণায়ত ও সর্ব্বাঙ্গই যথেষ্ট শক্তি সমন্বিত। তাঁহার বদনের গম্ভীর অথচ শান্তিময় ভাব দেখিলেই যেন তাঁহাকে কোন উন্নত পুরুষ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বোধ হয় যেন, কোন বিষাদ বা দুশ্চিন্তার ছায়া, অথবা কোন কঠিন সংকল্প তাঁহার সমস্ত বদন-শ্রী আবৃত করিয়া রহিয়াছে।

কল্যাণীর নয়ন ধনুক-ধারী যুবকের সমুজ্জ্বল আয়ত লোচনের সহিত সম্মিলিত হইবামাত্র কল্যাণী লজ্জায় বদনাবনত করিলেন। উপস্থিত বীরই তাঁহার এবং তাঁহার পিতার জীবন-রক্ষক বলিয়া কল্যাণী মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন, সুতরাং কর্ত্তব্য-বোধে তাঁহার নিকট ধীরে ধীরে অস্ফুট ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেরূপ কৃতজ্ঞতাসূচক উক্তি ধনুক-ধারী যুবকের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চারিত করিতে পারিল না। তিনি যেন একটু বিরক্তি সহকৃত উচ্চ ও মধুর স্বরে বলিলেন,—"আমি এক্ষণে প্রস্থান করিতেছি। আপনি যাঁহাদের ইষ্টদেবী-স্বরূপা আমি আপনার ভার তাঁহাদেরই হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি।"

যুবকের বাক্য-শ্রবণে কল্যাণী আন্তরিক দুঃখিত হইলেন এবং ভাবিলেন, হয়ত তাঁহারই অসম্বদ্ধ বাক্য-মধ্যে যুবকের অসন্তোষ-জনক কোন কথা অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া থাকিবে। তিনি পুনরায় বলিলেন,—"আমার দুরদৃষ্ট ক্রমে আমি হয়ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে গিয়া, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছি। আমার মনে হইতেছে না, কি বলিয়াছি; কিন্তু নিশ্চয়ই আমি না বুঝিয়া, না জানিয়া কোন অপ্রীতিকর কথা বলিয়া থাকিব। আপনি দয়া করিয়া আমার পিতা কিল্লাদার মহাশয়ের আগমন কাল পর্য্যন্ত এস্থলে অপেক্ষা করুন। তিনি আসিয়া আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও আপনার

পরিচয় গ্রহণ করিবেন। তাঁহাকে এ সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা আপনার কর্ত্তব্য নহে।"

যুবক বলিলেন,—"আমার পরিচয় অনাবশ্যক—আমার পরিচয় জানিয়া কিল্লাদার সুখী হইবেন না।"

কল্যাণী সাগ্রহে বলিলেন,—"না না, বীরবর, আমার পিতা আপনার সহিত পরিচয়ে ও আমাদের মুক্তি হেতু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বড়ই সুখী হইবেন। আপনি আমার পিতাকে জানেন না, নতুবা হয়ত আপনি আমার নিকট তাঁহার সম্বন্ধে অলীক কথা বলিয়া আমাকে আশ্বস্ত করিতেছেন। তিনি হয়ত এতক্ষণ সেই ভয়ানক পশুর আক্রমণে মরণাপন্ন হইয়াছেন, এদিকে আমরা তাঁহারই বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছি।"

এই চিন্তা কল্যাণীর মনে উদিত হইবামাত্র তিনি সেই ভয়ানক ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ধনুক-ধারী যুবকও তাঁহাকে সে কল্পনা ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন,—

"ভদ্রে! আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন। আমি বলিতেছি আপনার পিতা সম্পূর্ণরূপে নিরাপদে আছেন।"

কিন্তু কল্যাণী এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি পিতার নিকটস্থ হইবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন অগত্যা বীর যুবক বলিলেন,—

"যদি কথা না শুনেন—যদি যাইতেই চাহেন তাহা হইলে, যদিও আমার ইচ্ছা নাই, তথাপি আপনি আমার স্কন্ধে বা বাহুতে হস্তার্পন করিয়া চলুন, নচেৎ আপনার পতিত হইয়া আঘাত পাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।"

ব্যাকুল-চিত্ত কল্যাণী ধনুকধারী যুবকের বাহু ধারণ করিয়া বলিলেন,—"চলুন—চলুন—আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন না—পিতার নিকট লইয়া চলুন। না জানি তিনি কত কষ্টই পাইতেছেন।"

তখন সেই কম্পান্বিতা বাহু-আশ্রিতা সুন্দরী সহ ধনুক-ধারী বীর অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে শান্তা বুড়ীর আশ্রিতা পার্ব্বতী-নাম্নী বালিকা ও দুই জন কাষ্ঠছেদক সমভিব্যাহারে রঘুনাথ কিল্লাদার সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। কন্যাকে নিরাপদ দর্শনে কিল্লাদারের আনন্দের সীমা রহিল না। অত্যধিক আনন্দ হেতু তখন তাঁহার মনে হইল না যে, তাঁহার কন্যা একজন পর পুরুষের বাহু ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন! কিল্লাদার সানন্দে বলিলেন,—

"কল্যাণি! মা আমার—ভয় কি মা? মহিষ তো মরিয়া গিয়াছে। আর কোন ভয় নাই।"

কল্যাণী তখন অপরিচিত পুরুষের হস্ত-ত্যাগ করিয়া ভক্তি ভরে ও প্রেমাশ্রু-পূর্ণ লোচনে পিতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"ঈশ্বরানুগ্রহে আমরা এক্ষণে নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছি। আপনাকে যে নিরাপদ দেখিলাম, ইহা আমার পরম আনন্দ। কিন্তু বাবা, এই মহাশয়ই আমাদের অদ্যকার সৌভাগ্যের মূল।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"এই বীর যুবকের যত্ন ও চেষ্টা নিষ্ফল যাইবে না। ইনি অদ্য আমার দুহিতার ও আমার জীবন-রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে অসামান্য বীরত্ব ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আজি হইতে রঘুনাথ কিল্লাদার উঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিল। আমি উঁহাকে অনুরোধ করিতেছি—"

ধনুকধারী যুবক কিল্লাদারের কথায় বাধা দিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"আমাকে কোনই অনুরোধ করিবেন না। আমি দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ।"

তখন ক্ষণেক সেই স্থানে মরণোপম নীরবতা আবির্ভূত হইল। তখন সেই উদ্ধত বীর কল্যাণীর নিকট অস্ফুট স্বরে দুই একটী শিষ্টাচারসূচক বাক্যমাত্র কহিয়া তৎক্ষণাৎ পার্শ্বস্থ বনান্তরালে অন্তর্দ্ধান হইলেন।

বিস্ময়ের অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইলে কিল্লাদার বলিলেন,—"দুর্গস্বামী বিজয় সিংহ! শীঘ্র তাঁহার অনুসরণ কর—তাঁহাকে একবার ফিরিয়া আসিয়া দয়া করিয়া আমার সহিত এক মুহূর্ত্ত কথা কহিতে অনুরোধ কর।"

কাষ্ঠছেদকদ্বয় তখনই দুর্গস্বামীর পথানুসরণ করিল এবং অবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া কিছু ভীত ও বিচলিত ভাবে বলিল, তিনি আসিবেন না। কিল্লাদার ঐ দুই ব্যক্তির একজনকে কিছু অন্তরে লইয়া গিয়া দুর্গস্বামী ঠিক্ কি কি কথা বলিয়াছেন, তাহা বলিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন।

অকারণ অপ্রীতিকর বাক্য ব্যক্ত করায় কাজ কি ভাবিয়া সে ব্যক্তি বলিল,—"দুর্গস্বামী বলিলেন যে, তিনি আসিবেন না।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"নিশ্চয়ই তিনি আরও কিছু বলিয়াছেন, তোমাকে তাহা বলিতেই হইবে।"

তখন সে ব্যক্তি অধোবদনে বলিল,—"তবে কি করিব? তিনি বলিলেন—কিন্তু আপনি তাহা শুনিয়া সুখী হইবেন না। আমি ঠিক্ বলিতেছি দুর্গস্বামী কোন মন্দ কথা বলেন নাই।"

"মন্দ হউক, ভাল হউক, তাহার বিচার তোমাকে করিতে হইবে না। তিনি যাহা বলিয়াছেন সেই সকল কথা আমি শুনিতে চাহি।"

কাষ্ঠছেদক বলিল,—"আচ্ছা। তিনি বলিলেন যে, রঘুনাথ কিল্লাদারকে বল গিয়া আবার যখন আমাদের সাক্ষাৎ হইবে, তখন তাহা এত সুখের হইবে না।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"ওঃ—আমার বোধ হয়, বিগত রাখী পূর্ণিমার দিন আমরা একটা বাজি রাখিয়াছিলাম, তিনি হয়ত সেই বাজির কথাই স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। আচ্ছা, দেখা যাইবে।"

কন্যার এক্ষণে গমনোপযোগী শক্তি হইয়াছে দেখিয়া, রঘুনাথ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাটী ফিরিলেন। এই ঘটনা কল্যাণীর শয়নে

ও জাগরণে অবিচ্ছেদ্য চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। জাগ্রত কালে সেই দুরন্ত মহিষ-মূর্ত্তি, মৃত্যুর বিভীষিকা ও দুর্গস্বামী বিজয় সিংহের অত্যদ্ভুত ক্ষমতা এবং তাঁহার আশ্চর্য্য ব্যবহার নিরন্তর মনে উদিত হইত; নিদ্রাকালেও এই সকল বিষয় স্বপ্নরূপে তাঁহার মানস-মন্দিরে বিচরণ করিত। ক্রমশঃ এইরূপ আলোচনায় একই বিষয় তাঁহার চিত্তের প্রধান আলোচ্য হইয়া উঠিল। সে বিষয় দুর্গস্বামী বিজয়-সিংহ। দুর্গস্বামীর অসীম সাহস, অদ্ভুত প্রকৃতি, তাঁহার বর্ত্তমান দুরবস্থা, তাঁহাদের গৌরব ইত্যাদি বিষয় পুনঃ পুনঃ চিত্র-ক্ষেত্রে সমাগত হওয়ায় তিনি ক্রমশঃ দুর্গস্বামীর নিতান্ত পক্ষপাতিনী হইয়া পড়িলেন। যুবতী কামিনীর পক্ষে যুবাজন সম্বন্ধে এতাদৃশ চিন্তা অবৈধ হইলেও কল্যাণী ইহা মন হইতে বিসর্জ্জন দিতে পারিলেন না।

কালক্রমে, বিভিন্ন মনোজ্ঞ চিন্তায় চিত্ত নিবিষ্ট হইলে, স্থান ও কালের পরিবর্ত্তন ঘটিলে এবং আত্মীয়তার অন্য উৎকৃষ্টতর স্থল উপস্থিত হইলে চিত্তের এই দুর্দ্দমনীয় অনুরাগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে পারিত। কিন্তু কল্যাণীর পক্ষে সকলই প্রতিকূল হইয়াছিল। কিল্লাদারণী এ সময় দুর্গে ছিলেন না, তিনি কোন প্রয়োজন হেতু অধুনা উদয়পুরে অবস্থান করিতেছিলেন। কল্যাণীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিদেশে রাজ-কর্ম্মে নিযুক্ত, তাঁহার কনিষ্ঠ সর্ব্বদা ক্রীড়া ও মৃগয়া লইয়া ব্যস্ত এবং কিল্লাদার মহাশয় নিরন্তর বৈষয়িক কার্য্য-সাগরে নিমগ্ন। কাজেই কল্যাণীকে সর্ব্বদা একাকিনী থাকিতে হইত, এবং একাকিনী থাকিতে হইলে অগত্যা একই চিন্তা পুনঃ পুনঃ মনোরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিত।

কল্যাণীর চিত্তের যখন এই অবস্থা তখন তিনি বারম্বার শান্তা বুড়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। বৃদ্ধার সহিত দুর্গস্বামী সংক্রান্ত কথোপকথন করেন, ইহাই তাঁহার বাসনা। শান্তা তাঁহার এবম্বিধ কথায় কোন যোগ দিত না, বরং সে যাহা বলিত তাহা

নিতান্তই নিরুৎসাহজনক। বর্ত্তমান দুর্গস্বামীর দুরবস্থা বিষয়ক কথা বলিয়া সে দুঃখ প্রকাশ করিত এবং তিনি যে অতি দুর্দ্দান্ত ও অক্ষমাবান ব্যক্তি তাহাও সে বলিত। ফলতঃ তাহার কথা শুনিয়া, এবং তাঁহার পিতাকে দুর্গস্বামী সম্বন্ধে সাবধান থাকিতে সে যে উপদেশ দিয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া, কল্যাণী নিতান্ত ভীতা হইতেন।

কিন্তু কল্যাণী আবার মনে করিতেন, যদি দুর্গস্বামী প্রকৃতই এরূপ প্রতিহিংসা পরায়ণ হইতেন, তাহা হইলে শাস্তার মুখে সেই সকল সন্দেহসূচক কথা শুনিয়া আমরা বাহির হইতে না হইতে, তিনি অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর মুখ হইতে আমার পিতাকে এবং আমাকে রক্ষা করিবেন কেন? যদি তাঁহার মনে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি থাকিত, তাহা হইলে তৎকালে যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে তাঁহাকে স্বহস্তে কোনই নিন্দনীয় কার্য্য করিতে হইত না, অথচ তাঁহার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপ চরিতার্থ হইত। তিনি যদি এক মুহূর্ত্ত মাত্র সাহায্য করিতে বিরত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার শত্রু তদ্দণ্ডেই উৎকট যন্ত্রণা সহকারে মৃত্যু-মুখে পতিত হইত, অথচ সে কলঙ্ক হেতু তাঁহার হস্ত রঞ্জিত হইত না। অতএব বালিকা সিদ্ধান্ত করিলেন, লোকে যাহা ভাবে ও শাস্তা যাহা বলে তাহা ভ্রমাত্মক। এই সিদ্ধান্তে উপনীতা হইয়া বালিকা কতই সাধময়, সুখময়, ও অনুরাগময় কাল্পনিক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার পিতাও সেই দিনের পর হইতে দুর্গস্বামীর কথা বারম্বার আলোচনা করিয়াছেন। দুর্গস্বামীর বর্ত্তমান ব্যবহারে কিল্লাদারের মন নিতান্ত বিগলিত ও ভাবান্তরিত হইয়া গিয়াছে। যে দুর্গস্বামীকে তিনি প্রবল শত্রু বলিয়া মনে করিতেন, এখন আর তাঁহার সম্বন্ধে সেরূপ চিন্তা করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি নাই। তিনি ভবিষ্যতে কোমল ব্যবহারে দুর্গস্বামীর দুর্দ্দমনীয় চিত্তকে প্রশমিত করিয়া আনিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যে দিন কিল্লাদার ও তাঁহার দুহিতা, আশু-মৃত্যুর হস্ত হইতে, দুর্গস্বামীর যত্নে, রক্ষা পাইয়াছিলেন সেই দিন সন্ধ্যার পর কমলা ও পিপ্‌লী এতদুভয় স্থানের মধ্য-পথে, একটী বৃক্ষ-মূলে, দুইটী লোক বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন; তাঁহাদের অনতিদূরে তিনটী অশ্ব অপর এক বৃক্ষে নিবদ্ধ ছিল।

ব্যক্তিদ্বয়ের একজনের বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর। তাঁহার দেহ সুদীর্ঘ ও কৃশ, নাসিকা উন্নত, নেত্রদ্বয় কৃষ্ণ ও ক্রূর বুদ্ধির পরিচায়ক; অপর ব্যক্তির বয়স ত্রিশের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক, শরীর অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব। তাঁহার মুখের ভাব সাহসিকতা এবং প্রতিজ্ঞাশীলতা-ব্যঞ্জক; তাঁহার লোচন-যুগল প্রসন্নতায় পূর্ণ এবং আভ্যন্তরিক ভীতি-বিরহিত স্বাধীন ভাবে উৎফুল্ল। লোকদ্বয়ের সন্দিগ্ধ ও চিন্তাকুল ভাব। অপেক্ষাকৃত নবীন ব্যক্তি বলিলেন,—

“আঃ! এ দুর্গস্বামীর ব্যাপারটা কি? কেন তাহার এত হইতেছে? নিশ্চয়ই তাহার উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছে। কেন আমাকে তাহার সহিত যাইতে বাধা দিলে?”

অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক সঙ্গী বলিল,—“এক জন দু শত্রু দমন করিবে, তাহার সহিত সাত জন কেন যাইবে? অনর্থক তাহার জন্য এতদূর আসিয়া আপনাদিগকে বিপন্ন ইহাই যথেষ্ট।”

সঙ্গী উত্তর দিল,—"শিবরাম, তুমি কিছু মাথা-পাগলা—এ কথা সকলেই বলিয়া থাকে।"

শিবরাম কটি-সংলগ্ন অসির কিয়দংশ বাহির করিয়া বলিল,—"কিন্তু কেহই কখন আমার সাক্ষাতে তাহা বলিতে সাহস করে নাই। যদি তোমার মত চঞ্চল লোকদের আমি বদ্ধপাগল বলিয়া মনে না করিতাম, তাহা হইলে"—শিবরাম আর কিছু না বলিয়া উত্তরাপেক্ষায় চুপ করিল।

অপর ব্যক্তি ধীর ভাবে বলিল,—"তাহা হইলে কি করিতে? যাহা করিতে, তাহা কর না কেন?"

শিবরাম অসি আরও একটু বাহির করিল। তাহার পর সমস্ত অসি সজোরে কোষ-নিবদ্ধ করিয়া বলিল,—"করি না—কারণ তোমার ন্যায় উন্মাদকে হত্যা করা অপেক্ষা অসির আরও গুরুতর উদ্দেশ্য আছে।"

অপর ব্যক্তি বলিল,—"ঠিক্, ঠিক্! আমি যে পাগল তাহা আমি যখন তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়াছি তখনই সপ্রমাণ হইয়াছে বটে। তুমি আমাকে বাদশাহের অধীনে সেনাপতি করিয়া দিবে এ লোভ যদি না দেখাইতে, তাহা হইলে আজি তোমার সহিত আমার এ বিবাদের কোনই কারণ থাকিত না। আমি ভাই, মিবার-বাসী রাজপুত; কাজ কি আমার যবনের অধীনতায়? আমার পিতা পিতামহ কেহই যে কার্য্য কখন করেন নাই, আজি কেন আমি তাহার জন্য লালায়িত? আর ভাই, আমার দিদিমাই বা আর কতদিন বাঁচিবেন?"

শিবরাম বলিল,—"তাহা কে বলিতে পারে। বীরবল, হয়ত তিনি এখনও অনেক দিন বাঁচিতে পারেন। তুমি তোমার পিতার কথা ভুলিয়াছ; তোমার পিতাতে আর তোমাতে অনেক প্রভেদ। তোমার পিতার ভূমি ছিল, জীবিকার উপায় ছিল, তিনি কাহার

নিকট ধারও করিতেন না, কর্জ্জও করিতেন না। তিনি আপনার আয়ে আপনি স্বচ্ছন্দে জীবনপাত করিতেন।”

বীরবল বলিলেন,—“আমিও যে পিতার ন্যায় স্বচ্ছন্দ ভাবে জীবন পাত করিতে পারি না, সে কাহার দোষ ভাই? তুমি এবং তোমার মত আরও দুই এক জন সুখের পায়রা আমার ঘাড়ে চাপিয়াই কি আমার সর্ব্বনাশ ঘটাও নাই? আমার বিষয় আশয় সকলই নষ্ট হইয়া গিয়াছে—এখন আমার দশাও তোমাদেরই মত হইয়া উঠিয়াছে—এখন পথে পথে ঘোরাই আমার ভরসা। এখন মুসলমানদের আশ্রয়ে ভরণ পোষণ চালাইবার ভরসায় প্রাণ বাঁচাইতে হইতেছে, ইহা কি সামান্য দুঃখের কথা?”

শিবরাম বলিল,—“তুমি আমার উপর দিয়া অনেক কথা চালাইলে। যাহা হইয়াছে তাহা হইয়াছে, আপাততঃ আমি যে উপায় স্থির করিয়াছি তাহা কি মন্দ?”

বীরবল বলিলেন,—“জানি না তোমার উপায় হইতে কি ফল দাঁড়াইবে। কিন্তু দুর্গস্বামীর সহিত তুমি যে যোগ দিয়াছ তাহাতে কোন ফল ফলিবে না ইহা স্থির। দুর্গস্বামীর ধন নাই, ভূমি নাই, সুতরাং মান নাই—এ ব্যক্তি আমারই মত লক্ষ্মীছাড়া। এমন লোকের পক্ষাবলম্বন নিতান্ত অনর্থক।”

শিবরাম বলিল,—“স্থির হও ভাই, শিররাম না বুঝিয়া কোন কাজই করেন না। ঐ যে দুর্গস্বামী, উহাদের বংশগত একটা বড় মান আছে, এবং উহার পিতার সম্রাট-দরবারে বিশেষ সম্ভ্রম ছিল। এখন ঐ দুর্গস্বামীর সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরাও কর্ম্মের প্রার্থনায় উপস্থিত হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কেহ আমাদের ছোট লোক মনে করিবে না, বরং অতবড় একটা মানী লোকের সমকক্ষ হইয়া যাওয়ায় আমাদেরও সেইরূপই মনে করিবে। আর কি জান, দুর্গস্বামী লোকটা তোমার মত নির্ব্বোধ নহে, কেবল শিকার লইয়া হৈ হৈ করিয়া

বেড়ায় না। তাহার জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে সুতরাং নিশ্চয়ই তাহার পদোন্নতি ও সম্মান হইবে এবং আমরাও সেই সঙ্গে বিকাইয়া যাইব।”

বীরবল বলিলেন,—“শিবরাম, রাগ করিও না ভাই। মধ্যে মধ্যে তরবারে হাত দিতেছ কেন? তুমি আমার সঙ্গে মারামারি করিবে না, এবং আমিও তোমার সঙ্গে মারামারি করিব না, একথা তুমিও জান আমিও জানি। এখন সত্য করিয়া বল দেখি, কি কৌশলে তুমি দুর্গস্বামীকে তোমার এ পরামর্শে লওয়াইলে?”

শিবরাম বলিল,—“তাহার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির উত্তেজনা করিয়া। কিল্লাদারের উপর তাহার ভয়ানক রাগ। সময় বুঝিয়া সেই রাগের সপক্ষতা করিয়া ক্রমশঃ তাহার আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছি। পূর্ব্বে দুর্গস্বামী আমাকে আন্তরিক ঘৃণা করিত, কিন্তু এখন আর সে ভাব নাই। আজি দুর্গস্বামী প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে গিয়াছে। যদি তাহার সহিত কিল্লাদারের সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলেই তাহার সর্ব্বনাশ। যদি কেহ নাও মরে, তাহা হইলেও বিষম গোলমাল বাধিবে। মহারাণার দরবারে সংবাদ যাইবে যে, বিজয়সিংহ একজন মহারাণার অনুগত সামন্তের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে। কথা শক্ত হইয়া উঠিবে—এখানে বিজয়সিংহের থাকা ভার হইয়া উঠিবে—কাজেই তাঁহার মিবার ত্যাগ করিয়া আমাদের সঙ্গে আগ্রা অঞ্চলে না পলাইলে উপায় কি?”

বীরবল বলিলেন,—“তোমার অভিপ্রায় বুঝিলাম। বুঝিলাম, দুর্গস্বামীর সঙ্গী হইয়া আমরাও সমাদৃত হইব, নচেৎ আমাদের বিদ্যা বুদ্ধির কোন সমাদরের সম্ভাবনা নাই। এখন দুর্গস্বামী যাইবার পূর্ব্বে যদি কিল্লাদারের মস্তকটা এক তীরে দুই ফাক করিয়া আসিতে পারে, তাহা হইলেই ভাল হয়। বৎসর বৎসর এইরূপ নরাধম সামন্ত দুই চারিটাকে মারা ভাল। তাহা হইলে যাহারা থাকিবে তাহারা আপনাদের চরিত্র সংশোধন করিয়া লইতে পারিবে।”

শিবরাম বলিল,—"কথা ঠিক বটে। কিন্তু ভাই, যদিই কমলা দুর্গে কিছু কাণ্ড ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের প্রাণ লইয়া পলাইবার উপায় অগ্রেই করিয়া রাখা আবশ্যক। ঘোড়াই ভাই, আমাদের একমাত্র ভরসা। অতএব ভাই, আমি একবার ঘোড়া-গুলার অবস্থা দেখিয়া আসি। কিন্তু ভাই, তোমার সাক্ষাতে আমি যে যে কথা বলিয়াছি তাহাতে আমাকে দোষী হইতে হয়, এমন কোন কথাই নাই, কেমন? আমি দুর্গস্বামীর কার্য্যের কোনই সহায়তা করি নাই। কেমন ভাই, আমার কি দোষ?"

বীরবল বলিলেন,—"না, তোমার দোষ কি? তুমি সহায়তা কর নাই, কিন্তু উত্তেজনা করিয়াছ। এ দুই কার্য্যে কতটুকু প্রভেদ তাহা তোমার অবিদিত নাই। একটা গান আছে;—

আমি জানি না, জানে হাত,
হাত ঘটালে এ উৎপাত।"

শিবরাম উদ্বিগ্ন ভাবে বলিল,—"কি বলিতেছ?—অঁা?"

বীরবল বলিলেন,—"একটা গানের দুইটা কথা মনে পড়িল, তাহাই বলিতেছিলাম।"

শিবরাম বলিল,—"তুমি অনেক গান জান, যদি আর কিছু না করিয়া গানের ব্যবসায় করিতে, তাহা হইলে মন্দ হইত না।"

বীরবল কহিলেন,—"আমিও তাহাই মনে করি। তোমার সহিত এই সকল জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত না থাকিয়া সে কার্য্য করায় হানি ছিল না। এখন তুমি অশ্ব-রক্ষকের কার্য্যে গমন করিতেছ, যাও।"

শিবরাম প্রস্থান করিল এবং অনতিবিলম্বে পুনরাগত হইয়া অতি উৎকণ্ঠার সহিত বলিল,—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে! দুর্গস্বামীর ঘোড়ার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আর তো ঘোড়া নাই; কি হইবে?"

বীরবল বলিলেন,—"তাইতো। তবেই তো যাইবার মহা অনু-পায়! আচ্ছা, এমন দুর্ঘটনা যখন ঘটিয়াছে তখন দুর্গস্বামীর উপ-

কারার্থে তুমি তোমার ঘোড়াটা তাঁহাকে দিলেও তো দিতে পার।"

শিবরাম বলিল,—"বিলক্ষণ, বড় মজার পরামর্শ! আমি আমার ঘোড়াটা দিয়া বসিয়া থাকি, আর আমাকে ধরিয়া লইয়া যাউক।"

বীরবল বলিলেন,—"তাহাতে ক্ষতি কি? আমার বোধ হয় না যে, দুর্গস্বামী প্রবীণ ও অস্ত্রহীন কিল্লাদারের দেহে অস্ত্রক্ষেপ করিবেন। মনে কর যদিই কমলা দুর্গে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহাতে তোমার ভয় কি? তুমি তো সে সম্বন্ধে কোন সহায়তা কর নাই বলিতেছ।"

শিবরাম কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—"হাঁ—তা, তা বটে, তা বটে। তবে কি জান, আমার নাকি বাদশাহ দরবারে যাইবার বন্দোবস্ত আছে।"

বীরবল হাসিয়া বলিলেন,—"বেশতো, যদি তুমি নাই দেও তাহা হইলে দুর্গস্বামীকে আমি আমার নিজের ঘোড়া দিব!"

"তোমার ঘোড়া?"

"হাঁ, আমার ঘোড়া। লোকে যে বলিবে আমি এক জনের পক্ষাবলম্বন করিয়া কার্য্যকালে তাহার কোন সহায়তাও করি নাই এবং সে বিপন্ন হইলে তাহার মুক্তিরও কোন উপায় করি নাই, একথা আমার যেন শুনিতে না হয়।"

"তোমার ঘোড়া তাহাকে দিবে? তোমার কি ক্ষতি হইবে তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ?"

"ক্ষতি কি? আমার ঘোড়া দুর্গস্বামীর ঘোড়া অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। তাঁহার ঘোড়ার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা আরাম করিতে কতক্ষণ? নিমের পাতা দিয়া জল গরম করিয়া ঘোড়ার পা সেই জল দিয়া খানিকক্ষণ ডলিয়া মলিয়া দিতে পারিলে—"

শিবরাম বাধা দিয়া বলিল,—"তুমি তাই করিতে থাক—এদিকে

কিল্লাদারের লোক আসিয়া তোমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া ফাঁসি দিউক। ব্যাপার শক্ত বীরবল, বুঝিতেছ না—কথা ভয়ানক! আমাদের এ মিলন আর একটু তফাতে নির্দ্দিষ্ট হইলে ভাল হইত!"

বীরবল বলিলেন,—"তাহা হইলে আমার ঘোড়া দুর্গস্বামীর জন্য রাখিয়া আমার অগ্রেই চলিয়া যাওয়া পরামর্শ। দাঁড়াও ঘোড়ার পদশব্দ শুনিতে পাইতেছি—দুর্গস্বামী বুঝি আসিতেছে।"

শিবরাম বলিলেন,—"তুমি কি একটা ঘোড়ার শব্দ শুনিলে? না না, তোমার ভুল হইয়াছে; আমি অনেক ঘোড়ার পদশব্দ পাইতেছি।"

বীরবল বলিলেন,—"তোমার এত ভয়, তুমি আবার বাদশাহের অধীনে কর্ম্ম করিবে? ঐ দেখ দুর্গস্বামী একাকী আসিতেছেন ওকি দুর্গস্বামীর মুখের ওরূপ মলিন ভাব কেন?"

দুর্গস্বামী তথায় আসিয়া লম্ফ দিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি গম্ভীর—দারুণ বিষাদ ভারে অবসন্ন। তিনি ঘোর চিন্তিত ভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেই দূর্ব্বাবৃত ক্ষেত্রে অর্দ্ধ শায়িতাবস্থায় উপবেশন করিলেন।

বীরবল ও শিবরাম উভয়ে এক সঙ্গে জিজ্ঞাসিলেন,—"ব্যাপার কি? কি করিয়াছ?"

দুর্গস্বামী বিরক্ত ভাবে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন,—"কিছু না।"

"কিছু না অথচ ঐ বৃদ্ধের দ্বারা তোমার, আমার এবং দেশের যে অনিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রতিশোধ দিবার জন্য আমাদিগকে অনর্থক বসাইয়া রাখিলে? তাহার সহিত দেখা হইয়াছিল?"

"হাঁ।"

বীরবল বলিলেন,—"দেখা হইয়াছিল, অথচ কোন ফল হয় নাই। দুর্গস্বামী বংশীয় কোন ব্যক্তির নিকট হইতে এরূপ ব্যবহার আমরা আশা করি নাই।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তোমরা কি আশা করিয়াছিলে, তাহা আমি জানি না। আমার কার্য্যের জন্য আমি আর কাহারও নিকট দায়ী নহি।"

বীরবল ক্রুদ্ধ হইয়া উপযুক্ত উত্তর প্রদানে উদ্যত হইতেছিলেন, কিন্তু শিবরাম বাধা দিয়া বলিল,—"স্থির হও। নিশ্চয়ই কোন দুর্ঘটনা দুর্গস্বামীর উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। বন্ধুগণের স্বাভাবিক উৎকণ্ঠার কথা স্মরণ করিয়া দুর্গস্বামী নিশ্চয়ই আমাদিগের কৌতূহল হেতু দোষ গ্রহণ করিবেন না।"

দুর্গস্বামী উদ্ধত ভাবে বলিলেন,—"বন্ধুগণ! জানি না আমার সহিত কোন্ সৌহৃদ্য-বলে আপনি এই শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। আপনাদের সহিত আমার বাধ্যবাধকতা অতি সামান্য। কথা হইয়াছিল যে, আমার পৈত্রিক দুর্গ একবার দেখিয়া ও তাহার বর্ত্তমান দখলিকারের (তাহাকে অধিকারী বলিতে আমার মন নাই) সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া আপনাদের সহিত একত্রে আমি মিবার ত্যাগ করিয়া আগ্রা গমন করিব।"

বীরবল বলিলেন,—"তাইত। কিন্তু আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, আপনি যাহা করিবেন তাহাতে হয়ত আপনার গর্দ্দান লইয়া টানাটানি পড়িয়া যাইবে; এই ভাবিয়া শিবু এবং আমি আপনার জন্য একটু অপেক্ষা করিতে এবং কাজেই আমাদের গর্দ্দানকেও কতকটা বিপদে ফেলিতে স্বীকৃত হইয়াছিলাম। শিবুর কথা ছাড়িয়া দিউন; উহার গলায় যে ফাঁস বসিবে তাহা উহাকে দেখিলেই বুঝা যায়। কিন্তু আমি ভদ্রলোকের ছেলে—অকারণ অপরের জন্য সেরূপে আমার পিতৃবংশ কলঙ্কিত করিতে আমার কি দরকার?"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আমার জন্য আপনাদের অসুবিধা হইয়াছে জানিয়া দুঃখিত হইলাম। কিন্তু ইহা বোধ হয় আপনারা স্বীকার করিবেন যে, আমার আত্মকার্য্যের উপর আমার সম্পূর্ণ

অধিকার আছে। আমি পূর্ব্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছি। এ বর্ষ মধ্যে আমি মিবার ত্যাগ করিব না স্থির করিয়াছি।”

শিবরাম বলিল,—“মিবার ত্যাগ করিবেন না? কি সর্ব্বনাশ! আমাদিগকে এই খরচ খরচান্ত করাইয়া, এত কষ্ট দিয়া, এখন যাইবেন না স্থির করিয়াছেন।”

দুর্গস্বামী বলিলেন,—“সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করিবার যদি কোন কারণ উপস্থিত হয়, তথাপি আমি যাইব, এমন কথা আমি একবারও বলি নাই। আপনারা যে আমার নিমিত্ত কষ্ট করিয়াছেন সে জন্য আমি বাস্তবিক দুঃখিত হইয়াছি। খরচের কথায় আর কি উত্তর দিব? আমার এই মুদ্রাধারে যাহা কিছু থাকে আপনি তাহা গ্রহণ করুন।”

এই বলিয়া দুর্গস্বামী পরিচ্ছদ মধ্য হইতে একটী লোহিতবর্ণ ক্ষুদ্র থলিয়া বাহির করিয়া ধরিলেন।

এমন সময় বীরবল কহিলেন,—“শিবু, সাবধান। থলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য তোমার অঙ্গুলি অস্থির হইয়াছে। কিন্তু নিশ্চয় জানিও, তাহা হইলে তোমার অঙ্গুলি কয়টী আর হাতের সহিত একত্র থাকিতে পাইবে না। যখন দুর্গস্বামী মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তখন আমার মতে আমাদের আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই। কেবল একটী কথা আমি বলিতে ইচ্ছা করি—”

শিবরাম বলিল,—“তোমার যাহা বলিতে হয় তাহা পরে বলিও। আমি দুর্গস্বামীকে বলিতেছি যে, আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করায় তাঁহার মহৎ অনিষ্ট ঘটিবে। আমরা আগ্রা অঞ্চলে যাইবার পথ ঘাট জানি, তাহার পর সেখানে আমার অনেক বড়লোকের সহিত পরিচয় আছে, সুতরাং আমাদের সঙ্গে যাইলে আলাপ পরিচয়ের কোনই অসুবিধা ঘটিবে না।”

বীরবল বলিলেন,—"আর আমার ন্যায় ব্যক্তির বন্ধুত্ব শূন্য হওয়াও বড় কম কথা নহে।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আমি যখন বাদশাহের অধীনে কর্ম্মার্থি-রূপে উপস্থিত হইব, তখন আমাকে কোন কুচক্রীর দ্বারা পরিচিত হইতে হইবে না; এবং কোন উষ্ণ-শোণিত অস্থির-মতি ব্যক্তির বন্ধুত্ব বিশেষ শ্লাঘনীয় বলিয়াও আমার মনে হইতেছে না।"

এই বলিয়া দুর্গস্বামী উত্তরাপেক্ষা না করিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন। তখনই তাঁহার অশ্ব সবেগে ধাবিত হইল। বীরবল ও শিবরাম কিয়ৎকাল পরস্পর পরস্পরের মুখের প্রতি চাহিয়া নির্ব্বাক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর বীরবল বলিলেন,—

"আমাকে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছে। আমার একবার দেখা চাহি। শিবু, তুমি ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আমি এখনই আসিতেছি।"

এই বলিয়া বীরবল অশ্বে আরোহণ করিয়া যে দিকে দুর্গস্বামী গমন করিয়াছেন, সেই দিকে ধাবিত হইলেন। শিবরাম সেই স্থলে দাঁড়াইয়া রহিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সজোরে ঘোড়া চালাইয়া বহুদূর আসিয়া বীরবল দুর্গস্বামীর দেখা পাইলেন। তিনি সম্মুখে অশ্বারোহী দুর্গস্বামীকে দেখিতে পাইবামাত্র চীৎকার শব্দে বলিলেন,—"অপেক্ষা করুন মহাশয়, আমি দাম্ভিক শিবরাম নহি—আমি বীরবল; আজি পর্য্যন্ত কেহই আমাকে কোন প্রকার অপমান করিয়া পার পান নাই, তাহা আপনি জানেন কি ?"

দুর্গস্বামী অশ্ব-বেগ সংযত করিয়া গম্ভীর অথচ প্রশান্ত ভাবে উত্তর করিলেন,—"জানি বা না জানি, আপনার কথা সর্ব্বাংশেই রাজপুতের অনুরূপ; এজন্য আমি তাহার সমাদর করি। কিন্তু মহাশয়ের সহিত আমার কোনই বিবাদ নাই এবং কোনরূপ বিবাদের ইচ্ছাও নাই। আমাদের পরস্পরের গৃহ গমনের পথ অথবা জীবনের গতি উভয়ই নিতান্ত বিভিন্ন, সুতরাং ভবিষ্যতেও আর আমাদের সাক্ষাৎ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

বীরবল বলিলেন,—"তাহা নাই কি ? যদিও আপনি আমাদিগকে কুচক্রী বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছেন তথাপি, বোধ হয়—"

দুর্গস্বামী বাধা দিয়া পুনরায় প্রশান্ত ভাবে বলিলেন,—"আপনি বিগত ঘটনা উত্তমরূপে স্মরণ করিয়া যাহা বলিতে হয় বলিরেন। আপনার সঙ্গী শিবরামকে আমি ঐ শব্দ দ্বারা লক্ষিত করিয়াছিলাম। মহাশয়ও অবশ্যই তাঁহাকে ঐ ভাবে জ্ঞাত আছেন।"

বীরবল বলিলেন,—"তাহা হইলেও সে ব্যক্তি আমার সঙ্গী। আমার সমক্ষে আমার সঙ্গীকে অপমানিত করিতে আপনার কোন অধিকার নাই।"

দুর্গস্বামী পুনরায় গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"এরূপ হইলে মহাশয়কে যত্ন সহকারে সঙ্গী নির্ব্বাচন করা আবশ্যক, নচেৎ তাহাদের মান বজায় রাখিবার নিমিত্ত আপনাকে নিয়তই ব্যস্ত থাকিতে হইবে। এক্ষণে গৃহে গমন করিয়া রাত্রি টুকু নিদ্রায় অতিবাহিত করুন; তাহার পর কল্য বিবেচনা করিয়া রাগ করিবেন।"

"আপনার ভুল হইয়াছে। আপনি যে শান্তভাবে হাত নাড়িয়া পরিষ্কার কথা কহিয়া আমাকে ভুলাইয়া দিবেন মনে করিয়াছেন, তাহা হইবে না। আর আপনি আমাকেও দুর্ব্বাক্য বলিয়াছেন, আমি সে কথার প্রতিশোধ চাহি।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আমার কথা অন্যায় ইহা যদি আপনি আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে যেরূপে আপনার ইচ্ছা সেই রূপে আমি ত্রুটি স্বীকার করিতে সম্মত আছি।"

বীরবল বলিলেন,—"তাহা হইলে আমার সহিত বিবাদ করাই আপনার অভিপ্রায়। ভাল, তাহাই হউক। আমার অপমানকারীকে আমি কখনই নির্ব্বিঘ্নে গৃহে যাইতে দিব না। অতএব অশ্ব হইতে অবতরণ করুন—আমার সহিত যুদ্ধ করুন।"

দুর্গস্বামী ক্রোধ-বিরহিত স্বরে বলিলেন,—"ভগবান ভবানীপতি জানেন, আপনার সহিত বিবাদে আমার কোনই বাসনা নাই। কিন্তু আমি রাজপুত; আপনি আমাকে সমরোআহ্বান করিতেছেন—তাহাতে বিমুখ হইলে আমার বংশ কলঙ্কিত হইবে। ঈশ্বর সাক্ষী, আমি সাধ্যমতে আপনাকে আক্রমণের চেষ্টা করিব না।"

এই বলিয়া দুর্গস্বামী অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং আত্মরক্ষার ভাবে অসি পাতিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তখন বীরবল তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিবার যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ আক্রমণ বা প্রত্যাঘাত চেষ্টা না করিয়া কেবলই আত্মরক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। স্থানটী তৃণাচ্ছাদিত ও পরি

কার। বীরবল ক্রোধান্ধ হইয়া দুর্গস্বামীকে আঘাত করিবার জন্য অনবরত লম্ফ ঝম্ফ করিতে করিতে একবার দৈবাৎ স্খলিত-পদ হইয়া ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন। তখনই দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ হস্ত-স্থিত অসি ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"মূঢ়, আমি ইচ্ছা করিলে এই মূহূর্ত্তেই চিরকালের মত তোমার সমর-সাধ মিটাইতে পারিতাম, তাহা বুঝিয়াছ? যাও বীরবল, প্রস্থান কর, তোমাকে আমি ক্ষমা করিলাম।"

বীরবল বুঝিলেন বাস্তবিক দুর্গস্বামী ইচ্ছা করিলে, অন্য সময়ে হউক বা না হউক, এই অবসরে নিশ্চয়ই তাঁহার জীবন-সংহার করিতে পারিতেন। বীরবল ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন,— "আমি আমি আপনার বীরত্বের এবং অসাধারণ সদাশয়তার প্রশংসা করিতেছি। আপনি, যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে বংশের ভূষণ। এক্ষণে আপনার আলিঙ্গন প্রার্থনা করি!"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আলিঙ্গনের পর রাজপুতের আর মনো-মালিন্য থাকে না। যদি আপনি মনকে শান্ত করিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে আসুন,—আলিঙ্গনে আমার কোন আপত্তি নাই।"

উভয়ে সেই স্থানে আলিঙ্গন বদ্ধ হইলেন, সকল বিবাদের অব-সান হইয়া গেল। এইরূপ সময় অদূরে একটা লোক আসিতেছে বলিয়া বোধ হইল। বীরবল বলিলেন,—"এ পথে এরূপ সময়ে লোকটা কি জন্য আসিতেছে?"

অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে লোকটা নিকটস্থ হইয়া বলিল,—'মহাশয় গো, ঘোড়া ছুটাইয়া সরিয়া পড়ুন। বড় গোলের কথা। শিবরাম মহা-শয়কে—কি কে জানে কে—আমাদের গ্রামে একটা খোঁড়া ঘোড়া বেচিতে লইয়া গিয়াছিলেন। কোথা হইতে কতকগুলা লোক আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে—তাহারা বীরবল মহাশয়কে, কে জানে

কে—ধরিবার জন্য ছুটিতেছে। আমি এই পথে যাহাকে দেখিতে পাইব, তাহাকেই এই সব কথা শিবরামের একজন লোক বলিতে বলিল। তা মহাশয়, পালাও—পালাও।”

বীরবল বলিলেন,—“তোমার সংবাদ ঠিক বটে। এই তোমার পুরস্কার।” এই বলিয়া বীরবল তাহাকে একটী রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করিলেন। তিনি আরও বলিলেন,—“এখন আমার কোন পথে যাওয়া আবশ্যক, তাহা যদি কেহ আমাকে বলিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিতে সম্মত আছি।”

দুর্গস্বামী বলিলেন,—“সে কথা আমি বলিয়া দিতেছি। আমার আবাসে এমন স্থান আছে যে, সেখানে লুকাইয়া থাকিলে সহস্র ব্যক্তি অনুসন্ধান করিয়াও বাহির করিতে পারিবে না। অতএব আপনি তথায় চলুন।”

“আপনার এই প্রস্তাবে অনুগৃহীত হইলাম। কিন্তু পাছে আমার জন্য আপনার কোন বিপদ ঘটে, এই আশঙ্কায় আমি মহাশয়ের প্রস্তাবে অনুমোদন করিতে পারিতেছি না।”

দুর্গস্বামী বলিলেন,—“সে জন্য কোন চিন্তা নাই। আমার পক্ষে ভীত হইবার কোন কারণই নাই।”

বীরবল বলিলেন,—“তবে নিশ্চিন্ত মনে আপনার সঙ্গেই গমন করি। শিবরাম নিজেকে বাঁচাইবার জন্য, না জানি, কত মিথ্যা কথাই বলিবে, না জানি মহাশয়ের ও আমার স্কন্ধে কত মিথ্যা দোষ চাপাইবে।”

তাঁহারা নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে গমন করিতে লাগিলেন। বীরবল বলিলেন,—“আমার নিজের দোষে যত না হউক, আমি সংসর্গ দোষে নানা প্রকার কষ্ট পাইয়া থাকি।”

দুর্গস্বামী বলিলেন,—“ইহা যদি আপনি জানিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাদৃশ সঙ্গ আপনার সত্বর পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ।”

বীরবল বলিলেন,—"আমি তাহাই স্থির করিয়াছি। আমার দিদি-মার মৃত্যু পর্য্যন্ত যাহা হয় হউক, তাহার পর হইতে আমি যে আর কুসংসর্গে মিশিব না তাহা আমার স্থির সংকল্প।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"সৎ সংকল্প শীঘ্রই সফল করা আবশ্যক।"

বীরবল বলিলেন,—"অদ্য হইতেই আমি সংকল্পানুযায়ী কার্য্য করিতে চেষ্টাবান হইলাম। এখন রাত্রিটা মহাশয়ের আবাসে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়া নিরুপদ্রবে কাটাইতে পারিলে বাঁচি।"

দুর্গস্বামী কহিলেন,—"নির্ব্বিঘ্ন ও নিরুপদ্রব সম্বন্ধে আমি মহাশয়কে রাজপুতের কথা দ্বারা আশ্বস্ত করিতেছি। তবে স্বচ্ছন্দতা সম্বন্ধে আমি মহাশয়কে কোনই ভরসা দিতে পারি না। কারণ, আমার আবাসে এমন কিছুই নাই, যাহাতে আপনাকে স্বচ্ছন্দে ও সুখে রাখিতে পারি। আমার ভাণ্ডারে যাহা কিছু ছিল তাহা বিগত পিতৃশ্রাদ্ধের সময় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমি ধন-জন-শূন্য। আমার আবাস মাত্র অবশিষ্ট আছে। তথায় যে কিছু সুখ স্বচ্ছন্দতার সামগ্রী অবশিষ্ট আছে, তাহা আমি সন্তোষ সহকারে মহাশয়ের সেবায় নিয়োজিত করিব।"

বীরবল বলিলেন,—"আবাসে কিছুই নাই, এমন কি হইবে?"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আমার সন্দেহ হইতেছে তাহাই ঠিক। কিন্তু আর তর্কে কি কাজ—ঐ সম্মুখে আমার আবাস দেখা যাইতেছে। তথায় কি আছে না আছে, আপনি স্বচক্ষেই দেখিতে পাইবেন।"

সম্মুখে দুর্গস্বামীর সুবিস্তৃত প্রস্তর নির্ম্মিত আবাস নয়নগোচর হইল। এই বৃহৎ ভবনের নিম্নতলস্থ প্রকোষ্ঠ বিশেষে পূর্ব্বকালে কোন সময়ে যুগল শার্দ্দূল আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং তথায় তাহাদের শাবক জন্মিয়াছিল। এই ঘটনার পর হইতে এই বৃহৎ নিকেতন 'শার্দ্দূলাবাস' নামে সাধারণ্যে পরিচিত হইয়াছে। লোকে অধুনা সংক্ষিপ্ততার অনুরোধে 'আবাস' বলিয়াও এই ভবনের উল্লেখ করিয়া থাকে।

রাত্রি এখনও অধিক হয় নাই বটে। তথাপি দুর্গস্বামীর আবাস

জনশূন্য ও আলোকবিহীন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কেবল এক মাত্র বাতায়ন ভেদ করিয়া অতি ক্ষীণ আলোকের আভা প্রকাশিত হইয়া আবাসের নিতান্ত জনহীনতার বিরোধে সাক্ষ্য দিতেছে বলিয়া অনুমিত হইল।

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"ঐ যে আলোক দেখিতেছেন, ঐ আলোক সমীপে আমার একমাত্র ভৃত্য উপবিষ্ট আছে। ও যে এখনও ঐ স্থানে আছে ইহাই আমার সৌভাগ্য। কারণ উহাকে না পাইলে আলোক বা শয্যা কিছুরই সংস্থান হইবার সম্ভাবনা ছিল না।"

ক্রমে তাঁহারা ঐ সুবৃহৎ ভবন-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন সেই বৃহৎ দ্বার অভ্যন্তর হইতে অর্গলবদ্ধ। তখন দুর্গস্বামী 'কানাই কানাই' শব্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং সজোরে পুনঃ পুনঃ দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার চীৎকার শব্দে ও দ্বারাঘাত ধ্বনিতে সমস্ত ভবন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, তথাপি কোন মনুষ্য-কণ্ঠ তাঁহার চীৎকারের উত্তর দিল না। তখন তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"তবে কি কানাই মরিয়াছে? আমার যে চীৎকার তাহাতে সাক্ষাৎ কুম্ভকর্ণেরও নিদ্রাভঙ্গ হইবার কথা!"

অবশেষে ক্ষীণ ও কম্পিত কণ্ঠে উত্তর হইল,—"কেও? কে—দুর্গস্বামী মহাশয় নাকি? তিনিই বটেত?"

দুর্গস্বামী উত্তর দিলেন,—"হাঁ কানাই, আমি দুর্গস্বামী বিজয় সিংহ।"

আবার প্রশ্ন হইল,—"সত্য বটে তো? আর কিছু নহে তো?"

দুর্গস্বামী উত্তর দিলেন,—"ভয় নাই, ভয় নাই, কোন অপদেবতা নহে।"

বাতায়ন-পথ দিয়া আলোকের গতি দেখিয়া বুঝা গেল, যে আলোক বাহক ব্যক্তি ধীরে ধীরে সুবিস্তৃত সিঁড়ি দিয়া অবতরণ

করিতেছে। তাহার ধীর পাদ বিক্ষেপ হেতু বিজয়সিংহ নিরতিশয় বিরক্ত হইতে লাগিলেন এবং তাঁহার উদ্ধত প্রকৃতিক সঙ্গী বারম্বার অস্ফুট স্বরে গালি দিতে লাগিলেন। অবশেষে কানাই দ্বারের বিপরীত দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল বটে কিন্তু দ্বার খুলিল না এবং পুনরায় জানিতে চাহিল, যাঁহারা এত গোল করিতেছেন তাঁহারা বস্তুতঃ মানুষ কি না, এবং ভিতরে আসিতে চাহেন কি না।

বীরবল বলিলেন,—"আমি যদি এখন তোমার কাছে থাকিতাম তাহা হইলে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতাম, আমি মানুষ কি না।"

বিজয়সিংহ এই বর্ষীয়ান ভৃত্যের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করা অবিধেয় মনে করিয়া, এবং উভয়ের মধ্যে লৌহময় দ্বার ব্যবধান থাকিতে, শত সহস্র উক্তি নিষ্ফল জানিয়া, ধীরে ধীরে বলিলেন,—"হাঁ কানাই, তোমার ভয় নাই—দরজা খোল।"

তখন ধীরে ধীরে কম্পিত হস্তে বৃদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিল। বৃদ্ধ নিতান্ত কৃশাঙ্গ। তাহার এক হস্তে একটা মশালের ন্যায় আলোক জ্বলিতেছে, অপর হস্ত দ্বারে সংলগ্ন রহিয়াছে। তাহার সেই উজ্জ্বল আলোকোদ্ভাসিত ক্ষীণ মূর্ত্তি, বদনের দারুণ ভীত ও সন্দিগ্ধ ভাব, দেখিবার সামগ্রী বটে। কিন্তু অশ্বারোহীদ্বয় তৎকালে এতাদৃশ কাতর ছিলেন, যে তাঁহারা অন্য কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ না করিয়া এককালে ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কানাই তাঁহাদের দেখিয়া বলিল,—"একি আমার প্রভু, দুর্গস্বামী মহাশয়! কি অন্যায়! নিজের বাটীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন! কিন্তু কে জানে আপনি এত শীঘ্রই ফিরিবেন! তাহা তো আমরা ভাবি নাই। একি! সঙ্গে কে? একজন হাতিয়ার বাঁধা সোয়ার! বেশ, বেশ!" তাহার পর চীৎকার শব্দে বলিল,—"রামমণি, রামমণি, শীঘ্র, শীঘ্র—ঘরটর ঠিক ঠাক্ কর্। শীঘ্র—খুব খবরদার। আপনি এত শীঘ্র ফিরিবেন তাহা কি ছাই জানি? ঘরেও জিনিষ পত্রের কতকটা বেবন্দো-

বন্ধ হয়ে আছে। তা—আপনাদের কোন কষ্ট হবে না। যেমন করেই হউক, আর যাই হউক—”

বিজয় সিংহ বলিলেন,—“তা যেমন করেই হউক, আর যাই হউক, আমাদের ঘোড়া দুইটা রাখাইয়া দেও, আর আমাদেরও একটু থাকিবার জায়গা দেও। আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়াছি বলিয়া তুমি কি দুঃখিত হইয়াছ?”

কানাই বলিল,—“দুঃখিত? সে কি কথা! আপনি ফিরিয়া আসিলেন—চাকর বাকরেরা বাঁচিয়া গেল। এই তিন শ বছরের মধ্যে কবে কোন্ দুর্গস্বামী বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছেন। দুর্গস্বামীরা আপনার বাড়ীতে লোকজন খাওয়াইয়া, হাসিয়া, খেলিয়া কাল কাটান। তাঁরা বাড়ী ছেড়ে বিদেশে যাবেন কেন—কি দুঃখে? এই শার্দ্দূলাবাস—বাড়ী তো কম বাড়ী নয়—কত ঘর—কত জায়গা—মজবুতই বা কেমন! লোকে বলে যে এরূপ প্রাচীন বাড়ী আর দেখা যায় না। এই জন্য দেশ দেশান্তর থেকে লোকে ইহা দেখিতে আইসে। ইহার বাহিরটাই কি সামান্য কাণ্ড! দেখবার জিনিষ বটে।”

বিজয় সিংহ বুঝিলেন যে, প্রকারান্তরে কানাই তাঁহাদিগকে বিলম্ব করাইতে চাহে। একটু হাসিয়া বলিলেন,—“তুমি তবে বাড়ীর বাহিরটা আমাদিকে ভাল করিয়া না দেখাইয়া ছাড়িবে না, কেমন?”

বীরবল বলিলেন,—“না মহাশয়, আর বাহির দেখিয়া কাজ নাই। এক্ষণে আমরা ঘরের ভিতর, আর ঘোড়া গুলা আস্তাবলের ভিতর যাওয়াই আবশ্যক।”

কানাই বলিল,—“অবশ্য, অবশ্য, তা আর বল্‌তে? আমাদের-বাড়ী মহাশয়, বুঝলেন—”

বীরবল বলিলেন,—“তুমি এখন ও কথা রাখিয়া দিয়া ঘোড়ার ব্যবস্থা কি বল। ঘোড়া অনেক খাটিয়াছে, এখানে এমনি করিয়-

হিমে দাঁড়াইয়া থাকিলে একেবারে অধঃপাতে যাইবে। আমার ঘোড়া অনেক দামী ঘোড়া, এমন করিয়া নষ্ট করা তো চলে না। তাহার যাহা হয় একটা উপায় শীঘ্র কর।”

কানাই বলিল,—“ঠিক্ কথা। রাজপুতের ঘোড়ার যত্ন আগে চাই। দাঁড়ান মহাশয়, আমি সহিস গুলাকে একবার ডাকি। এ হনুমান—ও জনার্দ্দন—ওরে রামধন—”

কানাই অনেক চীৎকার করিল কিন্তু ফল কিছুই হইল না; কেহই আসিল না। সে নিজেও জানিত যে, আসিবার কেহ নাই—তা আসিবে কি? বলিল,—

“মহাশয় কথা আছে যে ‘বামুন গেল ঘর, তো নাঙ্গল তুলে ধর’ এটা ঠিক্ কথা! দুর্গস্বামী বাড়ী নাই কিনা—আর লোকজন সব সুবিধা পাইয়া গিয়াছে। দেখুন দেখি মহাশয়, এক বেটা সহিসকেও এখন কাজের সময় পাওয়া যায় না। কে যে কোথায় তার ঠিকই নাই। তা যাই হউক, ঘোড়ার তদ্বির আমিই করিতেছি।”

দুর্গস্বামী বলিলেন,—“তাই কর কানাই—তাহা না করিলে অন্য উপায়াভাবে ঘোড়া গুলা মারা পড়িবে।”

কানাই দুর্গস্বামীকে জনান্তিকে বলিল,—“ও কি মহাশয়? করেন কি? মান তো বজায় রাখিতে হইবে? দেখিবেন, এখন আমার বুদ্ধিতে যত মিথ্যা যোগায় সে সকল বলিয়াও আজি রাত্রে যে মান বজায় থাকিবে এমন বোধ হয় না।”

দুর্গস্বামী বলিলেন,—“সে জন্য ভাবনা নাই। আস্তাবলে ঘাস আছে, দানা আছে?”

এবার কানাই বীরবলের কর্ণগোচর হয় এইরূপ উচ্চস্বরে বলিল,—“ঘাস দানা—যথেষ্ট—যথেষ্ট।”

দুর্গস্বামী বলিলেন,—“বেশ কথা। তুমি ঐ সকল তদ্বির দেখ। আমি ইঁহাকে সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া যাইতেছি।”

এই বলিয়া তিনি কানাইয়ের হস্ত হইতে আলোকটা জোর করিয়া গ্রহণ করিলেন।

কানাই বলিল,—"একটু দেরি করুন—এই বাহিরে দাঁড়াইয়া হাওয়া খাউন। দেখুন দেখি কেমন চাঁদনি রাত্রি। এমন কি আর হয়? একটু দেখুন না। আপনি আলো হাতে করিয়া যাইবেন, সেটা ভাল দেখায় না। একটু দেরি করুন, আমি আলো ধরিয়া যাইতেছি। উপরের ঝাড়টা একটু বেমেরামত রহিয়াছে; আমি না যাইলে ঠিক্ হইবার উপায় নাই। একটু অপেক্ষা করুন।"

দুর্গস্বামী কহিলেন,—"তাহাতে ক্ষতি কি? যতক্ষণ তুমি না আসিতেছ, ততক্ষণ আমাদিগের এই আলোতেই চলিবে। আলোক অভাবে তোমার কোন কষ্ট হইবে না বোধ হয়। কারণ, আমার যেন স্মরণ হইতেছে, প্রায় অর্দ্ধেক আস্তাবলের ছাত ভাঙ্গা—কাজেই যথেষ্ট আলো পাইবে।"

কানাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল,—"আজ্ঞে হাঁ; শ্রাদ্ধের সময় অনেক ঘোড়া আসিয়াছিল। পাছে এক সঙ্গে এত ঘোড়া থাকিয়া গরম হয়, এই জন্য খানিকটা ছাত খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল বটে। হতভাগ্য মিস্ত্রী বেটাকে রোজ সেই টুকু সেরে দিতে বলি, তবু আর তার সময় হয় না।"

কানাইয়ের বাক্যানুবর্ত্তী না হইয়া দুর্গস্বামী ও বীরবল উপরে উঠিতে লাগিলেন। দুর্গস্বামী যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন,—"আপনার দুর্ভাগ্য লইয়া আপনি তামাসা করিতে ভাল লাগে না, নচেৎ এখানে সে সুযোগ যথেষ্ট আছে। কানাই বেচারা আমার যে এত দুরবস্থা—প্রাণপণ যত্নে তাহা লুকাইতে চেষ্টিত। আমার এই দরিদ্র পুরীর প্রকৃত অবস্থা লোককে জানাইতে কানাইয়ের বড় কষ্ট; আমাদের অবস্থা যেরূপ হইলে ভাল হয় বলিয়া সে মনে করে প্রাণপণে অবস্থার সেইরূপ চিত্র সে লোক সমক্ষে উপস্থিত করিতে

উৎসুক। নিজের অবস্থা উপলক্ষ করিয়া হাস্ত পরিহাস করা বড়ই অপ্রিয়। তথাপি সময়ে সময়ে বৃদ্ধ কানাইয়ের ব্যবহারে আমি আমোদিত না হইয়া থাকিতে পারি না।”

কথা সমাপ্তি সহকারে দুর্গস্বামী একটা সুবিস্তীর্ণ প্রকোষ্ঠের দ্বার খুলিলেন। সে প্রকোষ্ঠে বসিবার স্থান নাই। তথায় নানা সামগ্রী নিরতিশয় বিশৃঙ্খল ভাবে নিপতিত। সে প্রকোষ্ঠের অবস্থা দেখিলেই গৃহস্বামীর বর্ত্তমান বৈষয়িক অবস্থার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। ভগ্ন খট্টা, ছিন্ন ভিন্ন গালিচা, জীর্ণ শয্যা প্রভৃতি সামগ্রী প্রকোষ্ঠে স্তুপাকারে পড়িয়া রহিয়াছে। সে প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিয়া তাঁহারা প্রকোষ্ঠান্তরে প্রবেশ করিলেন। তথায় বসিবার উপযুক্ত একটু স্থান দেখিতে পাইয়া দুর্গস্বামী সমাদরে সঙ্গী বীরবলকে তথায় লইয়া আসিলেন। বলিলেন,—”দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন, সুখ ও শান্তি আমার এ দুর্গ হইতে প্রস্থান করিয়াছে। আপনাকে আমি তাহা দিতে পারিব না। তবে আপনি যাহাতে সকল প্রকার বিপদের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন, তাহার উপায়, বোধ হয়, আমার অসাধ্য নহে।”

বীরবল বলিলেন,—“আমার জন্য আপনাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না। সামান্ত আহার করিয়া রাত্রি কাটাইতে পারিলেই যথেষ্ট।”

দুর্গস্বামী বলিলেন,—“আহারেরও যে বিশেষ সুবিধা হইবে তাহাও আমার বোধ হয় না। কানাইয়ের অশেষ গুণের মধ্যে একটী বিশেষ গুণ—সে একটু কালা। এই জন্তই সময়ে সময়ে সে যে কথা আর কেহ শুনিতে পাইতেছে না মনে করিয়া বলে, তাহা, যাহাদের সে লুকাইতে চাহে, তাহাদের কর্ণেই অগ্রে প্রবেশ করে। ঐ শুনুন না কানাই কি বলিতেছে।”

তাঁহারা শুনিতে পাইলেন কানাই রামমণিকে বলিতেছে,—“ঐ

ময়দাতেই কাজ সারিতে হইবে। ভাল হউক মন্দ হউক, ঐ ভিন্ন উপায় নাই।"

রামমণি বলিল,--"কেমন করিয়া হবে? এতে কি রুটী হয়? এ যে বড় খারাপ হইয়া গিয়াছে!"

কানাই বলিল,—"তা বলিলে কি হয়—ওতেই কাজ সারিতে হইবে। বলিস্ তোর বেকুবিতে রুটী পুড়িয়া তেত হইয়া গিয়াছে। ময়দা যে মন্দ তাহা বলা হইবে না, যেমন করিয়া হউক মান বজায় রাখা চাই।"

রামমণি বলিল,—"কিন্তু আলো কই? আমাদের মোটে একটা আলো, তাও দুর্গস্বামীর হাতে। আর একটা আলোর যোগাড় না হইলে তো কাজ চলে না।"

কানাই বলিল,—"আচ্ছা, দাঁড়া তুই, আমি যোগাড় করিয়া ঐ আলোটাই আনিতেছি।"

যে ঘরে দুর্গস্বামী ও তাঁহার সঙ্গী বসিয়া আছেন, কানাই আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল তাহার গুপ্ত পরামর্শ সমস্তই যে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে তাহা তাহার জ্ঞান নাই। তাহাকে দেখিয়া দুর্গস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ হে কানাই, আজি রাত্রে খাওয়া দাওয়ার কোন যোগাড় হইতে পারিবে কি?"

কানাই নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট ভাবে বলিল,—"খাওয়া দাওয়ার যোগাড়! সে কি কথা? এই দুর্গস্বামীর বাটীতে যতলোকই কেন আসুন না, ফিরিবার কোন কথা নাই তো। তবে রুটী ছাড়া আর কোন জিনিষই এখন টাট্‌কা তাজা মিলিবার সম্ভাবনা নাই। মেঠাই, পেড়া প্রভৃতি সামগ্রী এখন টাট্‌কা হইবে না; রামমণি বুড়া মানুষ, এখন সে সকল করিয়াও উঠিতে পারিবে না।"

ঈষৎ হাস্যের সহিত দুর্গস্বামী বীরবলকে বলিলেন,—"যে রামমণিকে কানাই বুড়ী বলিয়া উল্লেখ করিতেছে, সে উহার অপেক্ষা অন্ততঃ ত্রিশ বৎসরের ছোট।"

বীরবল দেখিলেন, বৃদ্ধ কৌলিক মান বজায় রাখিবার নিমিত্ত নিতান্ত গোলে পড়িয়াছে, তাহাকে কিয়ৎপরিমাণে নিশ্চিন্ত করিবার আশয়ে বলিলেন,—"মেঠাই পেড়া আমি তো খাই না। মিষ্ট খাইলে আমার বড় অসুখ করে। দুই খানি রুটী পাইলেই আমার যথেষ্ট খাওয়া হইবে।"

কানাই অমনি বলিল,—"অঁা—বলেন কি? দুখানি রুটী ছাড়া আর কিছুই খাইবেন না। আমরা এত উদ্যোগ আয়োজন করিতেছি সকলই মাটী।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"কানাই, বৃথা গণ্ডগোলে কাজ নাই। তোমাকে বলি শুন, ইনি রাওল বীরবল। কোন কারণে ইঁহাকে লুকাইয়া থাকিতে হইতেছে, তাহারই উপায় চিন্তা কর।"

কানাই বলিল,—"তার আর ভাবনা কি? এখানকার অপেক্ষা লুকাইয়া থাকিবার উত্তম স্থান আর কোথায় আছে?" কানাই প্রস্থান করিল। কোন প্রকারে রাত্রের আহার সমাপ্ত হইল। তাহার পর ভবনমধ্যস্থ এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে বীরবলের শয্যা করিয়া দেওয়া হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এইরূপ ভাবে প্রথম চারদিন কাটিয়া গেল। কানাইয়ের কৌশলে আহারাদি কায়ক্লেশে চলিতে লাগিল।

দুর্গস্বামীর চিত্তের অবস্থা বড় ভয়ানক। একদিকে কিল্লাদারের প্রতি প্রবল প্রতিহিংসা—পিতৃপুরুষের অন্তিম সময়ের বাক্যাবলী স্মরণ করিয়া বিজাতীয় বৈরনির্যাতন স্পৃহা, আর এক দিকে কিল্লাদার-কুমারী কল্যাণীর কমনীয়তা এই উভয়ই তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল। এই উভয় ভাবের প্রাবল্যে তাঁহার হৃদয় নিতান্ত বিচলিত। তিনি কি করিবেন, কি করিলে ভাল হয় তাহা স্থির করিয়া উঠিতে অক্ষম। এক একবার তিনি মনে করিতেছেন, 'এ প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি ত্যাগ করিবার নহে; ইহা ত্যাগ করিলে ধর্ম্মের সমীপে, পিতৃপুরুষগণের সম্মুখে, জগৎ সমীপে, আত্মীয় সমাজে ঘোরতর পাতকী বলিয়া পরিগণিত হইতে হইবে।—না, ইহা আমার সঙ্গের সাথি। জীবনে ও মরণে এ প্রতিহিংসার সহিত আমার সম্বন্ধ।' আবার তাঁহার মনে হইতেছে, 'কিন্তু কল্যাণী—সেই সরলতা পূর্ণা সুন্দরী শিরোমণি স্বরূপা রঘুনাথ কন্যা—তাঁহার কি দোষ? তিনি তো আমার সহিত জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কখনই কোন অসদ্ব্যবহার করেন নাই। আমি সেই সরলা বালার সহিত সে দিন নিতান্ত বিসদৃশ—যৎপরোনাস্তি পরুষ ব্যবহার করিয়াছি। আমার সে দিনকার ব্যবহার নিতান্ত নিন্দনীয়। কল্যাণীর পিতা আমার শত্রু হইতে পারেন কিন্তু সে শত্রুতা হেতু তাঁহার তনয়ার সহিত শিষ্টাচার বহির্ভূত

ব্যবহার করা কোন ক্রমেই আমার সঙ্গত নহে। সে দিনকার ব্যবহার স্মরণ করিয়া আজি আমি নিতান্তই লজ্জিত হইতেছি।

দুর্গস্বামীর হৃদয়ের এইরূপ ভাব। একদিকে আকর্ষণ অপর দিকে বিকর্ষণ। এ বড় বিষম অবস্থা!

এইরূপ অবস্থায় একদিন প্রাতে বীরবল জিজ্ঞাসিলেন,—"এক্ষণে কি স্থির করিতেছেন? মিবারে থাকিয়াই রাজপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করিবেন, কি এ দেশ ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে অদৃষ্ট পরীক্ষার সংকল্প করিয়াছেন?"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"কি যে করিব তাহা আমি জানি না; আমার এমনই ভাগ্য যে, আমার বন্ধু বান্ধবেরাও তাহা স্থির করিতে অক্ষম। এই পত্র পাঠ করুন।"

এই বলিয়া দুর্গস্বামী বীরবলের হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিলেন। বীরবল তাহা পাঠ করিলেন,—

"রাম রাম।

"শ্রীযুক্ত বিজয়সিংহ দুর্গস্বামী মহাশয়

প্রবলপ্রতাপেষু—

"পত্র বহুদিন পাইয়াছি। উত্তর দেওয়া আজি কালি সহজ কথা নহে। কেন, তাহা কি আর বলিতে হইবে? এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় লোকের প্রাণ লইয়া টানাটানি। কখন কি হয় তাহার স্থিরতা নাই। আপনার সম্বন্ধে রাণা-দরবারে মূর্খ লোকে মিথ্যা অভিযোগ করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং আপনার সহিত যে লোক ঘনিষ্ঠতা রাখিবে বা দেখাইবে, সেও দোষী হইয়া পড়িবে। কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন, এমন দিন থাকিবে না। অচিরে সমস্ত বিষয়েরই অন্যথা ঘটিবে। কিন্তু তাহার বিস্তারিত বিবরণ পত্রে লেখা উচিত নহে বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম। আপনি ব্যস্ত হইবেন না। বিদেশে যাও-

য়ার মত ত্যাগ করুন। তাহার কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছায় স্বদেশে বসিয়াই শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন। আপনি আমাদের পরমাত্মীয়। তথাপি সর্ব্বদা আপনার সংবাদাদি না লওয়া নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষে বিশেষ দোষ। কিন্তু কার্য্য কারণ স্মরণ করিয়া ক্ষমা করিবেন, ইহাই প্রার্থনা। পত্রবাহক বিশ্বাসী লোক বলিয়া এত কথা সাহস করিয়া লেখা গেল। আপনি এ লোকের দ্বারা ইচ্ছা মত উত্তর পাঠাইবেন। ইতি—

নিত্যশুভানুধ্যায়ী

রামরাজা।"

বীরবল পত্রপাঠ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, পত্র লেখক কে? রামরাজা অতি বিখ্যাত ও প্রতাপান্বিতপ্রদেশপতি—মহারাণার অধীনস্থ একজন প্রধান সামন্ত। মহারাণার দরবারে তিনি বড়ই সম্মানিত। রামরাজার সহিত দুর্গস্বামী বংশের অতি নিকট সম্পর্ক। নিকট সম্পর্ক হইলেও দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া চতুর রামরাজা দুর্গস্বামীর সহিত ঘনিষ্টতা প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ বিরত ছিলেন।"

বীরবল দুর্গস্বামীর হস্তে পত্র ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন,—"এ পত্র লেখা না লেখা উভয়ই সমান। ইহার কোনই অর্থ নাই। আপনাকে দেশত্যাগ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, কিন্তু এখানে থাকিলে কি ইষ্ট সম্ভাবনা আছে তাহা ব্যক্ত করা হয় নাই। শীঘ্র বর্ত্তমান ব্যবস্থার অন্যথা হইবে বলা হইয়াছে, কিন্তু কি অন্যথা তাহার আভাস নাই। এমন দিন থাকিবে না, কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে কেমন দিন ঘটিবে তাহা বলা হয় নাই। ফলতঃ এ পত্র পাঠ করিয়া আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আপনি যদি কিছু বুঝিয়া থাকেন বলিতে পারি না।"

দুর্গস্বামী এ কথার উত্তর দিলেন না। তাঁহার মন তখন অন্য প্রকার চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—"মহাশয় সম্পত্তি না থাকা, এ সংসারে সময়ে সময়ে বড়ই দুঃখের কারণ হইয়া পড়ে—আপনিও তাহা বিশেষ বুঝিয়াছেন সন্দেহ নাই।"

বীরবল বলিলেন,—"তাহা আর বলিতে? সেই জন্যই তো দিদি মা বুড়ী কবে মরিবে ভাবিয়া আপাততঃ আমি তো মারা যাইতেছি।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আপনার দিদি মার সম্পত্তি কি অনেক?"

বীরবল বলিলেন,—"আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

এমন সময় কানাই আসিয়া বলিল,—"আপনারা কয়দিন স্নান করেন নাই, আজি স্নান করিবেন কি? আমি ফুলোল তেল টেল যথেষ্ট পরিমাণে স্নানের স্থানে রাখিয়া আসিয়াছি, আপনারা আসুন।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"কানাই! এ আবার তোমার কোন্ রঙ্গ?"

বীরবল বলিলেন,—"চলুন না, দেখা যাউক।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কয়েক দিন পরে এক দিন অতি প্রত্যূষে বীরবল দুর্গস্বামীর গৃহাগত হইয়া উৎসাহ সহকারে বলিলেন,--"উঠুন, উঠুন; আপনি ঘুমাইয়া সব মাটী করিলেন। দেখিতেছেন না, বাহিরে কত ধুম লাগিয়াছে। কত লোক, কত ঘোড়া, কত পাল্‌কি চলিতেছে। আপনি কেবল ঘুমাইয়া কাল কাটাইলেন—ছিঃ।"

দুর্গস্বামী চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া বলিলেন,—"ব্যাপারটা কি? কিসের এত ধুম? লোক জন কেন চলিতেছে?"

বীরবল বলিলেন,—"কেন এত ধুম তা আমি কি জানি? আপনি উঠুন—দেখুন ব্যাপারটা কি?"

তখন দুর্গস্বামী উঠিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, বাস্তবিক অনেক লোক জন অশ্বাদি সহিত পিপ্‌লি গ্রামাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের সঙ্গে একখানি শিবিকাও আছে। তদ্দৃষ্টে বোধ হইল, কোন মহিলা তাহা অধিকার করিয়া আছেন, দুর্গস্বামী দেখিয়া বলিলেন,—"তাইত, ব্যাপারটা কি?"

এমন সময় কানাই পশ্চাৎ দিক হইতে বলিল,—"ব্যাপার আর কিছুই নয়—নিশ্চয়ই কোন্ বড়লোক সপরিবারে ভগবান অনাথনাথের পূজা দিতে চলিয়াছেন।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"ঠিক বলিয়াছ কানাই। আমাদেরও দেখিতে গেলে হয়। বিশেষতঃ ভগবান অনাথনাথের মন্দির আমারই সম্পত্তি। পিপ্‌লি গ্রাম আমার হস্ত-ভ্রষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু দেবালয়ের স্বত্ব কোন ক্রমেই তো অন্যের হস্তগত হইতে পারে না; এ জন্য তাহা আমারই আছে। আমার হস্তে দেব-দুর্গতি; এক্ষণে

যথারীতি দেবসেবার বন্দোবস্ত, অথবা মন্দিরের জীর্ণ-সংস্কার কিছুই করা হয় না। ভগবান্! তোমারই নিগ্রহে এই অশুভ ফলের উদ্ভব। যাহা হউক, বীরবল, দেবদর্শনার্থী যাত্রিগণ সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া বোধ হইতেছে। উহাঁরা আমারই অধিকারের মধ্যে, আমারই দেবালয়ে গমন করিতেছেন। আমি উহাঁদের সহিত আলাপ করি বা না করি, ঐ স্থানে কোন ওজরে উপস্থিত থাকিতে পারিলে সাধ্যমতে উহাঁদের অসুবিধা বিদূরিত করিবার চেষ্টা করিতে পারি। দেবালয়ের কোন প্রকার সুব্যবস্থাই নাই। এরূপ স্থলে আমার একটু যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে হইতেছে আপনার কি মত?"

বীরবল বলিলেন,—"আমার মতে আপনি অতি সুন্দর প্রস্তাব করিয়াছেন। আর অন্য মতে কাজ নাই, আমি অশ্ব প্রস্তুত করিতেছি, আপনি আসুন।"

বাহিরে আসিবার পূর্ব্বে কানাই বলিল,—"দুর্গে থাকিবার যে লোক নাই—আমিও আপনার সহিত যাইতে পারিলে বড়ই ভাল হইত।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"কেন কানাই?"

"কেন? তাহার আর কি বলিব? আমার পোড়াকপাল তাই আজিও বাঁচিয়া আছি! আজি আপনি একাকী অনাথনাথের মন্দিরে চলিতেছেন; কিন্তু এমন দিন এই কানাই দেখিয়াছে, যখন দুর্গস্বামী দেবদর্শনে যাইবেন বলিয়া নাকারা বাজিয়াছে, পতাকা উড়িয়াছে—লোক জনের তো কথাই নাই। আজি আপনি সেই দুর্গস্বামীর বংশধর—আপনি আজি সঙ্গি হীন—একাকী। আমি যতদূর সাধ্য যত্নে পূর্ব্ব গৌরব বজায় রাখিবার চেষ্টায় সঙ্গে যাইতে চাহি।"

দুর্গস্বামী গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"তাহাতে কাজ নাই।" বিনা বাক্যব্যয়ে দুর্গস্বামী নিম্নে অবতরণ করিয়া আপনার দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র-

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কায় অশ্বে আরোহণ করিলেন; বীরবল স্বীয় অ
ও বলিষ্ঠ অশ্ব-পৃষ্ঠে স্থান গ্রহণ করিলেন। তাঁ
লাবাস ত্যাগ করিলেন। অনতিবিলম্বে তঁ
নাথের মন্দির সম্মুখে সমুপস্থিত হইলে

বীরবল বলিলেন,—"ভিত

দুর্গস্বামী বলিলেন,—
পূজায় গিয়াছেন, এ স

দুর্গস্বামী দেখিলে
শিবিকা অনধিকৃত
সকলেই মন্দির
জানিলেন যে,
এবং যাত্রীগ
পর দুর্গস্বা
"ভগবন
কিছুই
ই

হ কিয়দ্দূর মাত্র অগ্রসর হইলে একজন বর্ষীয়ান অশ্বা-
াঁহার সহিত সম্মিলিত হইল। আগন্তুক যে সম্ভ্রান্ত
দেখিয়াই সুন্দররূপে অনুমিত হইতে লাগিল।
াবা মুখের বহুলাংশ আবৃত। আগন্তুক
িলন,—"সম্মুখে যে সুবৃহৎ ভবন
চ কি?"
শার্দ্দূলাবাস বটে।"
ও উহার অধিকারী
দুঃখের কতই সম্ব

।। আগন্ত
হইতে দু

ৰ্বাগে

প্রাচীন অশ্বারোহী বলিলেন,—"আমি বুঝিতে পারি নাই—আমি জানিতাম না—আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন—আমার অন্যায় হইয়াছে—"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"ক্ষমা প্রার্থনা নিতান্ত অনাবশ্যক। বোধ হয় এই আমাদের পরিচয়ের শেষ; কারণ সম্ভবতঃ সম্মুখস্থ পথ দ্বয়ের ভিন্ন ভিন্ন পথ এক্ষণে আমাদের অবলম্বনীয়। আমি অবিরক্ত চিত্তে মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় হইতেছি জানিবেন।"

এই বলিয়া স্বাধীনচেতা দুর্গস্বামী অশ্বের মস্তক শার্দ্দূলাবাসে উপনীত হইবার নিমিত্ত যে সঙ্কীর্ণ পথ আছে তদুদ্দেশে যেমন ফিরাইলেন, অমনি শিবিকাবাহকেরা শিবিকারূঢ়া দেবদর্শনার্থিনী মহিলা সহ সেই স্থানে উপস্থিত হইল। শিবিকার উভয় দিকের আবরণ উন্মুক্ত এবং তন্মধ্যে এক অবগুণ্ঠনবতী কামিনী উপবিষ্টা। প্রাচীন অশ্বারোহী সেই কামিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"বৎসে, এই দুর্গস্বামী।"

এই সময় আকাশ ঘোর ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল এবং কড় কড় নাদে বজ্রধ্বনি হইতে লাগিল। অবিলম্বে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইবে তাহাকে কোনই সন্দেহ রহিল না। শিবিকাস্থিতা যুবতী ও প্রাচীন অশ্বারোহী নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। ইচ্ছা বা অনিচ্ছায়, চেষ্টা বা অচেষ্টায় দুর্গস্বামী না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না যে,—"সম্মুখস্থ শার্দ্দূলাবাসে কেবল আশ্রয় স্থান ব্যতীত আর কিছুই নাই। যদি এরূপ সময়ে তাহাতে আপত্তি না থাকে—"

আর কথা দুর্গস্বামীর মুখ দিয়া বাহিরিল না। প্রাচীন ব্যক্তি যাহা দুর্গস্বামী শেষ করিতে পারেন নাই তাহা শেষ করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন,—"আমার কন্যার শরীর বড়ই দুর্ব্বল। সম্মুখে এই ঝঞ্ঝাবাত। এ সময়ে শিষ্টাচার একেকালে অনাবশ্যক। এক্ষণে আমা-

দের দুর্গস্বামীর ভবনে আতিথ্য স্বীকার ভিন্ন উপায়ান্তর কি আছে?"

আর মতান্তরের সুযোগ নাই। অগত্যা দুর্গস্বামীকে সঙ্গীগণের পথ প্রদর্শক রূপে অগ্রসর হইতে হইল। ভবনসন্নিহিত হইয়া তিনি 'কানাই কানাই' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

কানাই আসিল বটে কিন্তু তাহার মুখের ভাব ও মনের ভাব বর্ণনার অতীত। তাহার তখন চিন্তার সীমা নাই। মধ্যাহ্ন ভোজনের কাল বিলম্ব নাই, এমন সময়ে দুর্গস্বামী বহুজন সম্ভ্রান্ত অতিথি সঙ্গে গৃহে ফিরিলেন! কানাই কথা কহিবে কি? সে কেমন করিয়া তাল সাম্‌লাইবে—মান বজায় রাখিবে ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। যাহাই হউক সে হঠাৎ অপ্রতিভ না হইয়া বলিল,—

"হায়, হায় কাজটা বড় অন্যায় হইয়াছে! দুর্গস্বামী যেমন বাটীর বাহির হইল, অমনি চাকর বাকর একত্রিত হইয়া পরামর্শ করিল, তিনি আজি শীঘ্র ফিরিবেন না। তাহারা দল বাঁধিয়া শীকার করিতে গেল। উনি যে এত শীঘ্র ফিরিবেন তাহা তাহারা ভাবে নাইতো। তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন।"

দুর্গস্বামী বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"কানাই চুপ্ কর—এরূপ পাগলামি সকল সময় ভাল লাগে না।" তাহার পর তিনি অতিথিগণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"এই বৃদ্ধ ও আর একটী স্ত্রীলোক ব্যতীত আমার অন্য দাস দাসী নাই। এই সামান্য লোক জন দ্বারা ও এই জীর্ণ ভবন হইতে যেরূপ ভোজ্যাদির প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, আমার তাহারও সংস্থান নাই। ফলতঃ যাহা কিছু আছে, তাহা প্রয়োজন মতে আপনারা আপনার ভাবিয়া গ্রহণ করিলে আপ্যায়িত হইব।"

কানাই অবাক হইয়া গেল। সে এত মিথ্যা কথার সহায়তায় যে মান বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, অনায়াসে, অম্লান বদনে

দুর্গস্বামী এককালে তাহার শেষ করিয়া দিলেন। সে যে কি বলিবে, কি করিবে কিয়ৎকাল তাহা আর মনে পড়িল না। অনেক ক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া কানাই বলিল,—"এখানে দাঁড়াইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। সঙ্গে মহামান্য কুলবালা রহিয়াছেন। এখানে কেন? ঘরে আসুন। ঘরটার সাজ সজ্জা কিছু খারাপ হইয়া রহিয়াছে। দামী দামী জিনিষ পত্র চারি দিকে বেবন্দোবস্ত হইয়া পড়িয়া আছে। তাহা হউক, আসুন তো। খাওয়া দাওয়ার কিরূপ আয়োজন করা যাইবে? প্রাতে গোপ রোজের দুধ এক মন দিয়া গিয়াছিল। রামমণির বেকুবিতে দুধটা খারাপ হইয়া গিয়াছে। তাহা হউক, আবার জোগাড় করিতেছি।"

দুর্গস্বামী নিতান্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"কানাই তোমার জ্বালায় আমি অস্থির হইয়া উঠিয়াছি। তোমার ওরূপ বাতুলতায় কোন ইষ্ট নাই, কেবল লোকের অশ্রদ্ধা অধিক হয় মাত্র।"

এই সময়ে বীরবলের উচ্চ কণ্ঠধ্বনি এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু অশ্বের পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া কানাই একেবারে চমকিয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিল,—"সর্ব্বনাশ, এ আবার কি দৌরাত্ম্য! ভগবান্, আজি আর কোন ক্রমে মান বজায় থাকে না দেখিতেছি। লোকগুলা ছুটিয়া আসিতেছে; ভাবিয়াছে, এখানে মহানন্দের পুরী কচুরী খাইয়া গোলমাল করিয়া দিন কাটাইবে। আমি সকলকে ভাগাইবার উপায় করিতেছি।"

কানাই প্রস্থান করিল

নবম পরিচ্ছেদ।

বীরবল ক্রমশঃ অনাথনাথের মন্দিরে অপেক্ষা করিয়া সমাগত লোকজনের সহিত পরিচয় করিলেন। পূজার জন্য উপকরণ সামগ্রী যথেষ্ট আসিয়াছিল, ঐ সকল সামগ্রীর অধিকাংশ শার্দ্দূলাবাসে আনিয়া ফেলেন, এইটিই তাঁহার প্রাণের বাসনা। তাঁহার উদ্দেশ্য সহজেই সফল হইবার সম্ভাবনা হইল, বিষম ঝড় জল আসিবার উপক্রম হইল। লোকজন প্রাণ লইয়া পলাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল, জিনিষ পত্রের ভাবনা তখন কে ভাবে? সেই সময় বীরবল তাহাদিগকে সন্নিহিত শার্দ্দূলাবাসে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহারা কৃতার্থ হইয়া গেল। জিনিষ পত্র যে যত পারিল সঙ্গে লইয়া বীরবলের অনুসরণ করিল।

এদিকে কানাই স্থির করিল যাহারা আসিতেছে, তাহাদিগকে তো প্রবেশ করিতে দেওয়াই হইবে না, বরং এই সুযোগে বাহক প্রভৃতি যাহারা অগ্রে প্রভু ও প্রভুকন্যার সঙ্গে আসিয়াছে তাহাদিগকেও তাড়াইয়া দিতে হইবে। এইরূপ অভিপ্রায় করিয়া কানাই বাহক প্রভৃতি যাহারা উপস্থিত ছিল তাহাদিগকে বলিল,—"তোমাদের সঙ্গীরা পূজার প্রসাদাদি লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া দৌড়িয়া আসিতেছে। চল আমরা সকলে অগ্রসর হইয়া উহাদিগকে আদর করিয়া লইয়া আসি।"

তাহারা এ প্রস্তাব ভালই মনে করিল সুতরাং সম্মত হইল। সকলে তদভিপ্রায়ে দরজার বাহিরে আসিবামাত্র ঝড়ে দরজার একটা কবাট বন্ধ হইয়া গেল। তখন কানাই তাড়াতাড়ি ভিতরে আসিয়া আর একটা কবাটও বন্ধ করিয়া দিয়া সজোরে অর্গল আঁটিয়া দিল। লোক জন অবাক্। সর্ব্বোপরি অবাক্ বীরবল! সকলে 'কানাই

কানাই! দরজা খোল' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। আর কানাই! একবার কানাই গবাক্ষ দ্বার দিয়া মুখ বাহির করিয়া বলিল,—"গোল করিতেছ কেন? চুপ্! আপন আপন বাড়ী চলিয়া যাও বাবা সকল। এখানে কেন দুঃখ জানাইতেছ?"

বীরবল বলিলেন,—"বড় মজার কথা। শীঘ্র দরজা খোল; দুর্গ-স্বামীর সহিত বিশেষ কথা আছে।"

যাহারা প্রথমে বাড়ীর ভিতর ছিল পরে তাড়িত হইয়াছে, তাহারা বলিতে লাগিল,—"আমরা মনিবের সঙ্গে আসিয়াছি—মনিবের সঙ্গেই থাকিব এবং যাইবার সময় মনিবের সঙ্গেই যাইব। আমাদের বাড়ীর ভিতর যাইতে দিতে হইবেই হইবে।"

বীরবল চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"বিলম্ব হইলে বিশেষ ক্ষতি হইবে। কানাই, তোমার অদৃষ্টে বিস্তর দুঃখ আছে।"

তখন কানাই বাক্যে কোন উত্তর না দিয়া গবাক্ষ দ্বার দিয়া দক্ষিণ হস্ত বাহির করিয়া দিল এবং অঙ্গুষ্ঠ উত্তোলন করিয়া একবার বামে একবার দক্ষিণে আন্দোলন করিল।

বাহকেরা আবার গোলমাল করিতে লাগিল। বীরবল আবার চীৎকার করিতে লাগিলেন। কানাইয়ের কিছুতেই দৃকপাত নাই।

যখন গোলমালটা অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন কানাই আবার গবাক্ষ দিয়া মুখ বাহির করিল এবং অতি রাগত স্বরে বলিল,—"কেন হে, তোমরা গোল করিতেছ? এসময় কোন মতেই দরজা খোলা হইতে পারে না। দুর্গস্বামী ও তাঁহার মহামান্য বন্ধুগণ এখন আহার করিতেছেন। আহারের সময় দরজা খুলিয়া বাহিরের লোক আসিতে দেওয়া এ বংশের কস্মিন্ কালে রীতি নাই। আজি কি তোমাদের জন্য চিরকালের নিয়ম বদলাইয়া দিব নাকি? কে তোমরা?"

বীরবল বলিলেন,—"কানাই, আমি রাওল বীরবল—দুর্গস্বামীর বন্ধু। আমাকে দরজা খুলিয়া দেও। আমি ভিতরে যাইব।"

কানাই বলিল,—"এ সময় ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ আসিলে শার্দ্দূলাবাসের দরজা খোলা হয় না, তা তুমি তো তুমি! যাও বাবা, অন্য স্থানে চেষ্টা কর গিয়া, এখানকার দরজা আজি খোলা পাইবে না।"

তখন বীরবল নানা প্রকার কটূক্তি করিয়া কানাইকে গালি দিতে লাগিলেন এবং দুর্গস্বামীর সহিত সাক্ষাতাশয়ে বারম্বার চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে কটূক্তি বা চীৎকার কানাইকে বিন্দুমাত্রও বিগলিত করিতে সক্ষম হইল না। কানাই সে স্থান হইতে চলিয়া আসিল।

এখন বিবাদ বিসম্বাদে মত্ত হইয়া কানাই জানিতে পারে নাই যে, সেই ধনী অতিথির একজন বিশ্বস্ত ও অপেক্ষাকৃত সম্ভ্রান্ত অনুচর বাটীর ভিতর রহিয়া গিয়াছে। তাহা যদি কানাইয়ের গোচরে আসিত তাহা হইলে সে ব্যক্তিকেও নিশ্চয়ই অপরাপর অনুচরগণের ন্যায় গৃহ বহিষ্কৃত হইতে হইত। যাহা হউক এই ব্যক্তি কানাইয়ের অজ্ঞাতসারে অশ্বশালায় দাঁড়াইয়া সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিল। কেন কানাই এতাদৃশ ব্যবহার দ্বারা তাহার সঙ্গীগণকে দুরবস্থাপন্ন করিতেছে তাহা সে সহজেই বুঝিতে পারিল। এই বিশ্বস্ত ব্যক্তি জ্ঞাত ছিল যে তাহার প্রভু অন্তরে দুর্গস্বামীর শুভানুধ্যায়ী। কানাই দ্বার পার্শ্বস্থ গবাক্ষ ত্যাগ করিবামাত্র এই ব্যক্তি তাহা অধিকার করিল এবং কানাইয়ের স্থলাভিষিক্ত হইয়া বহিস্থ ব্যক্তিগণের অলক্ষিত ভাবে বলিতে লাগিল,—"আমার প্রভু এবং অভ্যাগত রাজা উভয়েরই ইচ্ছা যে লোকজন গ্রাম মধ্যে কোন দোকানে গিয়া খাওয়া দাওয়া করে। তাহাদের যে খরচ হইবে সে খরচ আমি দিব।"

সমবেত চীৎকারকারীগণ তখন অগত্যা বারম্বার গালি দিতে

দিতে প্রস্থান করিল। বীরবলের অন্তরে উচ্চতা সূচক অনেক গুণ ছিল বটে, কিন্তু এক দোষে সকল গুণই বৃথা হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি ঘোর মূর্খ ও কুসংসর্গ পরায়ণ ছিলেন। এই জন্য কখনই তাঁহার স্বভাব মার্জ্জিত ও চরিত্র উন্নত হয় নাই। তিনিও অধুনা দুর্গস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার সমভিব্যাহারিগণের ন্যায়, অযথা তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং ভবিষ্যতে দুর্গস্বামীর সহিত কোন প্রকার আলাপ পরিচয় রাখিবেন না বলিয়া সংকল্প করিলেন। এই রূপ ভাবে তাঁহারা শার্দ্দূলাবাস ত্যাগ করিয়া সন্নিহিত গ্রাম মধ্যে গমন করিলেন এবং একখানি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ মুদিখানার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এইরূপ সময়ে হঠাৎ বীরবলের একজন পুরাতন বন্ধু সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই আগন্তুক শিবরাম। শিবরামের সহিত শেষ সাক্ষাৎ কালে বীরবল বিশেষ বিরক্ত হইয়া বিবাদ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকের অবিদিত নাই। অধুনা শিবরাম সমাগত হইয়া বিনাবাক্যব্যয়ে একবারে বীরবলকে আলিঙ্গন করিলেন। সরলমনা বীরবল এতাদৃশ আত্মীয়তা দেখিয়া নিতান্ত বিগলিত হইলেন এবং পূর্ব্বাপর-বিস্মৃত হইয়া তিনিও শিবরামকে আলিঙ্গন করিলেন।

তখন শিবরাম বলিলেন,—"তবে, ভাই বীরবল, তোমার সহিত যে এরূপে সাক্ষাৎ ঘটিবে তাহা একবারও মনে করি নাই।"

বীরবল বলিলেন,—"আমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া তো বিচিত্র কথা নহে; তোমাকে যে এরূপ নিশ্চিন্ত ভাবে বেড়াইতে দেখিব, তাহা আমার মনে ছিল না।"

শিবরাম বলিল,—"বিলক্ষণ কথা! কাহার সাধ্য আমার অনিষ্ট করে। আমি নির্ভীক, নিরপরাধ, মিবারবাসী রাজপুত। আমার বিপদের সম্ভাবনা কোথায়?"

বীরবল বলিলেন,—"তুমি যে সকল বিঘ্ন বিপত্তির হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছ, এ সংবাদ শুনিয়া সুখী হইলাম। তবে

শিবরাম, অতঃপর আমরা পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধুরূপে জীবন পাত করিব, কি বল ?"

শিবরাম বলিলেন,—"তাহা আর বলিতে ? পান সুপারি এবং খদির যেমন শেষ পর্য্যন্ত কেহ কাহাকেও ছাড়ে না, তোমার আমার বন্ধুত্ব সেইরূপ জানিবে। জীবন ও মরণে এ বন্ধুত্বের সম্বন্ধ।"

বীরবল জানিতেন, ধূর্ত্ত শিবরাম কখন অর্থাভাবে কষ্ট পাইবার লোক নহে। বলিলেন,—"ভাই, গোটা দুই টাকা দিতে পার ?—এই লোকগুলাকে কিছু জল খাওয়াইতে হইবে।"

শিবরাম বলিল,—"দুইটা কেন, কুড়িটা দিতে পারি।"

বীরবল বলিলেন,—"তাইত শিবরাম, তুমি যে অবাক করিয়া দিলে।"

শিবরাম তৎক্ষণাৎ থলিয়া হইতে কুড়িটী টাকা বাহির করিয়া বীরবলের হস্তে প্রদান করিল এবং বলিল—"দেখিয়া লও,—বাজাইয়া লও—খাটি টাকা; ভাবিও না—শিবরাম জুয়াচোর।"

বীরবল টাকা হস্তে লইয়া সঙ্গিগণকে ডাকিলেন এবং সকলে মিলিয়া সেই মুদিখানায় মাদুর ও চেটাই বিছাইয়া বসিয়া গেলেন। সঙ্গিগণের মধ্যে কেহ কেহ তাড়ি খাইতে ভাল বাসে, তাহারা তাহার তদ্বির করিতে লাগিল। কেহ কেহ গাঁজার অনুরাগী, তাহারা তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল। বীরবল এই ইতর সংসর্গে মিশিয়া দুর্গস্বামী ও তাঁহার পিতৃপুরুষগণের নিমিত্ত নরক ব্যবস্থা করিতে করিতে, ও শিবরামের তোষামোদ সূচক বাক্যাবলী শুনিতে শুনিতে মহানন্দে সময়পাত করিতে লাগিলেন।

শার্দ্দূলাবাসে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাব। দুর্গস্বামী সম্ভ্রান্ত অতিথি মহাশয়কে ও তাঁহার কন্যাকে সঙ্গে লইয়া উপরিভাগস্থ সুবৃহৎ প্রকোষ্ঠ মধ্যে গেলেন। আমরা পূর্ব্বে তাহার নিতান্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখিয়াছি। অধুনা কানাইয়ের যত্নে তাহার অবস্থা কতকটা উন্নত হই-

য়াছে। কানাই অবসর ক্রমে নিতান্ত অব্যবহার্য্য ও ভগ্ন সামগ্রী সমূহ সরাইয়া ফেলিয়াছে এবং যাহা যাহা ব্যবহার করা যাইতে পারে, সে সমস্ত সেই ঘরের মধ্যে ঝাড়িয়া ও যথাসাধ্য পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? ঘরের চারি দিকে যেরূপ ঝুল জমিয়া গিয়াছে এবং তাহার দেওয়ালগুলি যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে সে ঘরে প্রবেশ করিতেই ভয় করে। যাহা হউক, এই ঘরে আগন্তুক ও তাঁহার তনয়াকে দুর্গস্বামী সমাদর সহকারে বসাইলেন। তাঁহারা উপবেশন করিলে দুর্গস্বামী বিনীতভাবে বলিলেন,—"যাঁহারা এক্ষণে আমার এই জীর্ণ ভবনে পদার্পণ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত ও সম্মানিত করিলেন, তাঁহাদের পরিচয় জানিতে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি।"

যুবতী নিস্তব্ধ ও নির্ব্বাক ভাবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার পিতা এ প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া যেন কিয়ৎ-পরিমাণে ব্যাকুল ও অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি এক বার মাথার পাগড়ী উঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, আবার তাহা ভাল করিয়া বসাইয়া দিলেন। একবার চক্ষু বুজিলেন, আবার তাহা মেলিলেন! একবার কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন আবার তখনই সে চেষ্টা ত্যাগ করিলেন।

দুর্গস্বামীর সহিষ্ণুতা সীমা অতিক্রম করিল। তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"আমি বুঝিতেছি, কিল্লাদার রঘুনাথ রায় মহাশয় এই শার্দ্দূলাবাসে আসিয়া আত্ম পরিচয় দিতে অভিলাষী নহেন।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"আপনি বুঝিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। বিগত মনোমালিন্য স্মরণ করিয়া সহসা আত্মপরিচয় দিতে সহজেই সঙ্কোচ জন্মিতে পারে, একথা বলাই বাহুল্য। আপনি এরূপে সঙ্কোচ বিদূরিত করিয়া ভালই করিয়াছেন।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তবে কি—তবে কি অদ্যকার এই সাক্ষাৎ দৈব কারণে সংঘটিত বলিয়া মনে করিব না ?"

কিল্লাদার কহিলেন,—"আর একটু পরিষ্কার ভাবে কথা বলিবার প্রয়োজন হইতেছে। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপ্যায়িত হইবার বাসনা বহুদিন হইতে আমার মনে বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু অদ্য এই দৈবদুর্যোগ উপস্থিত না হইলে আমার বাসনা চরিতার্থ করিবার সুযোগ কখন উদিত হইত কি না সন্দেহ। যাহা হউক, যে বীর আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে আমাকে ও আমার দুহিতাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, দৈবানুগ্রহে অদ্য তাঁহার সমীপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার সুন্দর সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় আমি ও আমার তনয়া যার পর নাই আনন্দিত হইতেছি।"

দুর্গস্বামী নীরবে সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন। আজি তাঁহার পিতৃশত্রু, তাঁহার এতাদৃশ অবনতি ও দুরবস্থার প্রধান কারণ তাঁহার সমক্ষে—তাঁহার ভবনে উপস্থিত। অভ্যাগত ব্যক্তি সম্বন্ধে হৃদয়ের পরুষভাব বিসর্জ্জন দেওয়া নিতান্ত ভদ্রতা সম্মত হইলেও এবং বিজয়সিংহ যৎপরোনাস্তি যত্নে হৃদয়কে প্রশান্ত করিতে প্রযত্ন করিলেও হৃদয় অধুনা এককালে সমস্ত পরুষতা পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্ত ভাব অবলম্বনে সমর্থ হইল না। তিনি নিতান্ত বিচলিত ভাব ব্যঞ্জক দৃষ্টি সহকারে একবার কিল্লাদার ও আবার তাঁহার কন্যার প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। এমন সময় কিল্লাদার কন্যার সমীপাগত হইয়া তাঁহার বদনের অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বলিলেন,—"কল্যাণি! অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেল মা। আইস আমরা মুক্তকণ্ঠে ও প্রকাশ্য রূপে দুর্গস্বামীর সমীপে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।"

ধীরে ধীরে নিতান্ত কোমল কণ্ঠে কল্যাণী বলিলেন,—"উনি কি অনুগ্রহ করিয়া তাহা গ্রহণ করিবেন?"

কোমল রমণী-কণ্ঠ নিঃসৃত এই কথা, যে কল্যাণীকে দুর্গস্বামী এক দিন আসন্ন-মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সরলার এই উক্তি দুর্গস্বামীর হৃদয়স্থলে আঘাত করিল। তাঁহার পরুষতা বিদূরিত হইল; তিনি অদ্যকার অসৌজন্য হেতু লজ্জিত হইয়া উঠিলেন। তিনি দুই একটী অপূর্ণ যুক্তি, দুই একটা সামান্য কথা বলিয়া এই কথার প্রতিবাদ করিতে চেষ্টা করিলেন, এমন সময় সহসা তীক্ষ্ণ তাড়িতা লোকে সমস্ত প্রকোষ্ঠ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সেই আলোক অন্তর্হিত হইতে না হইতে দারুণ কড় কড় নাদে বজ্রধ্বনি হইল। সেই বজ্রনির্ঘোষ এতাদৃশ ভয়ঙ্কর রূপে নিনাদিত হইল যে, তদ্ধেতু সমস্ত ভবন বিকম্পিত হইয়া উঠিল এবং ভবন মধ্যস্থ তাবৎ ব্যক্তিরই মনে হইল, বুঝি বা এই সুবিস্তৃত সৌধ চূর্ণীকৃত হইয়া তাঁহাদিগকে এখনই সমাহিত করিয়া দিবে। ভবন পতিত হইল না বটে, কিন্তু তাহার স্থান বিশেষ হইতে কয়েক খণ্ড প্রস্তর স্খলিত হইয়া দারুণ শব্দ সহকারে ভূতলে নিপতিত হইল। বোধ হইল, যেন দুর্গস্বামী বংশের আদি-পুরুষ অদ্য তাঁহার বংশধরের সহিত তাঁহার বংশাবলীর বদ্ধ বৈরীর পুনরালাপ দৃষ্টে বজ্রনাদে স্বীয় অসন্তোষ ঘোষণা করিতেছেন।

কোমল-প্রাণা কল্যাণী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভয়চকিতা হইয়া উঠিলেন। দারুণ ভয়ে তিনি নিতান্ত অবসন্না হইলেন এবং মূর্চ্ছিতা-প্রায় হইয়া উঠিলেন। ব্যস্ততা সহকারে দুর্গস্বামী মূর্চ্ছিতা সুন্দরীর চেতনা সম্বিধানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আবার দুর্গস্বামীর সেই অবস্থা—তাঁহার সম্মুখে আবার সেই নির্ম্মল-স্বভাবা, মুকুলিত-নয়না, কল্যাণী শায়িতা এবং তিনি তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত। এ অবস্থায় স্বীয় ভবনাশ্রিত ব্যক্তিগণের প্রতি রাগ বা শত্রুতা সম্ভবে কি? দুর্গস্বামীর হৃদয়ে একটু মালিন্য ছিল, তাহা এই ঘটনায় তিরোহিত হইয়া গেল। কল্যাণীর বিপন্ন ও কাতর পিতাকে আর তাঁহার শত্রু বলিয়া মনে রহিল না। কল্যাণী ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইলেন।

বাহ্য প্রকৃতির ভাব ও কল্যাণীর শরীরের ভাব কিছুই তৎকালে আশ্রয় স্থান ত্যাগ করার অনুকূল নহে। অগত্যা আরও কিঞ্চিদধিক কাল তাঁহাদের সেই স্থানে অপেক্ষা করা আবশ্যক হইয়া পড়িল। দুর্গস্বামীও ইহা বুঝিলেন; তিনিও তাঁহাদিগকে অদ্য তাঁহার ভবনে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন এবং স্বীয় দরিদ্রতা ও হীন আয়োজনের বিষয় শিষ্টতা সহকারে তাঁহাদিগের গোচর করিলেন।

পাছে দরিদ্রতার প্রসঙ্গ পল্লবিত হইয়া ক্রমশঃ বিরুদ্ধ ভাবের উদ্ভব হয় এই আশঙ্কা করিয়া কিল্লাদার ব্যস্ততা সহ বলিলেন,—"হীন আয়োজনের জন্য সঙ্কোচ করিবেন না। আপনি বিদেশ গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া আছেন সুতরাং আপনার গৃহে কোনই আয়োজন থাকিবার সম্ভাবনা নাই, একথা আমরা সকলেই জানি। এক্ষণে আপনার ভবনে আশ্রয় না পাইলে আমাদের ক্লেশের পরিসীমা থাকিবে না।"

দুর্গস্বামী কথার উত্তর দিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় কানাই সেই প্রকোষ্ঠে শুভাগমন করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনি সকলকেই কিয়ৎপরিমাণে স্তম্ভিত করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা ভৃত্য-কুল-তিলক কানাইয়ের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব উত্তেজিত করিয়া দিল। কানাই বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া সঙ্গে সঙ্গে করযোড়ে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"ধন্য তোমার দয়া!" তখন কিল্লাদারের যে এক জন অনুচর কানাইয়ের অজ্ঞাতসারে ভবন মধ্যে ছিল সে ব্যক্তি দ্বার সমীপস্থ ভৃত্যগণকে বিদায় করিয়া রন্ধনশালার অভিমুখে অগ্রসর হইল। কানাই তাহাকে দেখিবামাত্র মনে মনে বলিল,—"কি উৎপাত! এ বেটা কেমন করিয়া রহিয়া গেল?" তাহার পর তাড়াতাড়ি রন্ধনশালার দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া রামমণিকে বলিল,—"আরে দেখ্‌ছিস্ কি? ভেবে কি হবে? খুব করে যত দূর পারিস্ চেঁচা—"

বলিতে বলিতে কানাই কতকগুলা বাসন ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী বিজাতীয় শব্দ করিয়া ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মহা চীৎকার করিতে লাগিল। রামমণি মনে করিল, বুঝি বুড়া কানাই হঠাৎ পাগল হইয়া গেল। বলিল,—"আরে করিলে কি? কি সর্ব্বনাশ! একে ঘরে কিছুই নাই—যে একটু দুধ চিনি ছিল তাও ছড়াইয়া নষ্ট করিলে? হায় হায়! এখন উপায় কি হইবে?"

কানাই মহা স্ফূর্ত্তির সহিত বলিল,—"চুপ, খবরদার, খাবার খুব যোগাড় হয়েছে। এক বাজে বড় উপকার করিয়াছে—আমাদের সকল যোগাড় করিয়া দিয়াছে।"

রামমণি ভয় ও দুঃখ সহকারে কানাইয়ের প্রতি চাহিয়া বলিল,—"হায় হায়! লোকটা একেবারে গেল গা? এখন কোন রকমে শীঘ্র শীঘ্র ভাল হলে হয়।"

তখন কানাই ভাবিল, কি মজাই হইয়াছে। বলিল,—"সাবধান, যেন ঐ লোকটা রান্নাঘরে না আসিতে পায়। যে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবে তাহাকে শপথ করিয়া বল্‌বি যে, হায় হায়! দুনিয়ার যত ভাল খাবার জিনিষ আছে সবই তৈয়ার করিলাম, কিন্তু পোড়া বাজ কোথা হইতে আসিয়া আমাদের রান্নাঘরে পড়িল, আর সমস্ত জিনিষ পত্র একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। লোকটা যেন না জানিতে পারে।"

রামমণিকে এইরূপ উপদেশ দিয়া কানাই উপরে চলিল। দুর্গ-স্বামী অতিথিগণ সহ যে প্রকোষ্ঠে ছিলেন তাহার নিকটস্থ হইয়া কানাই বুঝিল যে, সেই নবীনা সুন্দরীর মূর্চ্ছা হইয়াছে ও তাঁহার শুশ্রূষা চলিতেছে। তখন সেখানে যাওয়া ভাল নয় ভাবিয়া কানাই বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর যখন আয়োজন ও অবস্থানের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল তখন কানাই সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া বলিল,—"হায় হায়! দুর্গস্বামী বংশে কখন এমন দুর্ঘটনা ঘটে নাই। আমাকে কত দিন বাঁচিতে হইবে, না জানি কত দেখিতে হইবে।"

দুর্গস্বামী কিঞ্চিৎ ভীত ভাবে বলিলেন,—"কি কানাই, কি হইয়াছে? দুর্গের কোন অংশ ভাঙ্গিয়াছে না কি?"

কানাই বলিল,—"ভাঙ্গিয়াছে? না না। বাজ—বাজ—বাজ সর্ব্বনাশ করিয়াছে। রান্নাঘরের মধ্যে বাজ পড়িয়া জিনিষ পত্র ছন্নছাড়া হইয়া গিয়াছে। যত খাবার আয়োজন ছিল সকলই নষ্ট করিয়া দিয়াছে। এখন কি দিয়া আপনাদের খাওয়াইব, ঘরে তাহার কোন যোগাড়ই দেখিতেছি না।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তোমার কথার শেষ ভাগ সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য।

কানাই দুর্গস্বামীর কথায় কিছু বিরক্ত হইল। বলিল,—"এখন আবার খাবার তৈয়ার করাও অসম্ভব নয় বটে। কিন্তু সে অনেক আয়োজন হইয়াছিল; এখন কেমন করিয়া তেমন করা যায়, তাই ভাবিতেছি।"

দুর্গস্বামী নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু বেশী কথা বলিলে পাছে কানাই আরও অধিক পাগলামী করে এই আশঙ্কায় বলিলেন, —"কানাই! আর গোলযোগ করিও না।"

এই সময়ে কিল্লাদারের সেই অনুচর তথায় আগমন করিয়া স্বীয় প্রভুর সহিত অস্ফুট স্বরে কথা কহিতে লাগিল। কানাইও তাহার অনুকরণে দুর্গস্বামীর কর্ণের নিকটে ক্ষীণ স্বরে কহিল,—"আপনার পায়ে পড়ি, আপনি একটু চুপ করিয়া থাকুন। এই মহামান্য বংশের মান বজায় করিবার জন্য আমি আজি প্রাণপণ যত্নে মিথ্যা কথা বলিব, তাহাতে আপনার ক্ষতি কি?"

দুর্গস্বামী ভাবিলেন উহাকে বাধা দিতে চেষ্টা করা বৃথা, এজন্য তিনি চুপ করিয়া থাকাই স্থির করিলেন। তখন কানাই একে একে অঙ্গুলি গণিতে গণিতে ব্রহ্মাণ্ডের ভাল ভাল খাদ্য সামগ্রীর নাম করিতে লাগিল এবং সে সকলই বজ্রাঘাত হেতু নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিল।

কল্যাণী প্রকৃতিস্থ হইয়া এই ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলেন। দুর্গস্বামীর নিতান্ত বিরক্তি-সূচক ভাব এবং স্থির-প্রতিজ্ঞ কানাই কেশহীন মস্তক আন্দোলন করিতে করিতে ও সুদূর-বিস্তৃত ক্ষীণ করাঙ্গুলি গণনা করিতে করিতে যে রাজভোজের বর্ণনা করিতেছিল তাহার ভাব, এতদুভয়ের বৈষম্য নিতান্তই হাস্যজনক। কল্যাণী অনেক যত্নেও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না; অবশেষে উচ্চ শব্দে হাসিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পিতাও সেই হাস্য-তরঙ্গে যোগ দিলেন এবং অবিলম্বে দুর্গস্বামী আপনিই যে হাস্য তরঙ্গের বিষয় তাহা

বুঝিয়াও না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। হাসির ঘটা পড়িয়া গেল এবং হাস্য-ধ্বনিতে ঘর গরম হইয়া উঠিল। কানাই এই হাসির ঘটা দেখিয়া রাগত ভাবে ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার সেই ভাব হাসির স্রোত আরও বাড়াইয়া দিল।

হাসির তেজ অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত হইলে কানাই রাগত স্বরে বলিল,—"আপনাদের ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছে! যে মহাভোজ আজি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার কথা শুনিয়া হাসি আসা অসম্ভব। যদি আপনাদের ঘটে বিন্দুমাত্র কাণ্ড-জ্ঞান থাকিত তাহা হইলে একথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলা আবশ্যক ছিল। কি আর বলিব।"

কল্যাণী হাসির বেগ বেশ করিয়া থামাইয়া বলিলেন,—"এই সকল খাদ্য সামগ্রী এমনই নষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, কুড়াইয়া তাহার একটু আধটুও সংগ্রহ করা যাইবে না কি ?"

কানাই বলিল,—"সংগ্রহ ? দেবি! সেই ছাই, কালি, কাদা, মাটীর মধ্য হইতে কি সংগ্রহ করিবেন ? আপনি যদি দয়া করিয়া স্বয়ং একবার রান্নাঘরে নামিয়া আইসেন তাহা হইলে সকলই দেখিতে পাইবেন, সকলই মাটী হইয়া গিয়াছে; আর রামমণি পার্শ্বে বসিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে। সকলই মাটী—সকলই মাটী। অবশ্য কতক কতক সামগ্রী রামমণি এতক্ষণ ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিয়াছে। সে দুঃখের চিহ্ন আর রাখিয়া কি ফল ? আমাদের রূপা ও কাঁসার বাসন গুলি ঝন ঝন করিয়া পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল। সে শব্দ নিশ্চয়ই ইনি শুনিয়াছেন।"

এই বলিয়া কানাই কিল্লাদারের ভৃত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। সে লোকটা দায়ে পড়িয়া সমর্থন সূচক ঘাড় নাড়িল।

কিল্লাদার মনে করিলেন, এরূপ প্রসঙ্গ আর অধিক দূর বিস্তৃত হইলে দুর্গস্বামীর অপ্রীতিকর হইতে পারে। তিনি বলিলেন,—"কানাই, তুমি আমার ভৃত্য লোকনাথকে সঙ্গে লইয়া যাও। এ ব্যক্তি অনেক

দেশ পর্য্যটন করিয়াছে, সুতরাং অনেক দায়ে ঠেকিয়াছে। তোমরা উভয়ে যুক্তি করিয়া এক্ষণে যাহা করা আবশ্যক তাহা স্থির কর গিয়া।"

উপাখ্যান বর্ণিত হস্তী যেমন মরিতেও প্রস্তুত তথাপি অপর হস্তীর সাহায্য গ্রহণে নিতান্ত অনিচ্ছুক, সেই রূপ কানাইও অপর ভৃত্যের সাহায্য লইয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিল,—"অন্যে কি জানিবে, আমার প্রভু জানেন, প্রভুর বংশের মানাপমানের বিষয়ে কানাইয়ের কখন কোন মন্ত্রণাদাতার দরকার হয় না।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"কানাই! তুমি সে লুপ্ত সম্ভ্রম পুনঃ স্থাপিত করিতে বিশেষ চেষ্টিত তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। কিন্তু কেবল কথায় তো কাজ চলে না; খাদ্য দ্রব্যের যোগাড় করা চাই। তোমার যাহা ছিল না, অথবা সংগ্রহ হইবার সম্ভাবনাও নাই তাহার গল্প করিয়া কি ফল হইবে? এখন লোকনাথকে সঙ্গে লইয়া যাও, উভয়ের মন্ত্রণায় কার্য্যোদ্ধার হইতে পারিবে।"

কানাই বলিল,—"আপনার এমন ভাব হইল কেন? আমি এখনি পিপ্‌লি গ্রামে যাইলে চল্লিশ জনের খাদ্য আনিতে পারি; তাহার জন্য ভাবনা কি?"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"যাহা হয় কর। দুজনে যাও। এই লও আমার মুদ্রাধার। ইহার সাহায্যে কাজ হইবে।"

কানাই বলিল,—"মুদ্রাধার! আপনি কি পাগল? আপনার এলাকা—আপনার গ্রাম। সেখান হইতে জিনিষ আনিয়া দাম দিতে হয় ইহা আজি নূতন শুনিলাম।" কানাই মহা বিরক্তির সহিত প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিল। লোকনাথও তাহার অনুসরণ করিল।

কিল্লাদার লোকনাথকে বাজার হইতে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আনিবার নিমিত্ত উপদেশ দিয়াছিলেন, সে সেই উদ্দেশে

প্রস্থান করিল। কানাইও কোন নূতন মতলব খাটাইয়া খাদ্য সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে পিপ্‌লি গ্রামাভিমুখে গমন করিল। রামমণি ইত্যবসরে গৃহে যে কিছু সামান্য খাদ্য সামগ্রী ছিল তাহা দ্বারা অতিথিগণের কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্তি সাধন করাইল। বেলা অপরাহ্ণ হইয়া আসিল।

রামমণি কল্যাণীর সহচরী রূপে অবস্থান করিবে স্থির হইল। তাঁহার নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট হইল। যে ঘরে বীরবল রাত্রিযাপন করিতেন সেই ঘরে কিল্লাদার রাত্রি যাপন করিবেন স্থির হইল। দুর্গস্বামী বসিয়া দাঁড়াইয়া রাত্রিপাত করিবেন স্থির করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

এদিকের অবস্থা এইরূপ রাখিয়া এখন কানাই কি করিতেছে, তাহার সন্ধান লওয়া যাউক। পিপ্‌লি গ্রামের দিকে যাইয়া চেষ্টা করাই সঙ্গত বলিয়া কানাই মনে করিল। কানাইয়ের মনের অবস্থা বড় ভাল নহে। সে তাহার প্রভুকে জানায় নাই যে, বীরবলকে সে কেমন অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে; এটা ভাবনার কথা বটে। তাহার পর ভাবনা, সে জাঁক করিয়া দুর্গস্বামীর মুদ্রাধার গ্রহণ করে নাই—অথচ খাদ্য সংগ্রহ না করিলে চলিবে না; তাহারই বা উপায় কি? আবার ভাবনা পিপ্‌লি গ্রামে বীরবল আছে; যদি দৈবাৎ তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়

তাহা হইলে সে বিলক্ষণ প্রতিশোধ না দিয়া ছাড়িবে না। অনেক ভাবনার কথা বটে।

এত চিন্তা সত্ত্বেও বীরবর কানাইয়ালাল প্রভুর বংশ-মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য এবং দরিদ্রতা প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য পিপ্‌লি গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিল।

গ্রামবাসিগণ পূর্ব্বকালে দুর্গস্বামি-বংশের অধীন ছিল সুতরাং তাহারা সে সময়ে দুর্গস্বামীর সমস্ত ক্লেশ ও অসুবিধা আপনাদের ক্লেশ ও অসুবিধা বলিয়াই মনে করিত। দুর্গস্বামিগণ বিষয়হীন হওয়ার পরও তাহারা পূর্ব্ব সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া তাঁহাকে নানা সময়ে সাহায্য করিত। কিন্তু কানাইয়ের প্রার্থনা বড়ই ঘন ঘন। সে অপ্রতুল মিটাইয়া উঠা গ্রামবাসিগণ আপনাদের সাধ্যাতীত বলিয়া মনে করিল; কাজেই ক্রমে ক্রমে তাহারা সকল প্রকার সাহায্য বন্ধ করিয়া দিল। কানাই মহা ভয় দেখাইয়া এবং ইহকালে ও পরকালে দুর্গতির কথা বলিয়া তাহাদের নিকট জিনিষ পত্র ও অর্থ দাওয়া করিত, কিন্তু তাহারা 'তাইত, তাইত' বলিয়া সারিয়া লইত, কোন কাজের উত্তর দিত না। এই রূপ ব্যাপার বাড়াবাড়ি হইয়া ক্রমে বিবাদে দাঁড়াইল। কানাই গ্রামবাসিগণের সহিত ভয়ানক বিবাদ বাধাইল, এবং সেই অবধি পিপ্‌লি গ্রামে যাওয়া আসা বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু আজি কানাইয়ের বিশেষ প্রয়োজন। আজি যেমন করিয়া হউক খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ না করিলে নহে। কানাইকে অগত্যা আজি সেই গ্রামে যাইতে হইল। গ্রামবাসিগণ যে সাহায্য করিবে না এবং তাহারা যে তাহাকে শেষবারে অপমান করিয়া বিদায় করিয়াছে, একথা কানাই একবারও ভুলে নাই। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? আজি কানাই অনুপায়। কানাইয়ের সঙ্গে লোকনাথ। কানাই ভাবিল, 'এ পাপটাকে এখনই বিদায় না করিলে নহে। আমি অনেক জাঁক করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু

যদি গ্রামবাসিগণ আমাকে আবার অপমানিত করে, তাহা এ লোকটা তো দেখিতে পাইবে ; তখন আমার মুখ কোথায় থাকিবে ? এ ভেজালটাকে বিদায় করিয়া দেওয়া চাই চাই।' এই ভাবিয়া কানাই বলিল,—'ভাই, আমার সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মারা যাইবে নাকি ; আমি এখন কত জায়গায় যাইব, খাতকদের কাহারও কাছ থেকে খাজনা, কাহারও কাছ থেকে দধি দুগ্ধ, কাহারও কাছ থেকে ঘি ময়দা সংগ্রহ করিব। তুমি আমার সঙ্গে কত ঘুরিবে। তুমি একটা দোকানে এখন বিশ্রাম কর, ইচ্ছামত জিনিষ পত্র লইয়া খাও দাও মজা কর। আমি যাইবার সময় তোমাকে ডাকিয়া লইয়া যাইব। পয়সা কড়ির ভাবনা ভাবিতে হইবে না। আমি ফিরিয়া আসিয়া দোকানদারের সমস্ত পাওনা শোধ করিয়া দিব।"

লোকনাথ প্রকৃত ব্যাপার জানিত। দুর্গস্বামীর বর্ত্তমান অবস্থা তাহার অবিদিত ছিল না। সুতরাং সে বাক্যব্যয় না করিয়া কানাইয়ের নিকট হইতে বিদায় হইয়া একটা দোকানের দিকে চলিয়া গেল।

মনোরথ সিদ্ধির নিমিত্ত কোন্ ব্যক্তিকে আক্রমণ করা আবশ্যক কানাই এখন তাহা ভাবিয়া আকুল। গ্রামবাসী সকলেই বিরক্ত, সকলেই তাহাকে সাহায্য করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। কোথায়ও সকল-মনোরথ হইবার সম্ভাবনা নাই ; তবে ধরা যায় কাহাকে, করা যায় কি ? একে একে কানাই কত লোকের নামই ভাবিল, কিন্তু সে সকল স্থানে কিছুই হইবে না বুঝিয়া ক্রমশঃ অধিকতর হতাশ হইতে লাগিল।

অবশেষে কানাই হতাশ হইয়া পথ পার্শ্বস্থ এক কুম্ভকার-ভবনে প্রবেশ করিল। কানাইয়ের সৌভাগ্য ক্রমে কুম্ভকার তখন বাটী ছিল না। তাহার স্ত্রী ও তাহার মাতা বাটী ছিল। কানাই

যাহা স্বপ্নেও আশা করে নাই, সেখানে সেই দৃশ্য দেখিতে পাইল। দেখিল কুম্ভাকার-পত্নী প্রকাণ্ড একতাল ময়দা মাখিতেছে ও আর একতাল মাখিয়া রাখিয়াছে। আর দেখিল, ঘরে নানা প্রকার মিষ্টান্ন সজ্জিত রহিয়াছে। পুরুষ সমাজ কানাইয়ের উপর নিতান্ত বিরক্ত হইলেও স্ত্রীসমাজ কানাইয়ের উপর কতকটা রাজি ছিল। কানাইকে দেখিবামাত্র কুম্ভকার-মহিলাদ্বয় তাহাকে পরম সমাদর করিল। কানাই বলিল,—"তোমাদের বাটীতে এত আয়োজন দেখিতেছি—ব্যাপারটা কি ?"

কুম্ভকার মাতা ও তাহার পুত্রবধূ কানাইকে বাল্যকাল হইতেই বিলক্ষণ জানে। প্রবীণা বলিল,—"আজি আমার নাতির অন্নপ্রাশন। তুমি আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে। তুমি আজি না খাইয়া যাইতে পাইবে না।"

কানাই বলিল,—"সে কথা বলিও না। খাওয়ার নামে আমার গায়ে জ্বর আসিতেছে। আজি সমস্ত দিন নানা সামগ্রী খাইয়া খাইয়া মারা যাইবার মত হইয়া পড়িয়াছি।"

উভয় রমণী সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন ব্যাপার টা কি ?"

কানাই বলিল,—"তোমরা কোনই খবর রাখ না দেখিতেছি। শার্দ্দূলাবাসে আজি কিল্লাদার ও তাহার কন্যা অতিথি! যে রকম কাণ্ড দেখিতেছি তাহাতে হয় ত ঐ কন্যার সহিত দুর্গস্বামীর বিবাহ ঘটিবে। কিল্লাদার মহাশয় দরবার হইতে হুকুম আনিয়াছেন যে, পিপ্‌লি ও আর ২০ খানি গ্রামের উপর দুর্গস্বামীর সকল প্রকার ক্ষমতা থাকিবে। আজি তোমার ছেলে বাটী ফিরিলে বলিও যে, যাহারা তখন দুর্গস্বামীকে কর দিতে স্বীকার করে নাই, এই কানাই এখন তাহাদের জীবন মরণের কর্ত্তা হইয়া পড়িতেছে।"

স্ত্রীলোকদ্বয় সভয়ে বলিল,—"আমরা চিরকাল দুর্গস্বামীর নিতান্ত অনুগত।"

কানাই বলিল,—"আমি কি তাহা জানি না? জানি বলিয়াই তোমাদের কাছে এই সংবাদ দিবার জন্য আমি স্বয়ং আসিয়াছি। তোমাদের যাহাতে ভাল হয় আমি তাহার যত্ন করিব।"

প্রবীণা বলিল,—"তুমি যে কিছু খাইবে না, তাহা হইবে না। অভাবে কিছু জল না খাইলে আমরা তোমাকে ছাড়িব না।"

কানাই বলিল,—"আমার বিশেষ দরকার আছে; একটুও দেরি করিবার উপায় নাই। যদি তোমরা নিতান্তই না ছাড় তবে কি জলখাবার দিবে দেও, আমি তাহা লইয়া যাই, রাত্রে আহার করিব।"

কুম্ভকার-পত্নী প্রায় দেড় সের আন্দাজ মিঠাই আনিয়া দিল। কানাই তাহা যত্ন সহকারে কাপড়ে বাঁধিয়া লইল। তাহার পর কানাইকে তাহারা পুনরায় বলিল যে, তাহারা চিরকাল দুর্গস্বামীর অনুগত আছে ও থাকিবে। তাহাদের প্রতি যেন তাঁহার করুণা থাকে। কানাই তাহাদিগকে সম্পূর্ণ ভরসা দিল। এমন সময়ে অপর প্রকোষ্ঠ হইতে নিদ্রিত খোকা বিকট শব্দ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শ্বাশুড়ী ও বউ উভয়ে সেই দিকে ছুটিয়া গেল। কানাই এই অবকাশে সেই মাখা ময়দা তালটা আপনার কাপড়ে জড়াইয়া লইল এবং কাহাকে কোন কথা না বলিয়া বা কাহার জন্য অপেক্ষা না করিয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিল। পথে কানাই কাহারও জন্য একটুও অপেক্ষা করিল না। কেবল একবার একটা লোকের দ্বারা বীরবলের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিল যে, অদ্য রাত্রে শার্দ্দূলাবাসে তাঁহার শয়নের স্থান হইবে না। লোকটা যেরূপ ভাবে এ সংবাদ দিল তাহাতে বীরবল, বিশেষতঃ তাঁহার বন্ধু শিবরাম, নিতান্ত রাগিয়া উঠিলেন এবং কানাইয়ের সর্ব্বনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কানাই কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে লোকনাথ আর দুই জন ভৃত্য সঙ্গে লইয়া কানাইয়ের সহিত আসিয়া মিলিত হইল। লোকনাথ

পিপ্‌লির বাজারে যেরূপ খাদ্য পাওয়া যাইতে পারে তাহা সংগ্রহ করিয়াছে।

কানাই প্রস্থান করার অব্যবহিত পরে কুম্ভকার-বধূ ও জননী সেই স্থানে আসিয়া দেখিল, ময়দার তালটী নাই। এ কার্য্য যে কানাই করিয়াছে তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল এবং কুম্ভকার আসিয়া না জানি কতই তিরস্কার করিবে ভাবিয়া তাহারা নিতান্ত ভীত হইল। অবিলম্বে কুম্ভকার আর দুই এক জন বন্ধুর সঙ্গে গৃহাগত হইল এবং স্ত্রী ও মাতার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইল ও তাহাদের যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। রমণীদ্বয় বুঝাইতে লাগিল যে, দুর্গস্বামীর এই প্রকার সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে এবং কানাই অতঃপর আর যে সে লোক নহে। কানাই যে দয়া করিয়া আমাদের বাটী হইতে কোন খাদ্য সামগ্রী লইয়া গিয়াছে, তাহা আমাদের ভাগ্য বলিয়া মনে করা উচিত।

এ সকল কথা শুনিয়া কুম্ভকার আরও বিরক্তি প্রকাশ করিল এবং বলিল,—"কোথাকার দুর্গস্বামী, কে সে কানাই? আমি আমার জিনিস পত্র শার্দ্দূলাবাস হইতে ফিরাইয়া আনিব তবে ছাড়িব!" তাহার পর একজন সঙ্গীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"মধু, যাও, শীঘ্র পায়ে দৌড়িয়া যাও। পথে কানাইকে দেখিতে পাও ভালই। না পাও শার্দ্দূলাবাস পর্য্যন্ত যাইবে। আমাদের জিনিস ফিরাইয়া আনা চাই।"

স্ত্রীলোকদ্বয় বড়ই ভীতা হইল। কিন্তু কুম্ভকার যেরূপ বিরক্ত হইয়াছে তাহাতে সাহস করিয়া আর কোন কথা বলিতে পারিল না। কুম্ভকার মধুকে সঙ্গে লইয়া রন্ধনশালার মধ্যে প্রবেশ করিল। তথায় মধুর সহিত বিশেষ কি কথা বার্ত্তা কহিল। মধু প্রস্থান করিল।

যখন কানাই ও লোকনাথ শার্দ্দূলাবাসের নিকটস্থ হইয়াছে, তখন কানাই শুনিতে পাইল, কে তাহাকে পশ্চাৎ হইতে ডাকিতেছে।

কিন্তু যাহার তাহার ডাকে কানাই কি উত্তর দেয়? তাহাতে মান থাকিবে কেন? কানাই উত্তর দিল না বটে, কিন্তু সম্বোধনকারীর মূর্ত্তি যখন চক্ষুগোচর হইল তখন কানাই আর অগ্রসর না হইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। আগন্তুক নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"আমি লক্ষ্মণ কুম্ভকারের লোক। শার্দ্দূলবাসে দরকারে লাগিতে পারে বলিয়া তিনি আমার দ্বারায় এক হাঁড়ি বরকি ও এক হাঁড়ি দধি পাঠাইয়া দিয়াছেন। অনুগ্রহ করিয়া ব্যবহারে লাগাইবেন।"

কানাইয়ের হৃদয়ে আহ্লাদের সীমা নাই! কিন্তু কানাই সে ভাব প্রচ্ছন্ন করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল,—লক্ষ্মণ কুম্ভকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছে। আমি তাহার কথা আমার প্রভুর নিকট জানাইব। কিন্তু তুমি এ সকল সামগ্রী আমাকে দিলে কি হইবে, শার্দ্দূলাবাসে পৌঁছাইয়া না দিলে সকলই বৃথা।"

মধু উত্তর করিল,—"আমিই শার্দ্দূলাবাসে সমস্ত দ্রব্য পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতেছি।"

কানাই বলিল,—"তোমার ছোকরা বয়স—আমি বুড়া মানুষ। আমার হাতে একটা সামগ্রী রহিয়াছে, এটাও তুমি লইলে ভাল হয়।"

মধু তাহাও স্বীকার করিল। কানাই ময়দা ডালটা তাহার উপর চাপাইয়া দিল। কেবল মিঠাই নিজ-হস্তে রহিল। সকলে যথাসময়ে শার্দ্দূলাবাসে উপস্থিত হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রে শার্দ্দূলাবাসে কানাইয়ের যত্নে ভোজনের ব্যাপারটা সমারোহ সহকারে সম্পাদিত হইয়া গেল। কানাইয়ের আহ্লাদের ও গর্ব্বের সীমা নাই। আহার সমাপ্তির পর অন্যান্য সকলে প্রস্থান করিলে কিল্লাদার বলিলেন,—দুর্গস্বামি, আপনাকে কয়েকটী কথা বলিতে বাসনা আছে। আপনার শুনিবার সময় আছে কি?"

বিজয়সিংহ সংক্ষেপে বলিলেন,—"বলিতে পারেন।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"আপনি যুবক হইলেও জ্ঞানবান সন্দেহ নাই। ইহা আপনার অবিদিত নাই যে, ক্রোধ পরিহার করাই ভদ্রের প্রধান ভূষণ।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আমার হৃদয়ে এক্ষণে কোনই ক্রোধ নাই।"

কিল্লাদার কহিলেন,—"এক্ষণে না থাকিতে পারে, কিন্তু আপনার পিতৃদেবের সময় হইতে আমার প্রতি আপনাদের যে বিরুদ্ধভাব বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহার বৈধতা বিচার করা কি কর্ত্তব্য নহে?"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, এ প্রসঙ্গ এক্ষণে পরিত্যাগ করুন।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"এতৎপ্রসঙ্গের সমধিক আলোচনা প্রীতিজনক নহে, তাহা আমি জানি। কিন্তু আজি আমি হৃদয়ের বাসনা ব্যক্ত করিতে কৃত-সংকল্প হইয়াছি। আমি এই মনোমালিন্য হেতু অন্তরে অনেক তীব্র জ্বালা ভোগ করিয়াছি। ইহার মীমাংসা করিবার নিমিত্ত আমি আপনার পিতার সহিত অনেকবার সাক্ষা-

তের বাসনা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট ক্রমে তাহা সংঘটিত হয় নাই।”

দুর্গস্বামী বলিলেন,—“আমি পিতার নিকট শুনিয়াছি, আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষী ছিলেন।”

কিল্লাদার বলিলেন,—“অভিলাষী ছিলাম—হাঁ অভিলাষী ছিলাম বটে। কিন্তু আমার তাঁহার নিকট সাক্ষাতের প্রার্থনা—তাঁহার অনুগ্রহ ভিক্ষা করা উচিত ছিল। স্বার্থপর মানবগণ তাঁহার সমক্ষে আমার চরিত্রের যে চিত্র উপস্থিত করিয়াছিল, সেই চিত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে আমার প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে দেওয়া আবশ্যক ছিল এবং তাঁহার চিত্তের শান্তি সংস্থাপনার্থ আমার ন্যায় সংগত অধিকারেরও ভূরি ভাগ পরিত্যাগ করা আবশ্যক ছিল। অদ্য সৌভাগ্য ক্রমে আমি যে পরিমাণ কাল আপনার সংসর্গে অতিবাহিত করিতে পাইলাম, যদি এই পরিমাণ সময় আমি আপনার পিতৃদেবের সহিত একত্র অবস্থান করিতে পাইতাম তাহা হইলে, সম্ভবতঃ মিবার অদ্যাপি সেই সম্ভ্রান্ত সুপ্রাচীন বংশ-সম্ভূত বীরকে বক্ষে ধারণ করিয়া গৌরবান্বিত থাকিত এবং আমাকেও সেই মাননীয় ও প্রশংসিত চরিত্র-সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে শত্রুরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে হইত না।”

কিল্লাদার বস্ত্র দ্বারা নয়নাবৃত করিলেন; দুর্গস্বামীর হৃদয়ও বিগলিত হইয়া উঠিল। এতৎ সম্বন্ধীয় অন্যান্য বাক্য শুনিবার নিমিত্ত তিনি নীরবে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

কিল্লাদার বলিতে লাগিলেন,—“আমাদের মধ্যে নানা বিষয়-ঘটিত বিসম্বাদ ঘটিয়াছিল। রাজ-বিচার দ্বারা ঐ সকল বিষয়ের যথাযথ মীমাংসা করিয়া লওয়া আমার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু কার্য্য-কালে মীমাংসিত অধিকার ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়া প্রয়োগ করিতে আমার কখনই বাসনা ছিল না।”

আবার দুর্গস্বামী বলিলেন,—"মহাশয়, এ প্রসঙ্গ এক্ষণে ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। রাজ-বিচারে আপনি যে সকল অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা অবশ্যই আপনি ভোগ করিতে থাকিবেন। আমার পিতা বা আমি কখনই অনুগ্রহ স্বরূপে কিছুই গ্রহণ করিতে স্বীকৃত নহি।"

"অনুগ্রহ? না—না—দুর্গস্বামী আপনার বুঝিবার ভুল হইতেছে। সঙ্গত ও অসঙ্গত অধিকার এবং অনুগ্রহ এতদুভয়ের অনেক প্রভেদ। এখনও আপনার সহিত মীমাংসা করিবার অনেক কথা আছে। আমি প্রাচীন, আপনি নবীন। আপনি আমার ও আমার তনয়ার প্রাণদাতা। আমি অদ্য আপনার ভবনে শান্তি ভিক্ষায় আসিয়াছি। যেরূপে হউক শান্তি সংস্থাপন আমার হৃদয়ের বাসনা। আপনি কি আমার উদ্দেশ্য নিন্দনীয় বলিয়া মনে করিতেছেন? আপনি কি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না?"

বৃদ্ধ কাতর ভাবে দুর্গস্বামীর হস্ত ধারণ করিলেন। দুর্গস্বামীর স্থির সঙ্কল্প বিনষ্ট হইয়া গেল। তিনি বৃদ্ধের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাহার পর বিশ্রামের নিমিত্ত উভয়ে পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ধীরে ধীরে উৎকণ্ঠিত ভাবে পদ সঞ্চার করিয়া দুর্গস্বামী নির্দ্দিষ্ট বিশ্রাম স্থানে আগমন করিলেন। তাঁহার চিত্তের অবস্থা ভয়ানক—তাঁহার বদ্ধবৈরী আজি তাঁহার ভবনে। তিনি কি করিবেন, এ অবস্থায় কিরূপ ব্যবহার সঙ্গত বহু চিন্তা করিয়াও তিনি তাহার কোন মীমাংসা করিতে না পারিয়া নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি উন্মত্তের ন্যায় প্রকোষ্ঠ মধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন ও আপনাকে আপনি বারম্বার তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ক্রমে অল্পে অল্পে এই প্রমত্ত ভাব বিদূরিত হইলে তিনি আলোচনা করিতে লাগিলেন,—"এ ব্যক্তিকে কিসে নিন্দা করিব? রাজ-

বিচারে যাহা তাহার প্রাপ্য হইয়াছে তাহাই সে অধিকার করিয়াছে। আমরা সকলেই অবশ্যই রাজকীয় শাসনের অধীন। এ ব্যক্তি সে জন্য অপরাধী হয় কেন? এ ব্যক্তি সম্বন্ধে আমার যে সংস্কার ছিল তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। আর এ ব্যক্তির কন্যা—না—না সে প্রসঙ্গ আর আলোচনা করিব না স্থির করিয়াছি—আবার কেন?"

দুর্গস্বামী নিদ্রাভিভূত হইলেন এবং যতক্ষণ উষার সৌরকররাশি সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত উৎপাদন না করিল, ততক্ষণ নিরন্তর স্বপ্নরূপে কল্যাণীর স্বর্ণ-কান্তি তাঁহার নিদ্রিত নয়ন ভেদ করিয়া দেখা দিতে লাগিল।

কিল্লাদার রঘুনাথ রায় শয়ন করিয়া নানা বিষয়িণী চিন্তায় ভাসমান হইলেন। তিনি জানিতেন যে, অচিরে মহারাণার দরবারে বিজয়সিংহ বিশেষ প্রতিপন্ন হইবেন সন্দেহ নাই। রামরাজা বিজয়সিংহের হিতকামনায় গুপ্তভাবে নিযুক্ত আছেন এবং তাঁহার চেষ্টা যে নিষ্ফল হইবার নহে, তাহা কিল্লাদারের অবিদিত ছিল না। অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয়, বল বিক্রমশালী, অধুনা পতিত ও বিপন্ন, বিজয় সিংহের সহায়তাকল্পে আরও অনেক ক্ষমতাশালী লোক প্রচ্ছন্নভাবে নিযুক্ত আছেন, তাহাও তিনি সন্ধান পাইয়াছিলেন। এমন অবস্থায় দুর্গস্বামীর বিরুদ্ধে তাঁহার চেষ্টা যে নিষ্ফল হইবে তাহা স্থির। তবে অগ্রেই সাবধান হওয়া—শত্রুতাভাব অন্তরিত করিয়া রাখা শ্রেয়ঃ বলিয়া এই সুকৌশলী রাজনীতিজ্ঞ বৃদ্ধ মীমাংসা করিলেন; এবং কি উপায়ে তাহা সাধিত হইতে পারে তাহা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অদ্য অনুকূল দেবতা সে সুযোগ ঘটাইয়া দিলেন।

তাঁহার মনে এতদ্ভিন্ন আরও স্বার্থ-সিদ্ধির বাসনা ছিল না এমত নহে। কল্যাণীর সহিত দুর্গস্বামীর বিবাহ ঘটাইতে পারিলে অনেক লাভ। যদিই দুর্গস্বামী অচিরে পদ প্রতিষ্ঠাবান হইয়া উঠেন, তাহা

হইলে, নিশ্চয়ই তাঁহার বিষয়ের ভূরি ভাগ পুনরায় তাঁহার হস্তগত হইবে। সেই বিষয়টা পরে ভোগ করা অপেক্ষা নিজের কন্যা তাহার অধিকারিণী হয় সে ত ভালই। দুর্গস্বামি-বংশও অতি গৌরবান্বিত বংশ। ইত্যাদি নানা প্রকার বাসনা ধর্ম্মাবরণে আবৃত করিয়া অদ্য কিল্লাদার চিরন্তন শত্রু সমীপে শান্তি সংস্থাপনার্থে সমাগত।

যখন তাঁহারা ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলে কানাই ভৃত্যবর্গকে তাড়িত করিবার নিমিত্ত সজোরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল, সেই ধ্বনি কিল্লাদারের কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। তাঁহার তখন শান্তা বুড়ির কথা মনে পড়িল। বুঝি আজি শত্রুকে স্বীয় ভবনে পাইয়া দুর্গস্বামী তাহার প্রাণ সংহার করিবেন বলিয়া আশঙ্কা হইল। কিন্তু ক্রমশঃ যতই অধিক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল ততই দুর্গস্বামীর ভাব দেখিয়া সে আশঙ্কা তিরোহিত হইয়া গেল।

সকল চিন্তার উপর আর এক চিন্তা,—কিল্লাদারিণী না জানি কি মত করিবেন! অদ্য কিল্লাদার যাহা যাহা করিয়াছেন এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার পত্নীর সহিত পরামর্শ করেন নাই। না জানি এ সকল কথা শুনিয়া তাঁহার কি মত দাঁড়ায়, ইহাও একটা ভাবনার কথা বটে। এই সকল চিন্তা করিতে করিতে কিল্লাদার নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দুর্গস্বামী প্রবীণ অতিথির সহিত সাক্ষাৎ আশয়ে গমন করিলেন। অন্যান্য কথার পর কিল্লাদার পূর্ব্ব রাত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া আপনার দোষ ক্ষালনার্থ যত্ন করিতে লাগিলেন।

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আমাকে ক্ষমা করিবেন। ওকথা এখানে কাজ নাই। যে স্থানে আমার পিতা ভগ্ন ও হতাশ হৃদয় লইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, আমি তাঁহার পুত্র হইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া তাঁহার দুঃখের কারণানুসন্ধান করিতে পারি না। পুত্রের কর্ত্তব্য পালনে হয়ত আমার অধিক অনুরাগ হইতে পারে এবং হয়ত অতিথির প্রতি কর্ত্তব্য আমার মনে স্থান না পাইতে পারে। অন্য স্থানে, অন্য লোকজনের সমক্ষে, আমরা এ বিষয়ের আলোচনায় রত হইব; সেরূপ স্থানে আমরা উভয়ে স্বাধীন ভাবে মনের কথা ব্যক্ত করিতে সক্ষম হইব।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"উত্তম কথা। তথাপি আমি একটী কথা না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। জানিবেন আপনাদের যে সকল ভূমি আমার অধিকারভুক্ত হইয়াছে, তাহা প্রচলিত ব্যবহার অনুসারে রাজ-বিচারে হস্তান্তরিত হইয়াছে। অতএব সে জন্য কাহাকেও দোষী করা সঙ্গত নহে।"

দুর্গস্বামী কিঞ্চিৎ উদ্ধতভাবে বলিলেন,—"হইতে পারে আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য। আমি জানি আমার পূর্ব্বপুরুষগণ সমরক্ষেত্রে মহারাণার জন্য শোণিতপাত করিয়া পুরস্কার স্বরূপে ভূ-সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পর সেই সম্পত্তি কোন্

নিয়মানুসারে হস্তান্তরিত হইল তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। তাঁহারা কাহারও নিকট তাহা বিক্রয় করেন নাই, কোন কারণে কোন স্থানে তাঁহারা সম্পত্তি আবদ্ধ রাখেন নাই, তাঁহাদের ঋণের দায়ে সম্পত্তি বিক্রীত হয় নাই, এবং ভ্রমেও তাঁহারা কখন মহারাণার বিরোধিতা করেন নাই, সুতরাং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবারও কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। এরূপ স্থলে কেমন করিয়া বলিব যে, ন্যায়বিচারে তাঁহাদের স[illegible]হস্তান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু আপনার সরল ব্যবহারে আমি বুঝিতেছি, যে আপনার সম্বন্ধে লোক-মুখে সংবাদ শুনিয়া আমার যে সংস্কার জন্মিয়াছিল তাহা ভ্রমাত্মক। আপনি ব্যবহারজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি; আপনার যখন বিশ্বাস এ ব্যাপারের মধ্যে কোন অবৈধ কার্য্য ঘটে নাই, তখন আমারই হয় ত বুঝিবার ভুল হইয়াছে।”

কিল্লাদার বলিলেন,—“প্রিয় সুহৃৎ দুর্গস্বামি, আপনার সম্বন্ধেও লোকে আমার সমক্ষে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছে, এখন আমি দেখিতেছি আপনার স্বভাব ও চরিত্র তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অতএব এখন আমরা বুঝিতেছি যে, আমরা পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধে নিতান্ত ভ্রমাত্মক সংস্কারের বশবর্ত্তী ছিলাম। তবে, হে নবীন দুর্গস্বামি, কেন আপনি এই প্রবীণ ব্যবহারবিদের বাক্যে কর্ণপাত করিবেন না?”

দুর্গস্বামী বলিলেন,—“না তাহা হইবে না। মহারাণার দরবারে—যেখানে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত সামন্তবর্গ উপস্থিত থাকিবেন, সেই স্থানে আমাদের এতদ্বিষয়ক কথাবার্ত্তা হইবে। যদি সেই স্থানে সমবেত সামন্তবর্গ বিচার করেন যে, আমার মহা সম্ভ্রান্ত পিতৃপুরুষগণ স্বদেশের হিতার্থে শরীরের শোণিত ব্যয় করিয়া যে সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এক্ষণে সে কার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সে সম্পত্তি আর তাঁহাদের থাকিবে না, তাহা হইলে কিল্লাদার

মহাশয়, আমি তখন অবনত মস্তকে সেই বিচার গ্রহণ করিব। আমার কিসের ভয়? আমার বীরের হৃদয় আছে, সুতীক্ষ্ণ তরবার আছে এবং দুর্ভেদ্য বর্ম্ম আছে। যতদিন এই সকল থাকিবে ততদিন যেখানে যখন রণবাদ্য বাদিত হইবে আমি তখন সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া আমার জীবিকার্জ্জন করিব।”

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দুর্গস্বামী চক্ষু ফিরাইলেন। দেখিলেন, কল্যাণী অদূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিতেছেন। তাঁহার নেত্র ও বদনের ভাব দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে যে তৎকালে উৎসাহপূর্ণ অনুরাগ ও প্রশংসার ভাব প্রবল হইয়াছিল তাহা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধ হইতে লাগিল। উভয়ের নয়নে নয়নে মিলন হইলে উভয়েই যেন কিছু লজ্জিত হইলেন—তাঁহাদের হৃদয়ে যেন বিশেষ কোন গভীর ভাবের আবির্ভাব হইল।

এই সময়ে কানাই নিকটস্থ হইয়া নিবেদন করিল,—“বাহিরে একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে। সে আপনার সহিত কথা কহিতে চাহে।”

দুর্গস্বামী বলিলেন,—“আমার সহিত কথা কহিতে চাহে?”

কানাই বলিল,—“হাঁ, আপনার সহিত কথা কহিতে চাহে, কিন্তু কথা কহিবার আগে আপনি একবার জানালা দিয়া লোকটা কে তাহা দেখিয়া লউন। যে সে আসিবে, আর আমাদের এই মহামান্য দুর্গে প্রবেশ করিবে, ইহা আমি ভাল মনে করি না।”

দুর্গস্বামী বলিলেন,—“তুমি কি ভাবিয়াছ, সে আমাকে দেনার দায়ে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে?”

“দেনার জন্য? আপনাকে? আপনার এই দুর্গে? গ্রেপ্তার? কি ভয়ানক! নিশ্চয়ই আজ আপনি এ বুড়া চাকরের সহিত তামাসা করিতেছেন!”

দুর্গস্বামী আগত ব্যক্তির সহিত কথা কহিবার উদ্দেশে

অগ্রসর হইলেন। কানাই সঙ্গে সঙ্গে যাইতে যাইতে অস্ফুট স্বরে বলিল,—"লোকটা যেই হউক, আমি একবার ভাল করিয়া না দেখিয়া আপনার সহিত কথা কহিতে দিব না।"

দুর্গস্বামী দেখিলেন, লোকটা আর কেহ নহে—বীরবলের সঙ্গী শিবরাম। তিনি দরজা খুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। শিবরাম প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলে দুর্গস্বামী বলিলেন,—"শিবরাম, বোধ হয়, তোমার সংবাদ এই স্থানেই তুমি ব্যক্ত করিতে পারিবে। দুর্গে এক্ষণে সম্রান্ত অতিথিগণ আছেন। তোমার সহিত শেষ সাক্ষাৎ যেরূপ অপ্রীতিপ্রদ ভাবে অবসান হয় তাহাতে তোমাকে ঐ অতিথিগণের সঙ্গী হইতে বলা অবিধি। অতএব তোমার যাহা বক্তব্য তাহা এই স্থানেই ব্যক্ত কর।"

শিবরাম নিতান্ত দুর্মুখ ও নিতান্ত মূর্খ হইলেও এ ক্ষেত্রে দুর্গস্বামীর অচিন্তিতপূর্ব্ব হীন অভ্যর্থনায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। বলিল,—"আমি এক্ষণে একজন বন্ধুর দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত; অন্যথা দুর্গস্বামীর গৃহাগত হইয়া আমি তাঁহাকে ব্যস্ত করিতাম না।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তোমার সংবাদ কি, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত কর। কোন্ ভাগ্যবান ব্যক্তি তোমাকে দূত নিযুক্ত করিয়াছেন?"

শিবরাম গর্ব্বিত ভাবে উত্তর করিল,—"আমার বন্ধু রাওল বীরবল। তিনি আপনাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছেন। আপনি রাজপুতোচিত ব্যবহার করিবেন, ইহাই প্রার্থনা। তাঁহাকে আপনি প্রকারান্তরে অপমানিত করিয়াছেন, তিনি যুদ্ধে তাহার প্রতিশোধ লইতে বাসনা করেন। যে দিন আপনার সুবিধা সেই দিন উভয়ে সমান লইয়া যুদ্ধ করেন, ইহাই তাঁহার অনুরোধ। আমি সেই যুদ্ধকালে মধ্যস্থতা করিব।"

দুর্গস্বামী অবাক্ হইলেন; তিনি তাঁহার বিগত অতিথিকে কোন কারণে বিরক্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়িল না এজন্য বলিলেন,

—"প্রতিশোধ—যুদ্ধ—শিবরাম! তোমার কল্পনায় যতদূর সম্ভব মিথ্যা কথা যোগায়, হয় তুমি তাহা সাজাইয়া বলিতেছ; আর না হয়, অদ্য প্রাতে অধিক পরিমাণ গাঁজায় দম দিয়াছ। বীরবল এরূপ সংবাদ আমার নিকট কেন পাঠাইবেন?"

শিবরাম বলিল,—"তাহা যদি জিজ্ঞাসা করিলেন তবে আমাকে বলিতে হইতেছে যে, আমার বন্ধুকে আপনি নিতান্ত অকারণে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন, আপনার সেই অসৌজন্য বর্ত্তমান সংবাদের কারণ।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"বীরবল পাগল নহেন; যাহা না করিলে নহে, তাহাও যে তিনি অপমানজনক বলিয়া মনে করিয়া লইবেন একথা আমার বিশ্বাস হয় না। আর তোমার সম্বন্ধে আমার যে মত তাহা বীরবলের অবিদিত নাই। তোমাকে আমি অতি সামান্য ও অযোগ্য লোক বলিয়া জ্ঞান করি, ইহা জানিয়াও তিনি যে তোমাকে আমার নিকট এই সংবাদ আনিতে ভার দিয়াছেন এবং তোমাকে মধ্যস্থ রাখিয়া কোন ভদ্রলোকেই কোন কার্য্য করিতে সম্মত হইতে পারে না, ইহা জানিয়াও তিনি যে তোমাকে মধ্যস্থ স্থির করিয়াছেন ইহা আমার আদৌ বিশ্বাস হয় না।"

শিবরাম স্বীয় অসিতে হাত দিয়া বলিল,—"আমি সামান্য ও অযোগ্য লোক! কি বলিব আমি বন্ধুর কার্য্যে নিযুক্ত এবং সেই কার্য্যের মীমাংসা করিতে বাধ্য। নতুবা বুঝাইতাম—"

দুর্গস্বামী বাধা দিয়া বলিলেন,—"কিছুই বুঝাইয়া কাজ নাই। এক্ষণে তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া আমাকে বাধিত কর।"

শিবরাম বলিল,—"আমার সংবাদের উত্তর কি?"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"রাওল বীরবলকে বলিও যে, তিনি যদি তাঁহার নিকট হইতে আমার নিকট দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আসিতে পারে এরূপ কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে ভবিষ্যতে পাঠাইয়া

দেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রার্থনায় আমি কর্ণপাত করিতে পারি।"

শিবরাম বলিল,—"আমার বন্ধুর জিনিষ পত্র আপনার এখানে পড়িয়া আছে। তাহা আমাকে দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিউন।"

"বীরবলের যে যে সামগ্রী আমার এখানে পড়িয়া আছে তাহা আমার লোক তাঁহার হস্তে দিয়া আসিবে। তোমার নিকট এমন কোন নিদর্শন নাই, যাহাতে ঐ সকল দ্রব্য বিশ্বাস করিয়া তোমার হস্তে সমর্পণ করিতে পারি।"

তখন নিতান্ত অপমানিত ও ভগ্নমনোরথ শিবরাম বলিল,— "দুর্গস্বামি, আজি আপনি আমার প্রতি নিতান্ত অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন। আপনার এ দুর্গই বটে। এইরূপ দুর্গে দস্যুগণ নিঃসহায় পথিক ধরিয়া আনিয়া তাহার সর্ব্বস্ব লুট পাট করিয়া লয়।"

তখন দুর্গস্বামী হস্তস্থিত যষ্টি উত্তোলন করিয়া বলিলেন,—"তবে রে হতভাগা! যদি আর একটীও কথা না কহিয়া এখনি চলিয়া না যাও, তাহা হইলে লাঠাইয়া তোমার প্রাণ বাহির করিয়া দিব।"

দুর্গস্বামী যষ্টি উত্তোলন করায় শিবরামের অশ্ব নিতান্ত ভীত হইয়া দৌড়িতে লাগিল। অতি কষ্টে শিবরাম পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল। তাহার পর আর কোন কথা না কহিয়া অশ্বে কশাঘাত করিয়া প্রস্থান করিল।

দুর্গস্বামী ফিরিয়াই দেখিতে পাইলেন, কিল্লাদার সুদূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

তিনি বলিলেন;—"ঐ লোকটাকে আমি যেন দেখিয়াছি মনে হইতেছে। কি উহার নাম?"

দুর্গ। উহার নাম শিবরাম।

কিল্লাদার। আমি উদয়পুরে উহাকে দেখিয়াছি। সেখানকার কাছারিতে উহার অনেক দুর্দ্দশা দেখিয়াছি।

দুর্গস্বামী আগ্রহ সহকারে বলিলেন,—"কেন?"

কিল্লাদার হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"সে অনেক কথা। যদিও তাহা কিছুই নহে, তথাপি তাহা আপনি ব্যতীত আর কাহারও সমক্ষে ব্যক্ত করা বিধেয় নহে; আসুন বলিতেছি।"

এই বলিয়া কিল্লাদার দুর্গস্বামীর হস্ত ধারণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং একটী নির্জ্জন বাতায়ন-মুখে দাঁড়াইয়া গল্প করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কিল্লাদার এইরূপ ভাবে গল্প আরম্ভ করিলেন, যেন তাহাতে তাঁহার কোন অনুরাগ বা আসক্তি নাই। কিন্তু তাঁহার কথায় দুর্গস্বামীর মুখের কিরূপ ভাবান্তর জন্মিতেছে তাহা তিনি বিশেষ সাবধানতা সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। "প্রিয় সুহৃৎ দুর্গস্বামি, আজি কালি যেরূপ কাল পড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নিতান্ত স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে; এবং এই সন্দেহের সুযোগাবলম্বন করিয়া সময়ে সময়ে প্রবঞ্চনাপরায়ণ দুষ্ট লোকেরা নিতান্ত জ্ঞানী ও সাধু লোককেও বিপজ্জালে জড়ীভূত করিতেছে। যদি আমি সেইরূপ কথায় কর্ণপাত করিতাম, অথবা আপনি আমাকে যেরূপ কুচক্রী রাজনী-

তিজ্ঞ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন, যদি আমি বস্তুতই সেইরূপ হইতাম, তাহা হইলে আপনি কখনই এমন স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পাইতেন না, এবং আমার বিরুদ্ধে আপনার স্বত্ব ঘটিত বিরোধ করিবারও সুযোগ থাকিত না; তাহা হইলে এতদিন হয় আপনাকে উদয়পুরের অবরোধে, অথবা আর কোন রাজকারাগারে অবরুদ্ধ থাকিতে হইত; নচেৎ আপনাকে বিদেশে পলায়ন করিয়া কোন প্রকারে সেই কঠিন শাস্তির হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইত।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"কিল্লাদার মহাশয়, এরূপ প্রসঙ্গ অবলম্বনে পরিহাস করা বিধেয় নহে; অথচ আপনি প্রকৃত কথা বলিতেছেন, তাহাও তো সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কিরূপে আমি সন্দেহের বিষয়ীভূত হইয়াছিলাম তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"সন্দেহ? হাঁ দুর্গস্বামি, বিষম সন্দেহ। বোধ হয়, আমি তাহার প্রমাণও আপনাকে দেখাইতে পারি। দেখি সে কাগজ পত্র আমার সঙ্গে আছে কি না। যদি তাহা দুর্গে না ফেলিয়া আসিয়া থাকি, তাহা হইলে সঙ্গে থাকাই সম্ভব। ভাল দেখাই যাউক। লোকনাথ! এদিকে।"

লোকনাথ আসিলে কিল্লাদার তাহাকে বাক্স আনিতে আদেশ করিলেন। লোকনাথ বাক্স লইয়া ফিরিয়া আসিল। কিল্লাদার বাক্স খুলিয়া কয়েক খানি কাগজ বাহির করিয়া তাহা দুর্গস্বামীকে পাঠ করিতে দিলেন। পিতৃশ্রাদ্ধ কালে দুর্গস্বামী যে সকল উদ্ধত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন তৎসমস্ত সুরঞ্জিত হইয়া মহারাণার দরবারে উপস্থিত হয়। তথায় বিজয় সিংহের উপর কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা হইবার উপক্রম হইয়াছিল; কেবল কিল্লাদার রঘুনাথ রায়ের অপরিমেয় যত্নে, বিশেষ আগ্রহে, এবং নিতান্ত অনুরোধে তাহা কার্য্যতঃ পরিণত হইতে পায় নাই। এই কাগজে তাহার সুস্পষ্ট

নিদর্শন আছে। কাগজগুলি দুর্গস্বামীর হস্তে দিয়া কিল্লাদার সে স্থান হইতে চলিয়া গিয়া আপনার কন্যার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সেখানে কানাই আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি তাহারও সহিত হাস্য পরিহাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সরল ব্যবহার দৃষ্টে, যে কানাই তাঁহাকে দুর্গস্বামীর প্রবল শত্রু বলিয়া জানিত, সেও কিয়ৎ পরিমাণে শ্রদ্ধাবান হইয়া পড়িল।

দুর্গস্বামী একবার কাগজগুলি পাঠ করিয়া কিয়ৎকাল কপোলে করবিন্যাস করিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। তাহার পর ভাবিলেন, হয়ত এ সকল কোন অভিনব কৌশল জাল। এজন্য বিশেষ মনঃসংযোগ করিয়া তৎ সমস্ত আমূল আর একবার পাঠ করিলেন। দ্বিতীয় বার পাঠ সমাপ্তির পর তিনি ব্যস্ততা সহ যে স্থানে কিল্লাদার ছিলেন তথায় গমন করিলেন এবং নিতান্ত কাতর ও দীনভাবে তাঁহার অসীম অনুগ্রহ হেতু স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যে সময় তিনি মহরাণা সমীপে বিবিধ কঠিন অপরাধে অভিযুক্ত, সেই সময় যে কিল্লাদার তাঁহার চরিত্র সমর্থনার্থ প্রাণপণ যত্ন ও তাঁহাকে বিবিধ উপায়ে বিপন্মুক্ত করিতেছেন, সেই সময় সেই অকৃত্রিম সুহৃৎ কিল্লাদারকে তিনি বদ্ধবৈরী বলিয়া মনে করিতেছেন ও তাঁহার সহিত নিতান্ত বিগর্হিত ব্যবহার করিতেছেন বলিয়া যার পর নাই লজ্জা প্রকাশ ও বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

এই কোমল দৃশ্য দেখিতে দেখিতে কল্যাণীর চক্ষে অশ্রু আবির্ভূত হইল। যে দুর্গস্বামীকে তিনি নিতান্ত উদ্ধত বলিয়া জানিতেন এবং যিনি তাহার পিতার দ্বারা অত্যাচারিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার বোধ ছিল, সেই দুর্গস্বামী অদ্য তাঁহার পিতার নিকট ক্ষমার প্রার্থী। এদৃশ্য তাঁহার পক্ষে বিস্ময়জনক, নূতন এবং হৃদয়-দ্রবকারী।

কিল্লাদার বলিলেন,—"কল্যাণি, অশ্রু সম্বরণ কর মা! অদ্য

প্রকাশ হইলে যে, কূটব্যবহারজীবী হইলেও তোমার পিতা সরল ও উচ্চমনা ব্যক্তি; তাহাতে কাঁদ কেন মা ?" তাহার পর দুর্গস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"কেন আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন ? আমি আপনার কি করিয়াছি ? আমার যদি আপনার ন্যায় অবস্থা ঘটিত তাহা হইলে আপনিও অবশ্যই আমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিতেন। আরও দেখুন, আপনি আমার এই প্রাণাধিক তনয়ার জীবন রক্ষা করিয়া আমাকে কি শতগুণে অধিক ঋণী করেন নাই ?"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আমি যাহা করিয়াছি, তাহা সেরূপ সময়ে কেহই না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু মহাশয় আমাকে আপনার দারুণ শত্রু জানিয়াও যে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা বস্তুতই নিতান্ত সদাশয়তা, জ্ঞানবত্তা ও উচ্চহৃদয়তার পরিচায়ক।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"আমরা উভয়েই স্ব স্ব প্রণালীতে পরস্পরের উপকার করিয়াছি মাত্র। আপনি বীর—বীরোচিত কার্য্যে আমার উপকার করিয়াছেন।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আপনি আমার মহতাশয় বন্ধু।" অদ্য দুর্গস্বামী কিল্লাদারকে হৃদয় হইতে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিলেন। অদ্য তাঁহার মনোমালিন্য এককালে তিরোহিত হইয়া গেল। প্রেম ও কৃতজ্ঞতা তাঁহাকে অদ্য বিগলিত করিয়া দিল। কন্যার কোমলতা ও লাবণ্য এবং পিতার সৎস্বভাব ও উচ্চাশয়তা তাঁহাকে তাঁহার পিতার অন্ত্যেষ্টিকালের বদ্ধ প্রতিজ্ঞা ভুলাইয়া দিল। কিন্তু তিনি ভুলিলে কি হয়; সে প্রতিজ্ঞা জ্বলন্ত অক্ষরে অদৃষ্টের বিশাল পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

তাহার পর দুর্গস্বামী কল্যাণীর সমীপে স্বীয় বিসদৃশ ব্যবহারের নিমিত্ত কতই হৃদয় নিঃসৃত বাক্যে ত্রুটি স্বীকার করিতে লাগিলেন। কল্যাণীর নেত্র দিয়া নিরন্তর আনন্দাশ্রু বিগলিত

হইতে লাগিল, তাঁহার অধরোষ্ঠ ভেদ করিয়া সুবিমল হাস্য-জ্যোতিঃ বিভাসিত হইতে লাগিল এবং এই চিরন্তন শত্রুতার তিরোধান হেতু তিনি অপার আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিল্লাদার এই যুগলের এতাদৃশ প্রেমময় ভাব দেখিয়া মনে মনে নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন এই বীর, সাহসী, অতি উচ্চ-বংশজাত, সদাশয় যুবকের সহিত কল্যাণীর বিবাহ ঘটিলে কি সুখেরই সম্বন্ধ হয়! অত্যুন্নত পদ প্রতিষ্ঠাশালী হইবার নানা সুযোগ দুর্গস্বামীর সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছে। এমন সৎপাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ পরম প্রার্থনীয়। তখনই আবার কিল্লাদারণীর মতামতের কথা মনে উপস্থিত হইল,—কিল্লাদার কিঞ্চিৎ হতাশ হইলেন,—তাঁহার চিন্তা-গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। এই যুগলের প্রেম-পরিণাম আলোচনা করিয়া বোধ হয়, কিল্লাদার যদি সময় থাকিতে যুবক-যুবতীর হৃদয়ে প্রেমের প্রশ্রয় না দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পরিণামদর্শিতা হেতু তিনি প্রশংসিত হইতেন। বর্ত্তমান বিষয়ের পরিণাম আলোচনায় হয় কিল্লাদারের প্রবৃত্তি হয় নাই, না হয় তিনি তাহা দেখিয়াও দেখেন নাই।

তাহার পর কিল্লাদার বলিলেন,—"আমাকে অপেক্ষাকৃত ভদ্র লোক জানিতে পারিয়া বিস্ময়ের প্রাবল্যে আপনি আপনার কৌতূহলের প্রধান বিষয় শিবরামের প্রসঙ্গ ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে স্বীয় বৃত্তান্তের সহিত মহাশয়ের নামও লিপ্ত করিয়াছিল।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"হতভাগ্য—দুরাত্মা! তাহার সহিত আমার একবার ক্ষণস্থায়ী পরিচয় ঘটিয়াছিল মাত্র। যাহাই হউক, এতাদৃশ জঘন্য লোকের সহিত পরিচয় নিতান্ত অবৈধ। আমার সম্বন্ধে সে কি বলিয়াছিল ?"

"যাহা বলিয়াছিল তাহাতে আপনাকে রাজবিরোধী বলিয়া

সহজেই মনে হইতে পারে। কেহ কেহ শিবরামের কথা শুনিয়া আপনি মিবারের অধিকার বিস্তৃত করাইবার বিরোধী বলিয়া মনে করিয়াছিল। সেরূপ বিশ্বাসের পরিণাম কি তাহা আপনার অবিদিত নাই। কেবল দুই ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয় নাই এবং তাহাদের মতই দরবারে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সে দুই জনের এক জন আপনার অকৃত্রিম বন্ধু রামরাজা, আর এক জন আপনার নিতান্ত অনুরক্ত, অথচ পরম শত্রুরূপে পরিগণিত ব্যক্তি।”

দুর্গস্বামী বলিলেন,—“আমি বন্ধুর ব্যবহারে অনুগৃহীত হইলাম, আমার শত্রুর ব্যবহারে আমি অধিকতর বাধিত হইলাম।”

কিল্লাদার বলিলেন,—“রাওল বীরবল—এ ব্যক্তি আজি অসম্ভাবিত উপায়ে আমার ও আমার কন্যার নিকট পরিচিত হইয়াছে, আমরা যখন অনাথনাথের মন্দির মধ্যে ছিলাম, সেই সময়ে আমার আদেশ ক্রমে একজন সঙ্গী বাহিরের দ্বার অর্গল-বদ্ধ করিয়াছিল। তাহার পর আমরা যখন বাহিরে আসিব, তখন আর সে অর্গল কোন মতেই খোলা যায় না। বহুদিন তাহা ব্যবহৃত নাই, সুতরাং কোন স্থানে বিষম আট্‌কাইয়া ছিল। আমরা যখন সেইরূপ বিব্রত তখন বাহির হইতে শব্দ হইল, ‘আপনারা দ্বারের নিকট হইতে সরিয়া যাউন, আমি অর্গল খুলিয়া দিতেছি।’ এই বলিয়া সে ব্যক্তি সজোরে দ্বারে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল; অবশেষে অর্গল ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার পর আমরা পরিচয়ে জানিলাম যে, তিনি রাওল বীরবল এবং তাঁহারই মুখে শুনিলাম, যে মহাশয়ও দেব-মন্দিরে গিয়াছিলেন, কিন্তু একটু পূর্ব্বে চলিয়া আসিয়াছেন। আমি তাহার পর আপনার অনুসরণ করিলাম। সে যাহা হউক, এই বীরবল মারা যাইবে দেখিতেছি। শিবরাম যখন ইহার বন্ধু তখন ইহার ভদ্রস্থতা নাই।”

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"বীরবল বালক নহেন, তাঁহার এরূপ সংসগ ত্যাগ করা আবশ্যক।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"এই শিবরাম বীরবলের বিরুদ্ধেও এরূপ ভয়ানক কথা বলিয়াছিল, যে আমরা শিবরামকে মিথ্যাবাদী বলিয়া হাসিয়া না উড়াইয়া দিলে তাঁহারও সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারিত।"

দুর্গস্বামী বলিলেন—"শিবরাম যাহাই বলুক আমার বিশ্বাস যে, বীরবল লজ্জাজনক হীন কার্য্যে অশক্ত।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"অবিলম্বে মৃত্যু তাঁহার নিমিত্ত অতুল সম্পত্তির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে। বীরবলের দিদিমার বিষয় প্রচুর, এবং তাহা আমার ভূসম্পত্তির পার্শ্ববর্ত্তী।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যদি বীরবলের বন্ধু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহা হইলে বড়ই সুখের হইবে।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"এক্ষণে চলুন,—গমনের আয়োজন করিতে হইবে।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কিল্লাদার ও কল্যাণীর অনুরোধ ক্রমে দুর্গস্বামী তাঁহাদের সহিত কমলা পর্য্যন্ত গমন করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে কানাইয়ের সহিত একবার পরামর্শ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। তিনি তদভিপ্রায়ে কানাইয়ের ভগ্নপ্রায়, কৃষ্ণকায় প্রকোষ্ঠে সমাগত হইলেন। অতিথিগণ অদ্য প্রস্থান করিবেন জানিয়া কানাই মহানন্দে মগ্ন। যে খাদ্য সামগ্রী এ দিক ও দিক হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের সপ্তাহ কাল সংসার চলিবে, ইহা কানাই স্থির করিয়াছে এবং তখনও সেই হিসাব করিতেছে। এক একবার কানাই বলিতেছে,— "ভগবানের ইচ্ছায় আমার প্রভু পেটুক পঞ্চানন নহেন।"

দুর্গস্বামী হঠাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হওয়ায় কানাইয়ের আনন্দ-স্রোত থামিয়া গেল। দুর্গস্বামী কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিতভাবে কানাইকে জানাইলেন যে, তাঁহাকে কিল্লাদারের সহিত কমলা দুর্গ পর্য্যন্ত গমন করিতে হইবে।

এ কথা শুনিয়া কানাই কম্পিত স্বরে ও নিতান্ত ভীত ভাবে বলিয়া উঠিল,—"না না—ঈশ্বর যেন আপনার এরূপ মতি না করেন।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"কেন কানাই? ইহাতে ক্ষতি কি?"

কানাই বলিল,—"আমি আপনার দাস। আমার কোন কথা বলা ভাল দেখায় না। কিন্তু আমি প্রাচীন দাস। বিজয়সিংহ—দুর্গস্বামি—আপনি বালক। আমি আপনার প্রপিতামহ মহাশয়কে দেখিয়াছি, আপনার পিতামহ ও পিতার দাসত্ব করিয়াছি এবং আপনাকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছি।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তাহা আমি জানি। কিন্তু তাহার সহিত বর্ত্তমান ঘটনার কি সম্বন্ধ আছে?"

কানাই বলিল,—"বিজয়সিংহ, প্রভো, আছে—সম্বন্ধ আছে। ঐ ব্যক্তির সহিত যতই ঘনিষ্ঠতা করুন, অথবা উহার কন্যাকে আপনি বিবাহই করুন, উহার বাটীতে যাওয়া আপনার—এ দুর্গস্বামি-বংশের শোভা পায় না।"

দুর্গস্বামীর মনে এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধ হইলেও তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি তো আমার অপেক্ষা অধিকদূর বলিতেছ। যাহার বাটীতে গমন আমার নিতান্ত অবিধেয় বলিয়া তুমি মনে করিতেছ, তাহার কন্যাকে বিবাহ করায় তোমার কোন আপত্তি নাই! কিন্তু তোমাকে এত কাতর দেখিতেছি কেন?"

কানাই বলিল,—"কি বলিব? কি বলিব? দুর্গস্বামি, আপনি শুনিয়া হয়ত হাসিবেন। কিন্তু জয়পাল চারণের কথা মিথ্যা হইবার নহে। তিনি এ বংশের যে কথা বলিয়া গিয়াছেন, আজি যদি আপনি কমলায় যান, তাহা হইলে তাহাই ঘটিবে। হায়, হায়! আমাকে বাঁচিয়া থাকিয়া তাহা দেখিতে হইল!"

দুর্গস্বামী,—"তিনি কি বলিয়াছেন?"

কানাই বলিল,—"তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা এ পৃথিবীতে আর কেহ জানে না। এই হতভাগাই সেই কথা জানে। হায়, হায়! এত দিন গিয়া আজি তাহা ঘটিতে আসিল! আমার কপাল!"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"বাজে কথা ছাড়িয়া দিয়া চারণের কথা বল কানাই।"

ভগ্ন স্বরে নিতান্ত কম্পিত ও ভয়চকিত ভাবে কানাই বলিল,—

"শেষ কমলেশ যবে কমলায় যাবে,
মৃত কুমারীর তরে প্রণয় যাচিবে।
মরুময় সরোবরে পরাণ হারাবে
তার নাম ধরাধামে আর না রহিবে।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"মরুময় সরোবর আমি জানি বটে। মরু-ভূমির মধ্যে খানিকটা খানিকটা চোরা বালি আছে, তাহাকে লোকে মরু-সরোবর বলে। কিন্তু কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্ব্বক সেস্থানে যাইতে পারে না। অতএব তোমার কথা যে মিথ্যা তাহার আর ভুল নাই।"

কানাই বলিল,—"সে কথা বলিবেন না। ভবিষ্যদ্বাণীর বিরুদ্ধে কথা কহিয়া কাজ নাই। আপনার সঙ্গে গিয়া কাজ নাই। যাহারা আসিয়াছে তাহারা চলিয়া যাউক। আমরা তাহাদের জন্য অনেক করিয়াছি, আর কিছু করিয়া কাজ নাই।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তোমার সদিচ্ছার জন্ত আমি তোমাকে প্রশংসা করিতেছি। কিন্তু তোমার আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক। আমি মৃতা বা জীবিতা কোন কুমারীর প্রণয় যাচ্ঞা করিতে যাইতেছি না মরু-সরোবরেও আমার কোন দরকার নাই। সুতরাং চারণের উক্তির সহিত আমার কোনই সম্বন্ধ নাই।"

এই বলিয়া দুর্গস্বামী কানাইয়ের নিকট হইতে বিদায় হইলেন এবং প্রাঙ্গণে আসিয়া গমনোন্মুখ কিল্লাদারের সহিত মিলিত হইলেন। সকলে অশ্বারোহণ করিলেন; কল্যাণী শিবিকায় আরোহণ করিলেন। বিদায় সময়ে কানাই আসিয়া উপস্থিত হইল। কিল্লাদার ও কল্যাণী নিতান্ত আত্মীয়ভাবে কানাইয়ের হস্তে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুরস্কার প্রদান করিলেন। কল্যাণীর কোমল ভাব দেখিয়া কানাই কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার প্রতি ভক্তিমান হইয়া উঠিল।

তত্রত্য দুর্গম ও বন্ধুর পথ নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত করিবার অভি-প্রায়ে দুর্গস্বামী কল্যাণীর শিবিকার পার্শ্বে পার্শ্বে চলিলেন। এমন সময় কানাই চীৎকার করিয়া দুর্গস্বামীকে ফিরিয়া আসিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতে লাগিল। অগত্যা দুর্গস্বামীকে ফিরিয়া আসিতে হইল। কানাই দুর্গস্বামীর অশ্ব-বল্গা ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে

দুর্গস্বামীর হস্তে পদার্থ বিশেষ প্রদান করিল এবং বলিল,—"বলিতে পারি নাই—লোক সমক্ষে সুযোগ হয় নাই। তিনটী টাকা দিলাম লইয়া যাউন। এখনি আমি উহা পুরস্কার পাইয়াছি। উহাতে আমার কোন দরকার নাই, কিন্তু উহা আপনার মান বজায় রাখিবার জন্য অনেক কাজে লাগিবে। উহা আপনি লইয়া যাউন।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আত্মীয়-শ্রেষ্ঠ কানাই, তুমিতো জান আমার হাতে কয়েকটা টাকা আছে। তুমি ইহা রাখিয়া দেও। আমার যথেষ্ট আছে।" এই বলিয়া জোর করিয়া টাকা কানাইয়ের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং বলিলেন,—"কানাই, এক্ষণে আমাকে হৃষ্টচিত্তে বিদায় দেও। আমার জন্য কোন চিন্তা করিবে না।"

কানাই বলিল,—"টাকা লইবেন না। ভাল, এখন না লন সময়ান্তরে এ টাকা আপনারই কাজে লাগিবে। লইলে ভাল হইত; কিল্লাদারের চাকর বাকর অনেক; তাহাদের কাছে মান থাকা চাই।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"কানাই ছাড়িয়া দেও। আমি এখন যাই। ভয় নাই, ভাবনা নাই।"

"দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ গমন করিলেন। নিয়তির গতি কে রুদ্ধ করিতে পারে? এ বংশের পতন বিধাতার লিপি! কে তাহার অন্যথা করিবে?" প্রভুভক্ত বর্ষীয়ান্ ভৃত্য এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে যতদূর সম্ভব ততদূর পর্য্যন্ত দুর্গস্বামীর প্রতি নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। তিনি চক্ষুরগোচর হইয়া গেলে কানাই নেত্র-নিঃসৃত অশ্রু মার্জ্জন করিয়া পুনরায় কহিল,—"ঐ বালিকা—ঐ কমলাদুর্গের কমল-কুমারী আমাদিগের সমস্ত সর্ব্বনাশের মূল। ও যদি না থাকিত—ও যদি বিজয়সিংহের চক্ষে না পড়িত, তাহা হইলে এ বংশের পতনকাল এত শীঘ্র উপস্থিত হইত না। স্ত্রীলোকই সর্ব্বনাশের মূল। কিন্তু ভাবিয়া কি ফল, সকলই অদৃষ্টের কর্ম্ম।"

এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে বিষণ্ণ ভাবে গৃহমধ্যে প্রবেশ

করিয়া কানাই স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল। এদিকে দুর্গস্বামী নিতান্ত হৃষ্টচিত্তে কল্যাণীর সমভিব্যাহারী হইয়া পথাতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কল্যাণীর সহিত নিয়ত বাক্যালাপ করিয়া দুর্গস্বামীর চিত্ত এতই প্রফুল্ল হইয়া উঠিল যে, তাঁহার তদানীন্তন ভাবভঙ্গি দেখিয়া কিল্লাদার বিস্মিত হইতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, দুর্গস্বামীর প্রকৃতি অধুনা নিরতিশয় কোমলতাময়। তিনি মনে মনে প্রীতি ও গর্ব্ব সহকারে আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, এই পরাক্রান্ত শত্রু এক্ষণে কীদৃশ মিত্ররূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং কালে মহারাণার কিঞ্চিন্মাত্র অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে এই বীর ও সাহসী যুবা কিরূপ উন্নতপদশালী হইয়া উঠিবে। কিন্তু তখনই, না জানি এ সম্বন্ধে কিল্লাদারণী কি মনে করেন এই আশঙ্কা মনে উপস্থিত হইল। আবার ভাবিলেন, 'তিনি আর চান কি? এমন বীর, সাহসী, উচ্চবংশজাত, বিদ্বান্ জামাতা আর কোথায় পাইবেন? এরূপ সম্বন্ধে কোন বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকই আপত্তি করিতে পারেন না। কিন্তু'—কিল্লাদার মনে মনে বুঝিলেন যে, কিল্লাদারণীর বুদ্ধি কখন কোন্ দিকে যায় তাহার স্থিরতা নাই। ভাবিলেন,—'যদি এই সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া—এই দুর্দ্দান্ত শত্রুর সহিত সদ্ভাব স্থাপনের এমন সুযোগ পরিত্যাগ করিয়া তিনি অন্য সম্বন্ধ স্থির করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিব যে তিনি পাগল।'

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে এমন সময়ে তাঁহারা কমলা দুর্গের সমীপবর্ত্তী হইলেন। দুর্গপ্রবাহী, সমুন্নত বৃক্ষরাজির মধ্যবর্ত্তী, পথ দিয়া তাঁহারা চলিতে লাগিলেন। তরুনিকর হইতে বায়ুপ্রবাহ হেতু মুহু শাঁ শাঁ শব্দ হইতে লাগিল। যেন তাহারা তাহাদের চিরন্তন স্বামীকে অদ্য নবীন স্বামীর সহচরবৎ সমাগত দেখিয়া বিষাদভারে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। এই স্থানে উপস্থিত হইয়া দুর্গস্বামীর মনও ভাবান্তর পরিগ্রহ করিল এবং তিনি ক্রমশঃ নীরবতা অবলম্বন

করিলেন। যে সময় তিনি এবং তাঁহার পিতা চিরদিনের নিমিত্ত তাঁহাদের এই চির-নিবাস পরিত্যাগ করিয়াছেন সে সময়ের কথা এক্ষণে তাঁহার মনে পড়িল। সেই চিরপরিচিত ভবনের পুরোভাগ হইতে গবাক্ষাদি ভেদ করিয়া আগতপ্রায় প্রভুর অভ্যার্থনার্থ ব্যস্ত ভৃত্যবর্গের হস্তস্থিত চলিষ্ণু আলোক ও এক স্থানে স্থির, সমুজ্জ্বল আলোক সমূহ তাঁহার নেত্র পথে পতিত হইল। যে স্থান দারিদ্র্য হেতু তাঁহাদের অধিকার কালে মলিন ছিল, অদ্য তাহা আনন্দ ও উৎসাহময়। দুর্গস্বামী দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যে ভবন তাঁহার নিজ সম্পত্তি ছিল অধুনা তাহা পরের। অদ্য তিনি সেই পরের ভবনে উপস্থিত। তাঁহার চিত্ত অবশ্যম্ভাবী যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হইয়া উঠিল, তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। বুদ্ধিমান কিল্লাদার দুর্গস্বামীর মুখ দেখিয়া তাঁহার তদানীন্তন মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন এবং সাবধানতা সহকারে বিশেষ রূপ অভ্যর্থনা কার্য্যে বিরত হইলেন।

সে প্রকোষ্ঠ হইতে বিশ্রামার্থ সকলে প্রকোষ্ঠান্তরে গমন করিলেন। তথায় দুর্গের বর্ত্তমান অধীশ্বরের ধনবত্তার পরিচায়ক নানাবিধ গৃহ-সজ্জা দুর্গস্বামীর নেত্র-পথে নিপতিত হইল। তাঁহাদের সময়ে সেই প্রকোষ্ঠের যে ভাব ছিল তাহাও তাঁহার স্মরণ হইল। ভিত্তিগাত্রে যে যে স্থলে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের চিত্র বিলম্বিত ছিল এক্ষণে কিল্লাদার ও তাঁহার আত্মীয়গণের চিত্র তত্তৎস্থান অধিকার করিয়াছে। এ দৃশ্য তাঁহার হৃদয়কে নিতান্ত ব্যথিত করিল।

কিল্লাদার দুর্গস্বামীর হৃদয়ভাব অনুমান করিয়া এবং এবম্বিধ ভাব-প্রবাহ প্রতিরুদ্ধ করা বিধেয় ভাবিয়া তাঁহাকে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া জলযোগ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু দুর্গস্বামীর চিত্ত তৎকালে তত্রত্য পরিবর্ত্তন সমূহ পর্য্যালোচনায় এতাদৃশ নিবিষ্ট যে, তিনি কিল্লাদারের অনুরোধ শুনিয়াও শুনিলেন না, সুতরাং

কোন উত্তরও দিলেন না। দ্বিতীয়বার কিল্লাদার তথাবিধ অনুরোধ করিলেন। তখন দুর্গস্বামী বুঝিলেন যে, তাঁহার ব্যবহার নিতান্ত দুর্ব্বল-হৃদয়তার পরিচায়ক হইয়া পড়িতেছে। তিনি সবলে চিত্তকে সে চিন্তা-স্রোত হইতে ফিরাইলেন এবং দুর্গস্বামীর সহিত যেন নির্ব্বিকার ভাবেই কথা কহিতে লাগিলেন।

বলিলেন,—"কিল্লাদার মহাশয়, প্রকোষ্ঠের আপনি যে শ্রীবর্দ্ধন করিয়াছেন, আমি তদ্দর্শনে কিয়ৎপরিমাণে নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছিলাম, একথা বলাই বাহুল্য। আমার পিতার ভাগ্য-নেমির নিম্নগতি হইলে তিনি প্রায়ই জনহীন স্থানে অবস্থান করিতেন সুতরাং এ প্রকোষ্ঠ প্রায়ই ব্যবহৃত হইত না। কেবল যেদিন কোনও কারণে আমি বাহিরে ক্রীড়া করিতে না যাইতাম, সে দিন এই প্রকোষ্ঠ আমার ক্রীড়াগার হইত। যে স্থানে এক্ষণে ঐ সুন্দর রজত-আসন শোভা পাইতেছে ঐ স্থানে আমার ধনুর্ব্বাণ থাকিত, আর ঐ কোণে আমার নানা প্রকার ক্রীড়া-সামগ্রী সজ্জিত ছিল; আর যে স্থানে এক্ষণে আপনার এই মণিমুক্তা-খচিত ঝালর ঝুলিতেছে এই স্থানে আমার সাধের তোতা পাখীর দাঁড় ঝুলিত।"

কিল্লাদার কথার এবম্বিধ গতি ফিরাইয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক মনে করিয়া বলিলেন,—"আমার একটী ছেলে আছে, তাহারও প্রকৃতি ঠিক আপনারই মত—সেও ঐরূপ বাহিরে খেলিতে না পাইলে মহা অসুখী হয়। তাইত সে যে এখনও এখানে আসে নাই—আশ্চর্য্য বটে। লোকনাথ! দেখত মুরারি কোথায়! আমার বোধ হয় আর কিছু নয়, সে কল্যাণীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। আপনাকে বলিব কি দুর্গস্বামি মহাশয়, বাড়ীর সমস্ত লোকই আমার ঐ মেয়েটীর মন যোগাইয়া চলে।"

সুকৌশলী কিল্লাদার প্রসঙ্গতঃ কল্যাণীর কথা উত্থাপন করিলেন, তথাপি দুর্গস্বামীর মন সেদিকে আকৃষ্ট হইল না। তিনি পুনরায়

বলিতে লাগিলেন,—"আমরা যৎকালে এই দুর্গ চিরদিনের নিমিত্ত পরিত্যাগ করি, তখন কয়েকখানি প্রতিমূর্ত্তি এবং অস্ত্র শস্ত্র এই প্রকোষ্ঠে ফেলিয়া গিয়াছিলাম। সেগুলি এক্ষণে কোথায় স্থানান্তরিত হইয়াছে তাহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করায় দোষ আছে কি?"

কিল্লাদার কিছু অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন,—"অবশ্য—সে গুলি—কি জানেন?—এই প্রকোষ্ঠটা আমার অবর্ত্তমানে সজ্জিত হইয়াছিল। জানেন তো স্বয়ং উপস্থিত না থাকিলে লোকজন কাজে কত অবহেলা করে! আমার বোধ হয়—আমি বিশ্বাস করি, সে গুলি নষ্ট হয় নাই। ঐ সকল সামগ্রী প্রকৃত অবস্থায় যদি আমি মহাশয়কে প্রত্যর্পণ করি, তাহা হইলে মহাশয় তাহা আমার হস্তে গ্রহণ করিবেন কি?"

দুর্গস্বামী অনুরাগ ব্যঞ্জক মস্তকান্দোলন সহকারে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং পুনরায় সেই প্রকোষ্ঠ পর্য্যবেক্ষণে নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। এমন সময় কিল্লাদার-তনয় মুরারি পিতার নিকট ব্যস্ততা সহকারে উপস্থিত হইয়া বলিল,—"দেখ বাবা, দিদি এবার কেমন এক রকম হইয়া বাটী ফিরিয়াছে। পঞ্জাব হইতে আমার জন্য সনাতন যে ঘোড়া কিনিয়া আনিয়াছে, তাহাই দেখিবার জন্য দিদিকে আস্তাবলে আসিতে বলিলাম, দিদি কিছুতেই আসিল না।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"তোমার দিদিকে এজন্য অনুরোধ করাই ভাল হয় নাই।"

দুরন্ত মুরারি বলিল,—"এঃ, তবে দেখিতেছি তুমিও কেমন এক রকম হইয়া উঠিয়াছ। আচ্ছা দাঁড়াও, মা বাড়িতে আসুক আগে, তখন তোমাদের সকল নষ্টামি ভাঙ্গিয়া দিব।"

কিল্লাদার নিতান্ত বিরক্তি সহকারে বলিলেন,—"জেঠা মহাশয় থাম। তোমার গুরু মহাশয় কোথায়?"

"গুরু মহাশয় শৈলস্বরে বিবাহ দিতে গিয়াছেন।" এই বলিয়া, হুঁ হুঁ করিয়া বালক একটা গান ধরিল।

তাহার পিতা বলিলেন,—"তোমার গুরু মহাশয় বেশ কাজের লোক দেখিতেছি। তিনি তোমাকে কাহার হস্তে রাখিয়া গিয়াছেন?"

বালক সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন,—"কেন রঙ্গুয়া ভীল আছে; জনার্দ্দন সহিস আছে, আর তা ছাড়া আমি এখন বড় হইয়াছি, আমার রক্ষক আমি এখন আপনিই।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"বেশ—শিকারী রঙ্গুয়া ভীল, আর সহিস জনার্দ্দন যাহার সঙ্গী তাহার যত বিদ্যা হইবে তাহা বুঝা যাইতেছে।"

মুরারি বাধা দিয়া বলিল,—"বাবা শিকারের কথা যদি তুলিলে তবে বলি শুন। তোমরা বাটী হইতে চলিয়া গেলে রঙ্গুয়া যে এক হরিণ মারিয়াছিল; তাহার মাথায় ৮টা পালা! দিদি গল্প করিল, তোমরা নাকি এই কয়দিনের মধ্যে একটা হরিণ মারিয়াছ, তাহার দশটা পালা। হাঁ বাবা, দিদির কথা কি সত্য?"

কিল্লাদার বলিলেন,—"সত্য মিথ্যা জানি না। তোমার যদি হরিণের গল্প শুনিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ বীরের নিকট যাও, উনি দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ।"

এই বলিয়া কিল্লাদার দুর্গস্বামীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। দুর্গস্বামী তৎকালে পিতা ও পুত্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া নিবিষ্ট চিত্তে একখানি চিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। দুরন্ত মুরারি দৌড়িয়া তাঁহার নিকটস্থ হইল এবং তাঁহার কাপড় ধরিয়া বলিল,—"শুনুন মহাশয়—যদি আপনি"—বালকের কথা শেষ হইতে না হইতে দুর্গস্বামী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বদন মুরারির নেত্র-পথে পতিত হইবামাত্র সে নিভাস্ত সঙ্কুচিত ও ভীতভাবে কয়েক পদ পিছাইয়া আসিল, তাহার সজীবতা ও প্রফুল্লতা বিনষ্ট হইয়া উঠিল এবং তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আইস, আইস আমার নিকট আইস; কি বলিতেছিলে বল।"

কিল্লাদার বলিলেন,—“যাও মুরারি—উঁহার কাছে যাও। একি, তুমি এত মুখচোরা কেন হইলে?”

বালক কোন কথাই শুনিল না। সে ধীরে ধীরে একেবারে পিতার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দুর্গস্বামী সে দিক হইতে নয়ন ফিরাইলেন।

কিল্লাদার বলিলেন,—“দুষ্ট ছেলে! দুর্গস্বামীর সহিত কথা কহিলে না কেন?”

বালক অস্ফুট স্বরে বলিল,—“কথা কহিব কি?—আমার ভয় হইতেছে।”

“ভয় হইতেছে! হতভাগ্য ছেলে! ভয় কিসের?” এই বলিয়া কিল্লাদার বালকের গালে একটী চড় মারিলেন।

বালক সভয়ে বলিল,—“ও লোকটার চেহারা শঙ্করসিংহ দুর্গস্বামীর চেহারার মত কেন?”

পিতা বলিলেন,—“কাহার চেহারা, বোকা ছেলে? আমি ভাবিতাম তুই নিতান্ত আহাম্মক, এখন দেখিতেছি তুই নিতান্ত পাগল।”

মুরারি বলিল,—“আমি বলিতেছি এ লোকটার চেহারা ঠিক সেই শঙ্করসিংহের চেহারার মত। সেই ছবিখানি আজি যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। কেবল তফাতের মধ্যে এ লোকটার দাড়ি গোঁপ তেমন নয়, আর গায়ের জামারও একটু প্রভেদ আছে—”

কিল্লাদার বলিলেন,—“দুষ্ট ছেলে, শঙ্করসিংহ দুর্গস্বামীর পূর্ব্বপুরুষ। কাজেই উভয়ের চেহারা এক রকম।”

মুরারি বলিল,—“তবেইতো। চেহারা তো এক রকম, এখন কাজেও যদি একরকম হয়, তাহা হইলেই মহা বিপদ। শুনিয়াছ তো বাবা, সেই শঙ্করসিংহ তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী কিল্লাদারকে কেমন বিনাশ করিয়াছিল। এখনও দেওয়ালের গায়ে তাহার চিহ্ন আছে। ইনিও যদি সেই রূপ করেন?”

কিল্লাদার বালক প্রদত্ত এই সম্ভাবিত চিত্রে প্রীতিলাভ করিলেন না।। বলিলেন,—"চুপ্ কর, বকা ছেলে।"

এমন সময় লোকনাথ আসিয়া সংবাদ দিল, খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের অপর এক দ্বার দিয়া ভিন্ন সজ্জায় সজ্জিতা কল্যাণী আগমন করিলেন। তাঁহার এই অভিনব সজ্জায় তাঁহাকে দর্শনমাত্র দুর্গস্বামীর চিত্তের তদানীন্তন পরুষ ভাব সমস্ত তিরোহিত হইয়া গেল। কল্যাণীর কমনীয় কান্তি দুর্গস্বামীর চক্ষে পরম পবিত্রতায় পরিপূর্ণ বলিয়া প্রতীত হইল এবং সেই নিকলঙ্কা নবীনা পিতার ক্রুর বুদ্ধি বা মাতার ঔদ্ধত্য প্রভৃতি দোষ সংস্পর্শ পরিশূন্যা বলিয়া স্বতই তাঁহার বোধ হইল। উৎসাহশীল কল্পনাপ্রিয় যুবক-হৃদয়ে সৌন্দর্য্যের এমনই মোহমন্ত্র!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

আহারাদি ব্যাপারে সে দিন কাটিয়া গেল। মুরারির ভীতভাব ও সঙ্কোচ ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত বিদূরিত হইয়া আসিল এবং পরদিন সে দুর্গস্বামীর সহিত মৃগয়ায় লিপ্ত থাকিবার পরামর্শ স্থির করিল। অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া দুর্গস্বামী কেবল পর দিন মাত্র কমলায় অবস্থান করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু আর একটী নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য স্মৃতিপথাগত হওয়ায় অগত্যা তাঁহাকে আরও একদিন থাকিতে হইল। তাঁহাদের চিরানুগত ও শুভানুধ্যায়ী শান্তা বুড়ীর

সহিত একবার সাক্ষাৎ না করিয়া এস্থান ত্যাগ করা তিনি নিতান্ত অবিধেয় বলিয়া মনে করিলেন। অতএব শান্তার সহিত সাক্ষাতের নিমিত্ত তাঁহাকে আর এক দিন থাকিতে হইল।

প্রাতে তিনি শান্তার সহিত সাক্ষাতাভিপ্রায়ে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কল্যাণী তাঁহার পথপ্রদর্শিকা রূপে চলিলেন। মুরারিও তাঁহাদের সঙ্গী হইল। কিন্তু সে দুরন্ত বালক সঙ্গে থাকা না থাকা সমান হইল। পথে কোথায় একটী নকুল এদিক হইতে ওদিকে চলিল —সে তাহারই অনুসরণ করিল। কোথায় একটী পাখী ডালে বসিয়া শব্দ করিতেছে—সে তাহাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ঢিল লইয়া ছুটিল। কোথায় একটী গরু বনের মধ্যে বেড়াইতেছে দেখিয়া সে তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত প্রাণপণ যত্ন করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপ নানা ব্যাপারে মুরারি তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতে পারিল না। সুতরাং তাঁহারা দুইজনে কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যুবক যুবতীর কথার তরঙ্গ ক্রমশই গাঢ় হইয়া উঠিল। এই চিরপরিচিত অধুনা পরহস্তগত প্রিয় স্থান-সমূহ দর্শনে দুর্গস্বামীর চিত্তে অবশ্যই যে আবেগ জন্মিতেছে তদ্বিষয় কল্যাণী এমনই কোমলতা পূর্ণ মধুর ভাবে ব্যক্ত করিলেন যে, তৎশ্রবণে দুর্গস্বামীর হৃদয় যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিল এবং তাঁহার সমস্ত ক্লেশ ও সকল যাতনাই যেন সার্থক বলিয়া বোধ হইল। তিনি তদনুরূপ বাক্যের দ্বারা কল্যাণীর কথার প্রত্যুত্তর দিলেন। কথার ভঙ্গি গাঢ় হইতে লাগিল। কল্যাণী তাহাতে প্রীতিলাভ করিলেও এতাদৃশ বাক্য স্রোত প্রতিরুদ্ধ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন। দুর্গস্বামীও বুঝিলেন যে, তিনি অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছেন এবং এখনও বাক্য সংযত করিতে না পারিলে, কাজেই প্রেমের কথা স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত না করিয়া থাকা অসম্ভব। তিনিও স্বেচ্ছায় তাদৃশ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে তাঁহারা শান্তার কুটীর সমীপে উপনীত হইলেন। কুটীর খানি জীর্ণসংস্কার হেতু অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার দেখাইতেছে। নেত্ররত্ন বিহীনা শান্তা সেই বৃক্ষমূলে বসিয়া ছিল। আগন্তুকেরা নিকটস্থ হইলে শান্তা বলিয়া উঠিল,—কল্যাণি দেবি! আমি পদ ধ্বনি শুনিয়া তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি; কিন্তু তোমার সঙ্গে যে ভদ্র লোকটি আসিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই তোমার পিতা নহেন।"

কল্যাণী বলিলেন,—"কেন শান্তা? এই উন্মুক্ত বায়ু মধ্যে কঠিন মৃত্তিকার উপর পদধ্বনি শুনিয়া তুমি কেমন করিয়া স্থির মীমাংসা করিলে?"

শান্তা বলিল,—"বৎসে! দর্শন শক্তি না থাকায় আমার শ্রবণ-শক্তি এত তীক্ষ্ণ হইয়াছে। পূর্ব্বে যে শব্দ আমি তোমাদের ন্যায় লক্ষ্যই করিতাম না, এখন তাহা শুনিয়া বেশ বিচার করিতে পারি। অভাব ইহজগতে বড় অদ্ভুত শিক্ষক। যে ব্যক্তি দুর্ভাগ্য ক্রমে চক্ষু হারাইয়াছে, তাহাকে অবশ্যই প্রকারান্তরে সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইবে।"

কল্যাণী বলিলেন,—"তুমি একজন পুরুষের পদশব্দ শ্রবণ করিয়াছ, তাহা আমি স্বীকার করিলাম, কিন্তু সে শব্দ যে আমার পিতার নহে, তাহা তুমি কিরূপে বুঝিলে?"

"শুভে! বয়ঃ-প্রবীণের গতি ভীতভাব ও সতর্কতায় পূর্ণ। তাঁহাদের পদ নিতান্ত ধীরভাবে পৃথিবী পৃষ্ঠ হইতে উত্থিত এবং সন্দিগ্ধভাবে পুনঃ স্থাপিত হয়। আমি এক্ষণে যে পদধ্বনি শ্রবণ করিলাম তাহা যৌবন-সুলভ দ্রুতভাব ও দৃঢ়তায় পরিপূর্ণ। যদি আমি আমার অসঙ্গত মীমাংসায় বিশ্বাস করিতে সাহস করিতাম তাহা হইলে বলিতাম যে, ইহা দুর্গস্বামীর পদধ্বনি।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"শ্রুতিশক্তির এতাদৃশ তীক্ষ্ণতা আমি না

প্রত্যক্ষ করিলে কখনই বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। শান্তা, প্রকৃতই আমি দুর্গস্বামী—তোমার পূর্ব্ব-প্রভুর পুত্র।”

বিস্ময় সম্বলিত চীৎকার সহকারে শান্তা বলিয়া উঠিল,—“আপনি—দুর্গস্বামী—আপনি—এখানে—এই লোকের সঙ্গে? এ কথা বিশ্বাস হয় না। আমি আমার এই ক্ষীণ হস্তে একবার তোমার বদন স্পর্শ করিয়া দেখি, যাহা শুনিলাম স্পর্শ দ্বারাও তাহাই বুঝা যায় কি না।”

দুর্গস্বামী শান্তার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তখন বৃদ্ধা ধীরে ধীরে স্বীয় কম্পমান ক্ষীণ হস্ত দুর্গস্বামীর বদনে বুলাইল। তাহার পর বলিল,—“ঠিক বটে। কণ্ঠস্বর ও মুখের ভাব উভয়ই দুর্গস্বামীর বটে। বদনের সেই উচ্চ অহঙ্কৃত ভাব, স্বরের সেই সাহসিক ও তেজঃপূর্ণ ভাব। কিন্তু দুর্গস্বামি, তুমি এখানে কেন? তোমার শত্রুর অধিকারে এবং তাঁহারই কন্যার সঙ্গে তোমার কি কাজ?”

বীরবর মহারাণা প্রতাপসিংহের পুত্র অমরসিংহের সমরানুরাগের অল্পতা ঘটিলে অনুগত সামন্তগণ যেরূপে তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকৃত উৎসাহপূর্ণ অনুযোগ করিয়াছিলেন, অদ্য এই চক্ষুহীনা বর্ষীয়সী এই নবীন প্রভুকে সেইরূপ ভাবে অনুযোগ করিল।

কল্যাণী এবম্বিধ অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্ত করিবার বাসনায় বলিলেন,—শান্তা, দুর্গস্বামী পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।”

বিস্ময় সহকারে বৃদ্ধা বলিল,—“বটে!”

কল্যাণী বলিলেন,—“আমি জানিতাম, উঁহাকে তোমার কুটীরে আনিলে উনি আনন্দিত হইবেন।”

দুর্গস্বামী বলিলেন,—“আমি কিন্তু এ স্থানে এতদপেক্ষা অধিকতর আন্তরিক অভ্যর্থনা লাভ করিব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম।”

বৃদ্ধা আপনা আপনি বলিতে লাগিল,—“ইহা অতীব আশ্চর্য্য!

কিন্তু ভগবানের কার্য্য মানবের কার্য্যের অনুরূপ নহে এবং তাঁহার শাসন ও দণ্ড যে যে উপায়ে সংঘটিত হয় তাহাও মনুষ্য-জ্ঞানের অতীত। শুন তরুণ পুরুষ, তোমার পিতৃপুরুষেরা অদমনীয় ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা উচ্চাশয় শত্রু ছিলেন; তাঁহারা অতিথির আবরণে আবৃত হইয়া শত্রুর সর্ব্বনাশ সাধনের বাসনা করিতেন না। কুমারী কল্যাণীর সহিত তোমার চরণ কেন ঘুরিতেছে?—তোমার হৃদয় রঘুনাথ-তনয়ার হৃদয়ের সহিত সমতন্ত্রী যন্ত্রের ন্যায় ধ্বনিত হইতেছে কেন? যুবক, যে ব্যক্তি অসদুপায়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার উপায় অন্বেষণ করে—"

নিতান্ত বিরক্তির সহিত রূঢ় ভাবে বিজয়সিংহ বলিয়া উঠিলেন,—"হতভাগিনি, ধিক্ তোমার রসনায়! তোমার স্কন্ধে যেন প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে। জানিও, ইহজগতে এই নবীনার অনিষ্ট বা অপমান নিবারণার্থ আমার অপেক্ষা প্রস্তুত ও অগ্রগামী বন্ধু আর দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ।"

বৃদ্ধা বিষণ্ণ স্বরে কহিল,—"কি, এতদূর! তবে ঈশ্বর তোমাদের সহায় হউন।"

কল্যাণী শান্তার কথা ভাল বুঝিতে পারেন নাই, এক্ষণে বলিয়া উঠিলেন,—"শান্তা, তাহাই হউক এবং অনাথনাথ ভগবান তোমাকে জ্ঞান ও বুদ্ধিদান করিয়া প্রকৃতিস্থ করুন। কিন্তু তুমি যদি তোমার বন্ধুগণকে সমুচিত অভ্যর্থনা না করিয়া এরূপ দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কথা কহিতে থাক, তাহা হইলে লোকে তোমার সম্বন্ধে যেরূপ বলিয়া থাকে, তোমার বন্ধুগণও হয়ত তাহাই বলিবেন।"

শান্তার কথাবার্ত্তা অসংলগ্ন বলিয়া দুর্গস্বামীর মনেও সন্দেহ জন্মিয়াছিল, এজন্য তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—"লোকে কি বলে?"

এই সময় মুরারি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দুর্গস্বামীর কাণে

কাণে ফুস্ ফুস্ করিয়া বলিল,—"লোকে বলে ও ডাইন—উহাকে রাজবিচারে দণ্ড দেওয়া উচিত।"

তখন শান্তা তাহার ক্রোধ-প্রদীপ্ত অথচ দৃষ্টি-শক্তি-বিহীন বদন মুরারির দিকে ফিরাইয়া বলিল,—"কি—তুমি কি বলিতেছ? আমি ডাইন এবং আমাকে রাজ-বিচারে দণ্ড দেওয়া উচিত, কেমন?"

মুরারি আবার ফুস্ ফুস্ করিয়া বলিল,—"দেখুন মহাশয় কাণ্ড, আমি এমন আস্তে আস্তে বলিলাম তথাপি বুড়ী শুনিয়াছে।"

বৃদ্ধ পুনরপি তীব্র স্বরে বলিতে লাগিল,—"যদি অত্যাচারী, পরস্বাপহারী, দীনহীনের সুখচূর্ণকারী, অতীত কীর্ত্তিবিলোপকারী এবং প্রাচীন বংশ-গৌরব বিনাশকারী ব্যক্তির সহিত আমাকে একসঙ্গে ফাঁসিকাষ্ঠে লম্বিত করা হয়, তাহা হইলে আমি হাসিতে হাসিতে মরিতে সম্মত আছি।"

কল্যাণী বলিলেন,—"কি ভয়ানক! আমি এই পরিত্যক্ত বর্ষীয়সীর এতদপেক্ষা মনশ্চাঞ্চল্য আর কখন প্রত্যক্ষ করি নাই; কিন্তু বয়স ও দারিদ্র্যে সকলই ঘটাইয়া থাকে। আইস মুরারি, আমরা চলিয়া যাই। শান্তা বোধ হয়, কেবল দুর্গস্বামীর সহিত কথা কহিতে বাসনা করিতেছে।" তাহার পর বিজয়সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আমরা গৃহাভিমুখে চলিলাম; পথিমধ্যে রায়মল উৎসের সমীপে আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করিব।"

তাঁহারা চলিয়া গেলে শান্তা দুর্গস্বামীকে বলিল,—"তোমার ভালর জন্য আমি যাহা বলিলাম, তাহা শুনিয়া তুমিও কি আমার উপর রাগ করিলে? অপরিচিত ব্যক্তির রাগ হওয়া সম্ভব বটে, কিন্তু তুমিও কি রাগত হইলে?"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আমি বিরক্ত হই নাই। আমি তোমার সদ্বিবেচনার অনেক প্রশংসা শ্রবণ করিয়াছি। সেই তুমি এরূপ

বিরক্তিকর ও অমূলক সন্দেহ হৃদয়ে স্থান দেওয়ায় আমি বিস্মিত হইয়াছি মাত্র।”

শান্তা বলিল,—“বিরক্তিকর? হাঁ ঠিক বটে, সত্য চিরকালই বিরক্তকর কিন্তু নিশ্চয়ই অমূলক নহে।”

দুর্গস্বামী বলিলেন,—“বৃদ্ধে! আমি তোমাকে পুনরায় বলিতেছি সম্পূর্ণ অমূলক।”

শান্তা বলিল,—“তবে পৃথিবীর প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, দুর্গস্বামিগণ তাঁহাদের কৌলিক স্বভাব পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং বৃদ্ধা শান্তার জ্ঞাননেত্র তাহার বাহ্য নয়নের অপেক্ষাও অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। প্রতিহিংসার বাসনা ত্যাগ করিয়া কবে কোন্ দুর্গস্বামী শত্রু-ভবনে উপস্থিত হইয়াছেন? দুর্গস্বামি বিজয়সিংহ, হয় মারাত্মক ক্রোধের বশীভূত হইয়া, না হয় অধিকতর অশুভ-জনক প্রেমে পড়িয়া তুমি এই শত্রুর পুরীতে উপস্থিত হইয়াছ।”

“আমি ধর্ম্মতঃ-হাঁ—না—হাঁ—সত্য বলিতেছি, তাদৃশ কোন অভিপ্রায়েই আমি এখানে আসি নাই।”

শান্তা দুর্গস্বামীর বদনের লজ্জিত ভাব লক্ষ্য করিতে পারিল না, কিন্তু তিনি যেরূপ ভাবে স্বীয় বাক্য সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাতে অশক্তি হেতু সঙ্কুচিত ভাব শান্তার অগোচর রহিল না।

বৃদ্ধা বলিল,—“তবে তাহাই বটে এবং সেই জন্যই কুমারী রায়মল উৎসের সমীপে অপেক্ষা করিবেন। ঐ স্থান দুর্গস্বামি-বংশের সর্ব্বনাশের কারণ বলিয়া কীর্ত্তিত আছে এবং বহু বার বহু ঘটনায় তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। কিন্তু অদ্য সেই চিরপ্রবাদ যেরূপ সফলিত হইবে আর কখন সেরূপ ঘটিবে বা ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ।”

দুর্গস্বামী বলিলেন,—“শান্তা, দেখিতেছি তুমি বৃদ্ধ কানাইয়ের

অপেক্ষাও ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী। রঘুনাথ পরিবারের সহিত চির শক্রতায় নিযুক্ত থাকা এবং পূর্ব্বকালের ন্যায় তাঁহাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ করাই কি তোমার ন্যায় প্রবীণা ধর্ম্মশীলার উপদেশ? অথবা তুমি কি মনে কর, চিত্তের উপর আমার এতাদৃশ আধিপত্য নাই যে, আমি ঐ নবীনা কামিনীর পার্শ্বে বিচরণ করিতে হইলেই তাহার প্রেম-সাগরে আকণ্ঠ না ডুবিয়া থাকিতে পারিব না?"

শান্তা উত্তর দিল,—"যদিও আমার চর্ম্মচক্ষু বর্ত্তমান ঘটনাপুঞ্জ সম্বন্ধে ঘোর তিমিরাচ্ছাদিত, তথাপি ইহা অসম্ভব নহে যে, ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমার প্রণিধান-ক্ষমতা বিশেষ প্রবল। বল দেখি দুর্গস্বামি, তুমি কি একদা তোমার পিতৃপুরুষগণের অধিকৃত ভবনে, অধুনা তাহার গর্ব্বিত অধিকারীর সহিত একত্র বসিয়া সম্পর্ক স্থাপন ও ঘনিষ্ঠ ভাবে অবনত মস্তকে আহার ব্যবহার করিতে সক্ষম? তুমি কি অধুনা তাঁহার করুণার প্রার্থী হইয়া, তৎপ্রদর্শিত প্রতারণা ও চাতুরীর পথাবলম্বন করিয়া ও তৎপরিত্যক্ত সারশূন্য অস্থিমাত্র লেহন করিয়া জীবনপাত করিতে প্রস্তুত? রঘুনাথ রায়ের কথায় অনুমোদন ও তাঁহার মতানুসরণ করিতে এবং পিতৃহন্তা পরম শত্রুকে ভক্তিভাজন শ্বশুর ও সম্মানাস্পদ হিতৈষী জ্ঞান করিতে তোমার কি প্রবৃত্তি হইবে? দুর্গস্বামি, আমি তোমাদের অতি প্রাচীন ভৃত্য। আমি বরং তোমাকে চিতানলে দগ্ধ হইতে দেখিব, তথাপি যেন আমাকে তাদৃশ দৃশ্য দেখিতে না হয়।"

দুর্গস্বামীর চিত্তক্ষেত্রে বিষম ঝটিকা সমুত্থিত হইল। যে দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি রাক্ষসীকে দুর্গস্বামী বহু যত্নে শান্ত ও নিদ্রিত করিয়া রাখিয়াছিলেন অদ্য বৃদ্ধা তাহাকে আঘাত করিয়া জাগরিত করিয়া দিল। তিনি সেই ক্ষুদ্র স্থান টুকুতে বারম্বার পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন, অবশেষে সহসা বৃদ্ধার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন,—"বৃদ্ধে,

"তুমি কি তোমার অন্তিম দশায় প্রভু-পুত্রকে যুদ্ধ ও শোণিতক্ষয়-কার্য্যে উত্তেজিত করিতে বাসনা করিয়াছ ?"

শান্তা বলিল,—"ঈশ্বর যেন আমার সেরূপ মতি না করেন। আমি সেই জন্যই এই সর্ব্বনাশজনক স্থান হইতে তোমার প্রস্থান কামনা করিতেছি। এ স্থলে তোমার প্রণয় এবং তোমার বিদ্বেষ উভয়েই নিশ্চিত অনিষ্ট অথবা তোমার এবং তোমার বন্ধুগণের কলঙ্কের কারণ হইবে। যদি আমার এই অস্থিচর্ম্মাবশেষ ক্ষীণ দেহে শক্তি থাকিত, তাহা হইলে আমি রঘুনাথ রায় ও তাঁহার স্বগণবর্গকে তোমার ক্রোধ হইতে এবং তোমাকে তাঁহাদের ক্রোধ হইতে নিশ্চয়ই রক্ষা করিতাম। তাঁহাদিগের সহিত তোমার কোনই একতা নাই—এখানে তোমার থাকাও বিধেয় নহে। তুমি তাহাদের মধ্য হইতে অন্তরিত হও এবং যদি ভগবান অত্যাচারীর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তোমাকে যেন তাহার কারণ না হইতে হয়।"

বিজয়সিংহ ধীরভাবে বলিলেন,—"শান্তা, তুমি যাহা বলিলে তাহা আমি বিবেচনা করিয়া দেখিব। আমি বুঝিতেছি, তুমি প্রবীণ অনুগতগণের ন্যায় স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া আমাকে সদুপদেশ দিতেছ। এক্ষণে বিদায় হই। যদি ঈশ্বর আমাকে দিন দেন তাহা হইলে আমি তোমায় সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধান করিতে বিরত থাকিব না।"

এই বলিয়া দুর্গস্বামী শান্তার হস্তে একটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু সে তাহা গ্রহণে অসম্মত হওয়ায় মুদ্রাটী হস্ত-ভ্রষ্ট হইয়া ভূপতিত হইল। দুর্গস্বামী তাহা উত্তোলিত করিবার নিমিত্ত অবনত হইলে শান্তা বলিল,—"না না তুলিও না—ক্ষণেক ঐ মুদ্রা ঐ ভাবে থাকুক। ঐ স্বর্ণ তুমি যে নবীনাকে ভালবাস তাঁহারই অনুরূপ। আমি স্বীকার করিতেছি যে, সে সুন্দরীও ঐ

প্রকার মূল্যবান সামগ্রী। কিন্তু তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে তোমাকে অগ্রে নীচতায় অবনত হইতে হইবে। স্বর্ণ বা পৃথিবীর লোভ মোহ কিছুতেই আমার আর সম্পর্ক নাই। বিজয়সিংহ তাঁহার পিতৃ-ভবন হইতে শত ক্রোশ দূরে প্রস্থান করিয়াছেন এবং সে ভবন পুনর্দ্দর্শন করিবেন না বলিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এরূপ সংবাদ আমি অতঃপর ইহজগতে সর্ব্বাপেক্ষা সুসংবাদ বলিয়া জ্ঞান করিব।"

শান্তার এবম্বিধ আগ্রহাতিশয় দর্শনে দুর্গস্বামীর মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি মনে করিলেন, তাঁহাকে শান্তা যে এই শত্রু-সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিতে এতাদৃশ অন্তরের পরামর্শ দিতেছে, অবশ্যই তাহার কোন গূঢ় কারণ আছে। তিনি বলিলেন,—"শান্তা আমাকে সত্য করিয়া বল, কেন তুমি আমার জন্য এত আশঙ্কিত হইতেছে? আমি নিজের সম্বন্ধে নিজে যতদূর বুঝিতে পারি তাহাতে দেখিতেছি আমার বিপদ সম্ভাবনা কিছুই নাই। কুমারী কল্যাণীর সম্বন্ধে আমার যেরূপ মনের ভাব তুমি অনুমান করিতেছ, আমি বুঝিতেছি তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। কিল্লাদারের নিকট আমার একটু কার্য্য আছে। সেই কার্য্য সমাপ্ত হইলেই আমি চলিয়া যাইব; এবং এই বিষাদ-স্মৃতি-উপদ্দীপক স্থানে ইহ জীবনে আর না আসিতে হয়, ইহাই আমার জীবনের লক্ষ্য হইবে।"

শান্তা অনেকক্ষণ অবনত বদনে চিন্তা করিল; তাহার পর মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিল,—"ভাল হউক মন্দ হউক, যে জন্য আমার ভয় তাহা তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি। দুর্গস্বামি, কুমারী কল্যাণী তোমাকে ভাল বাসে?"

"অসম্ভব।"

"সহস্র ঘটনায় আমি তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। আমার বহুদর্শী প্রবীণ জ্ঞান তাহার কথা বার্ত্তা শুনিয়া বুঝিয়াছে যে, যে দিন

তুমি তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছ সেই দিন হইতে তাহার চিত্তে তুমি ভিন্ন আর কাহারও স্থান নাই। তোমাকে যাহা বলিবার তাহা বলিলাম। অতঃপর যদি তুমি ভদ্রলোক হও এবং তোমার পিতৃনামে কলঙ্ক-অঙ্ক প্রক্ষেপ করিতে তোমার অভিলাষ না থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে ঐ কুমারীর সম্মুখ হইতে পলায়ন কর। তুমি উপস্থিত না থাকিলে তাহার প্রেম, তৈলহীন দীপমালার ন্যায় নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি তুমি এখানেই অবস্থান কর, তাহা হইলে তাহার এই অযোগ্য পাত্রে প্রেম স্থাপনের ফল স্বরূপে হয় তাহার, না হয় তোমার, না হয় উভয়েরই বিনাশ অপ্রতিবিধেয়। আমি অনিচ্ছায় তোমাকে এই রহস্য জানাইলাম। এ বৃত্তান্ত অধিক কাল তোমার নিকট প্রচ্ছন্ন থাকিত না—এক্ষণে আমার নিকট জানিতে পারিলে সে ভালই হইল। যাহা জানিবার তাহা জানিতে পারিলে; দুর্গস্বামি, এক্ষণে পলায়ন কর। রঘুনাথ রায়ের কন্যাকে বিবাহ করিবার সংকল্প না থাকিলেও যদি তুমি তাঁহার ভবনে অবস্থান কর, তাহা হইলে তুমি ঘোরতর পাষণ্ড। আর যদি, তুমি তাঁহার সহিত পরিণীত হইবার অভিপ্রায় করিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি কাণ্ডজ্ঞানহীন এবং উন্মত্ত।”

এই কথা সমাপ্তির পর বৃদ্ধা গাত্রোত্থান করিল এবং স্বীয় যষ্টিতে ভর দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এবং কুটীরের দ্বার রুদ্ধ করিল। দুর্গস্বামী সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ভাবনার স্রোতে ভাসিতে লাগিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অনন্তর দুর্গস্বামী ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার চিত্তের অবস্থা দারুণ চিন্তাকুল। তিনি স্বতই বুঝিতে পারিলেন যে, কল্যাণী প্রতি তাঁহার অনুরাগ ক্রমেই গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে বটে, কিন্তু এখনও সে অনুরাগ এই পিতৃশত্রুর তনয়ার পাণিগ্রহণে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মাইতে সমর্থ হয় নাই। কিল্লাদার রঘুনাথ রায়ের সহিত চিরশত্রুতা দুর্গস্বামী কিয়ৎ পরিমাণে ত্যাগ করিয়াছেন এবং তৎকৃত অনিষ্ট সকল তিনি অনেক বিস্মৃত হইয়াছেন; কখন কখন বা কিল্লাদারের হিতকামনা-পূর্ণ কথা বার্ত্তা তিনি প্রকৃত বলিয়া মনে করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার চিত্তের এমন অবস্থা হয় নাই যে, তিনি রঘুনাথ-তনয়াকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত বিশেষ সম্বন্ধে সংবদ্ধ হইবার কল্পনা মনেও স্থান দিতে পারেন। তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন শাস্তার কথা যথার্থ; অধুনা তাঁহার আত্ম-সম্মানের অনুরোধে হয় কমলা দুর্গ হইতে তাঁহার অবিলম্বে প্রস্থান করা আবশ্যক, নচেৎ প্রকাশ্যরূপে কল্যাণীর পাণি-প্রার্থী হওয়া বিধেয়। আরও আশঙ্কা, প্রকাশ্যরূপে মহাধনবান রঘুনাথের সমীপে——হীন বংশীয় রঘুনাথের সমীপে তাঁহার কন্যার পাণি প্রার্থনা করিলে যদি তিনি অস্বীকৃত হন—ওঃ সে অপমান অসহ্য! এইরূপ নানাপ্রকার আলোচনা করিয়া তিনি স্থির করিলেন,—"প্রার্থনা করি, কল্যাণী সুখে থাকুন; তাঁহার পিতা আমার যত অনিষ্ট করিয়াছেন তৎসমস্ত আমি তাঁহারই জন্য ক্ষমা করিলাম। কিন্তু

আমি ইহজীবনে আর কখন কল্যাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিব না—না—কখন না।”

তিনি যখন এই ক্লেশকর সংকল্পে উপনীত হইলেন তখন তিনি গন্তব্য পথের এক সন্ধিস্থলে সমুপস্থিত। এক পথ রায়মল উৎসাভিমুখে গমন করিয়াছে এবং অপর পথ ঘুরিয়া ফিরিয়া কমলা দুর্গে গিয়াছে। রায়মল উৎসে কল্যাণী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিবেন তাহা তিনি জানিতেন। তিনি দ্বিতীয় পথাবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া জ্ঞান করিলেন; কিন্তু এই শিষ্টাচার বহির্গত কার্য্যের জন্য তিনি কল্যাণীর সমীপে কিরূপে দোষ ক্ষালন করিবেন, তাহার একটু আলোচনা করিলেন। ভাবিলেন যদি বলিবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে বলা যাইবে, উদয়পুর হইতে সহসা বিশেষ সংবাদ পাইয়া অথবা তথাবিধ কোন কারণে আমাকে চলিয়া আসিতে হইয়াছে। ফলতঃ এস্থানে আর অপেক্ষা করিয়া কাজ নাই। এই সময় মুরারি হাঁফাইতে হাঁফাইতে নিকটস্থ হইয়া বলিল,—“দুর্গস্বামি, আমি এখন বাটী যাইতে পারিতেছি না। রঙ্গুয়ার সহিত আমার এখনই না যাইলে নহে। অতএব আপনি দয়া করিয়া দিদিকে সঙ্গে লইয়া দুর্গে ফিরিয়া যাউন। দিদি কোন মতেই একা যাইতে পারিবেন না, সেই মহিষের আক্রমণের পর হইতে তাঁহার এপথে চলিতে বড় ভয়।”

সমভারযুক্ত তুলার একদিকে একটি পালক নিক্ষেপ করিলেও সে দিক নত হইয়া পড়ে। দুর্গস্বামী বিচার করিলেন,—“এই নবীনা কামিনীকে একাকিনী ফেলিয়া যাওয়া অন্যায় ও অসম্ভব। এতবার তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে, না হয় আর একবার হইবে, তাহাতে কি ক্ষতি? বিশেষতঃ আমি যে দুর্গত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতেছি, এ সংবাদ তাঁহাকে প্রসঙ্গতঃ না জানাইলে আমার ভদ্রতার অন্যথা ঘটে।”

এই কার্য্য বিশেষ বিবেচনা-সঙ্গত ও যৎপরোনাস্তি আবশ্যক মনে করিয়া, দুর্গস্বামী সেই সর্ব্বনাশকারী উৎসের অভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহাকে সেই দিকে যাইতে দেখিবামাত্র মুরারি বেগে বিপরীত দিকে চলিয়া গেল। দুর্গস্বামী দেখিলেন কল্যাণী সেই ধ্বংসাবশেষ উৎস সমীপে আসীনা। কল্যাণী তত্রত্য উপলখণ্ড বিশেষে উপবেশন করিয়া জলবুদ্বুদের লীলা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। কল্যাণীর উপবেশন-ভঙ্গি, তাঁহার কমনীয় কান্তি এবং দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া, যদি সে দৃশ্য কোন কুসংস্কার তিমিরাবৃত ব্যক্তির সমক্ষে পড়িত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ সে তাঁহাকে সেই প্রবাদ-জননী রায়মল-প্রণয়িনী বলিয়াই মনে করিত। কিন্তু দুর্গস্বামীর চিত্তে তাদৃশ ভাবের আবির্ভাব হইল না। তিনি দেখিলেন, উপবিষ্টা কামিনী অসামান্যা সুন্দরী এবং সেই সুন্দরী তাঁহাকেই চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন; এই অভিজ্ঞতা তাঁহার চক্ষে সেই সৌন্দর্য্য আরও সম্বর্দ্ধিত করিয়া দিল। তিনি যতই তাঁহাকে দেখিতে-লাগিলেন, ততই তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, মধুখ যেমন আতপ-তাপে বিগলিত হয় তদ্রূপ তাঁহার স্থির সংস্কারও যেন শিথিল হইয়া আসিতেছে। তিনি বৃক্ষান্তরাল হইতে নিক্রান্ত হইয়া সুন্দরীর সম্মুখীন হইলেন, সুন্দরী তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—"আমার ক্ষেপা ভাইটী বুঝি কোথায় খেলায় মাতিয়াছে; সুখের বিষয় কোন কার্য্যেই অধিকক্ষণ তাহার মন থাকে না—এখনই হয়ত লাফাইতে লাফাইতে ছুটিয়া আসিবে।"

দুর্গস্বামী কোন কথাই না বলিয়া কল্যাণীর নিকট হইতে কিঞ্চিদ্দূরে ঘাসের উপর উপবেশন করিলেন।

এবম্বিধ নিস্তব্ধতা নিতান্ত অসুখকর মনে করিয়া কল্যাণী বলিয়া উঠিলেন,—"এই স্থান আমার বড়ই মনোরম। এই নির্ম্মল উৎস-বারির ঝর্ঝর শব্দ, বৃক্ষসমূহের মধুর আন্দোলন এবং এই ধ্বংসাব-

শেষস্থান-মধ্যস্থ ঘাস ও বনফুলের প্রাচুর্য্য এই স্থানকে আখ্যায়িকা-বর্ণিত স্থানের ন্যায় মনোরমা করিয়াছে। শুনিয়াছি এই স্থান সম্বন্ধে নানা প্রকার উপাখ্যান প্রচলিত আছে।

দুর্গস্বামী উত্তর দিলেন,—"লোকের বিশ্বাস, এই স্থান আমাদের বংশের বড় প্রতিকূল। আমারও তদ্রূপ বিশ্বাস করিবার কারণ ঘটিয়াছে। কারণ এই স্থানেই কল্যাণী দেবীকে আমি প্রথম সন্দর্শন করি এবং এই স্থানেই আমাকে তাঁহার নিকট হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিতে হইতেছে।"

কথার ভাব শুনিয়া কল্যাণীর মুখ শুষ্ক হইয়া পড়িল, তিনি বলিতে লাগিলেন,—আমাদের নিকট হইতে বিদায়! কি ঘটিয়াছে দুর্গস্বামি, যে আপনাকে এত শীঘ্রই চলিয়া যাইতে হইবে? আমি জানি, শান্তা আমার পিতাকে ঘৃণা না করুক, দেখিতে পারে না। অদ্য তাহার কথাবার্ত্তা এতই রহস্যাচ্ছাদিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল যে, আমি তাহা সম্পূর্ণরূপ বুঝিয়া উঠিতেই পারি নাই। কিন্তু ইহা আমার স্থির জ্ঞান যে, আপনি আমাদিগের যে মহদুপকার সাধন করিয়াছেন তজ্জন্য আমার পিতা আপনার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ। অতি কষ্টে আপনার বন্ধুত্ব লাভ করা হইয়াছে, অতি সহজেই যেন তাহা হারাইতে না হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

দুর্গস্বামী বিষাদ ব্যঞ্জক হাস্যের সহিত কহিলেন,—"না কল্যাণি দেবি, সে আশঙ্কা সর্ব্বথা অমূলক। ভাগ্য-চক্রের আবর্ত্তনে আমি যখন যে ভাবেই কোন পরিস্থাপিত হই না, অথবা বিধাতা আমাকে যতই বিপদভারাবনত করুন না কেন, জানিবে, আমি সর্ব্বাবস্থায় এবং সর্ব্বকালে তোমার সুহৃদ—অকপট সুহৃদ থাকিব। কিন্তু আমাকে প্রস্থান করিতেই হইবে; নচেৎ আমার সহিত অপরকেও বিপন্ন হইতে হইবে।"

"তাহা হউক দুর্গস্বামি, আপনি আমাদের নিকট হইতে যাই-

বেন না।" এই বলিয়া সরলা কল্যাণী যেন তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বস্ত্রাগ্র চাপিয়া ধরিলেন। তাহার পর আবার বলিলেন,—"আমাদের নিকট হইতে আপনার যাওয়া হইবে না। আমার পিতা ক্ষমতাবান ব্যক্তি। মহারাণার দরবারে পিতার আরও ক্ষমতাশালী বন্ধু আছেন। পিতা কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপে আপনার কি উপকার করেন, তাহা না দেখিয়া আপনার যাওয়া হইবে না। আমি সত্য বলিতেছি, তিনি আপনার জন্য অনেক চেষ্টা করিতেছেন।"

দুর্গস্বামী গর্ব্বিত ভাবে বলিলেন,—"তোমার কথা সত্য হইতে পারে। কিন্তু তোমার পিতার সাহায্যে উন্নতি আমার প্রার্থনীয় নহে। জীবন-যুদ্ধে আত্ম যত্নেই জয়ী হওয়া আবশ্যক। অসি, বর্ম্ম, ধনুর্ব্বাণ, সাহসী হৃদয়, এবং সবল হস্ত এই কয় সামগ্রীই আমার সহায় ও অবলম্বন।"

কল্যাণী হস্তে বদনাবৃত করিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধ চেষ্টা বিফল করিয়া অশ্রুপুঞ্জ তাঁহার সুগোল অঙ্গুলিমালার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। দুর্গস্বামী আগ্রহাতিশয় সহকারে সুন্দরীর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—"দেবি, আমাকে ক্ষমা কর। তোমার ন্যায় কোমলপ্রাণা, সৎস্বভাবা কামিনীর সহিত বাক্যালাপ কার্য্যে আমার ন্যায় অসভ্য, উগ্র এবং কর্কশ স্বভাবের লোক সম্পূর্ণই অনুপযুক্ত। তোমার জীবনে এই পুরুষ-মূর্ত্তি যে কখন দেখা দিয়াছিল, তাহা ভুলিয়া যাও।"

কল্যাণী তখনও বাম হস্তে নয়নাবৃত করিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দুর্গস্বামী কেন সহসা প্রস্থানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার কারণ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি যতই কারণ পরিস্ফুট করিতে লাগিলেন, ততই যেন তাঁহার অবস্থান করিবার ইচ্ছাই প্রকাশিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাঁহার বাক্য

এমন স্থলে উপনীত হইল যে, তখন আর বিদায়ের কথা তাঁহার মনে নাই। তিনি বিদায়ের বিনিময়ে সুন্দরীর নিকটে চিরকালের নিমিত্ত আত্ম-সমর্পণ করিলেন এবং সুন্দরীও তাঁহার নিকট তদনুরূপ সত্যবন্ধনে বদ্ধ হইলেন। প্রেমোন্মত্ত হৃদয়ের আবেগে এই সকল কার্য্য এতই সত্বর সম্পন্ন হইল যে, দুর্গস্বামী এ কার্য্যের পরিণাম চিন্তার সময় পাইলেন না; এবং এতদ্বিষয়ক চিন্তা সমুপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের অধরে অধরে ও হস্তে হস্তে মিলন হইয়া এই নবীন প্রেমের সরলতা, দৃঢ়তা ও পবিত্রতা স্থায়ী রূপে বদ্ধ করিয়া দিল।

তাহার পর মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া দুর্গস্বামী বলিলেন,—"অতঃপর আমাদের এই প্রেমের বৃত্তান্ত কিল্লাদার মহাশয়কে অবগত করা আবশ্যক। দুর্গস্বামী তাঁহার ভবনে অবস্থান করিয়া কখনই প্রচ্ছন্নরূপে তাঁহার কন্যার প্রণয়-প্রার্থনা করিতে পারে না!"

কল্যাণী সন্দিগ্ধ ভাবে বলিলেন,—"পিতাকে একথা বলিবার প্রয়োজন নাই।" পরে অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তা সহকারে বলিলেন,—"না পিতাকে বলিও না। অগ্রে তোমার জীবনের গতি নির্ণীত হউক, তোমার অভিপ্রায় ও পদ স্থির হউক, তাহার পর পিতাকে বলিও। আমি জানি পিতা তোমাকে ভাল বাসেন—বোধ হয় তিনি সম্মত হইবেন, কিন্তু মাতা—"

তিনি নীরব হইলেন। মাতার অনভিপ্রায়ে এতাদৃশ ব্যাপার স্থির করিতে পিতার অক্ষমতা সূচক সন্দেহ ব্যক্ত করিতে কল্যাণীর লজ্জা জন্মিল।

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"প্রাণেশ্বরি! তোমার জননী শৈলশ্বর বংশসম্ভূতা। এই শৈলশ্বর বংশের যখন অত্যুন্নত অবস্থা তখনও আমাদের বংশের সহিত আদান প্রদান হইয়াছে। তবে এ বিবাহে তোমার মাতার কি আপত্তি হইতে পারে?"

কল্যাণী বলিলেন,—"আমি আপত্তির কথা বলিতেছি না। তিনি নিতান্ত অহঙ্কৃতা ও অভিমানিনী। এরূপ বিষয়ে অগ্রে তাঁহার মত গৃহীত না হইলে, তিনি হয়ত ক্রোধ হেতু বিপরীতাচরণ করিতে পারেন।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"বেশতো। তিনি এক্ষণে উদয়পুরে আছেন—সেত অধিক দিনের পথ নয়। কিল্লাদার মহাশয় তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়া, তাঁহার সম্মতি আনাইয়া বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করুন না কেন?"

কল্যাণী সঙ্কুচিতভাবে বলিলেন,—"কিন্তু অপেক্ষা করিলে ভাল হইত নাকি? কয়েক সপ্তাহ মাত্র অপেক্ষা—আমার মাতা যদি তোমাকে দেখিতেন, যদি তোমাকে জানিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি সম্মতি দিতেন। কিন্তু তোমাকে তিনি কখন দেখেন নাই—আর এই উভয় বংশের চির বিবাদ।"

দুর্গস্বামী সমুজ্জল নয়নে তীক্ষ্ণভাবে কল্যাণীর প্রতি চাহিলেন। যেন তিনি সেই দৃষ্টি দ্বারা কল্যাণীর হৃদয়-ভাব পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিবার অভিপ্রায় করিলেন। বলিলেন,—"কল্যাণি, তোমার ঐ মূর্ত্তির অনুরোধে আমি চিরপোষিত প্রতিহিংসার সাধ, বিষম প্রতিজ্ঞা-সমূহ সকলই বিসর্জ্জন দিয়াছি! যে দিন আমার পিতার মৃত্যু হয় সে দিন, আমি তাঁহার সেই জ্বলন্ত চিতায় হস্তার্পণ করিয়া, এবং সমস্ত দেবকুলকে স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, এই অগ্নি-দেবের প্রভাবে এই তৃণরাশি যেমন ভস্মীভূত হইতেছে, ক্রোধের প্রভাবে আমার শত্রুকুলের যদি সেই দশা উপস্থিত না হয়, তবে আমার বৃথা মনুষ্যত্ব।"

কল্যাণীর বদন পাণ্ডু হইয়া গেল। বলিলেন,—"এরূপ ভয়ানক প্রতিজ্ঞা করা মহাপাপ।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তাহা আমি জানি, এবং ইহাও জানি যে,

এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা আরও পাপ। আমার চিত্তের উপর তুমি কীদৃশ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছ তাহা জানিবার ও বুঝিবার পূর্ব্বে আমি তোমারই কারণে হৃদয়ের এই বিষম প্রতিহিংসার বাসনা বিসর্জ্জন দিয়াছি।"

"তবে দুর্গস্বামি—তবে কেন এখন আমার প্রতি তোমার অনুরাগের বিরোধী—তোমার নিকট আমি যাহা স্বীকার করিয়াছি তাহার বিরোধী এই ভয়ানক প্রতিজ্ঞার বিষয় উল্লেখ করিতেছ?"

"কারণ আমি তোমাকে বুঝাইতে চাহি, কি মূল্যে আমি তোমার প্রণয় ক্রয় করিলাম এবং তোমার পূর্ণ হৃদয়ের পূর্ণ প্রেমে আমার কতদূর অধিকার। আমার বংশের একমাত্র শেষ সম্পত্তি বংশগৌরব; এই প্রেমে তাহাও বিসর্জ্জিত হইতেছে; এ কথা যদিও আমি না বলি বা না ভাবি—জগৎ হয়ত তাহা ভাবিবে ও বলিবে।"

"যখন আপনার হৃদয়ের এই ভাব, তখন নিশ্চয়ই আপনি আমার সহিত নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছেন। এখনও সময় আছে—এখনও সাবধান হওয়া যায়। মানহানি স্বীকার না করিয়া যখন আপনি আমাকে ভাল বাসিতে বা গ্রহণ করিতে পারেন না, তখন আপনি আপনার সত্যবন্ধন পুনর্গ্রহণ করুন। যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা স্বপ্নের ন্যায় বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন হউক—আমাকে আপনি বিস্মৃত হউন—আমিও আপনাকে ভুলিতে চেষ্টা করিব।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আপনি আমার প্রতি অবিচার করিতেছেন। আমি যে আপনার প্রণয়ের নিমিত্ত ত্যাগ স্বীকারের উল্লেখ করিয়াছি সে কেবল আপনাকে এই বুঝাইবার জন্য যে, আমার চক্ষে আপনার প্রেম কতই মূল্যবান এবং তাহা দৃঢ়তর বন্ধনে বদ্ধ করিতে আমার কতই বাসনা। আর আপনাকে বুঝাইতে চাহি, এত করিয়া যে প্রেম লাভ করিলাম, আপনার দ্বারা তাহার অন্যথা ঘটিলে কতই সন্তাপের কারণ হইবে।"

কল্যাণী বলিলেন,—"কেন আপনি তাহা সম্ভব বলিয়া মনে করিতেছেন? আমি অবিশ্বাসিনী সন্দেহ করিয়া কেন আপনি আমাকে ব্যথা দিতেছেন? পিতার নিকট এ প্রস্তাব করিতে কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলাম বলিয়া আপনি কি এরূপ মনে করিয়াছেন? তাহা যদি হয়, তাহা হইলে আপনার যেরূপ ইচ্ছা আপনি সেইরূপ সত্যবন্ধনে আমাকে বদ্ধ করুন। হৃদয়ের বিশ্বাসের তুলনায় সত্যবন্ধন নিতান্ত অনর্থক, তথাপি হয়ত তাহাতে সন্দেহের পথ কিয়ৎপরিমাণে রুদ্ধ হইতে পারিবে।"

কল্যাণীর অসন্তোষ বিদূরিত করিবার নিমিত্ত দুর্গস্বামী নানা প্রকারে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সরলহৃদয়া কল্যাণী সকলই ভুলিয়া গেলেন এবং দুর্গস্বামীর সন্দেহ জনিত অপরাধ সহজেই ক্ষমা করিলেন। প্রণয়িযুগলের বিবাদের অবসান হইলে দুর্গস্বামী শান্তার পরিত্যক্ত সেই স্বর্ণমুদ্রা দ্বিখণ্ডিত করিলেন এবং কল্যাণী তাহার একখণ্ড সূত্র দ্বারা বদ্ধ করিয়া বলিলেন,—"অদ্য হইতে যত দিন পর্য্যন্ত দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ ইহা পুনর্গ্রহণ করিতে না চাহিবেন, তত দিন এই স্মৃতি-চিহ্ন আমার হৃদয়ের উপর বিরাজ করিবে এবং যত দিন আমি ইহা ধারণ করিব তত দিন এ হৃদয়ে দুর্গস্বামী ভিন্ন অপর কাহারও প্রেম স্থান পাইবে না।"

অনুরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ ভগ্ন মুদ্রার অপরাংশ স্বীয় বক্ষে ধারণ করিলেন। এতক্ষণে তাঁহাদের স্মরণ হইল, দেখিতে দেখিতে অনেক সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং দুর্গ হইতে তাঁহাদের এই সুদীর্ঘ অনুপস্থিতি হয়ত ভয়ের কারণ হইয়া পড়িবে। তাঁহারা তাঁহাদের এই প্রেমবন্ধনের সাক্ষীভূত উৎস ত্যাগ করিয়া প্রস্থানাভিপ্রায়ে গাত্রোত্থান করিবামাত্র তাঁহাদের পার্শ্বদেশ দিয়া একটী তীর শাঁ করিয়া চলিয়া গেল এবং তাঁহাদের উপবেশন স্থানের সমীপবর্ত্তী বৃক্ষশাখায় সমাসীন একটী শঙ্খচিলের দেহে

গিয়া বিদ্ধ হইল। প্রাণহীন চিল আসিয়া কল্যাণীর পদ-নিম্নে পতিত হইল এবং তাহার কয়েক বিন্দু শোণিত কল্যাণীর পরিচ্ছদ রঞ্জিত করিয়া দিল।

কল্যাণী অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং দুর্গস্বামী বিস্ময় ও ক্রোধ সহকারে এই অনীপ্সিত ও অচিন্তিত-পূর্ব্ব তীর-নিক্ষেপকারীকে দেখিবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। অবিলম্বে ধনুকধারী মুরারি দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দুর্গস্বামী বুঝিলেন, এই দুরন্ত বালকই বর্ত্তমান ব্যাপারের কারণ।

মুরারি বলিল,—"আমি জানিতাম তোমরা বিস্ময়াবিষ্ট হইবে। তোমরা যেরূপ একাগ্রচিত্ত হইয়া কথা কহিতেছিলে তাহাতে আমি ভাবিয়াছিলাম যে, তোমরা কোনরূপ সন্ধান পাইবার পূর্ব্বেই মৃত চিল তোমাদের ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। দিদি, দুর্গস্বামী তোমাকে কি বলিতেছিলেন ?"

কল্যাণীর অপ্রতিভ ভাব নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আমি তোমার ভগ্নীকে বলিতেছিলাম, মুরারি কি দুষ্ট ছেলে, সে আমাদিগকে অকারণ এতক্ষণ অপেক্ষা করাইয়া রাখিল।"

মুরারি বলিল,—"কি, আমি অপেক্ষা করাইয়া রাখিলাম! কেন আমি তখনই বলিয়াছি, আমার বিলম্ব হইবে, আপনি দিদিকে সঙ্গে লইয়া বাটী যাউন। তাহা না করিয়া আপনি এখানে বসিয়া বকামি করিতেছেন, সে কি আমার দোষ ?"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আচ্ছা, সে কথা যাউক। এখন তুমি যে শঙ্খচিল মারিয়াছ তাহার কি জবাব দিবে দেও। তুমি জান, শঙ্খচিল দুর্গস্বামিগণের রক্ষিত এবং তাহাদের বধ করা নিতান্ত অশুভ লক্ষণ। যে সেরূপ অন্যায় কর্ম্ম করে, তাহাকে বিষম শাস্তি দেওয়া নিয়ম।"

মুরারি বলিল,—"ঠিক কথা, রজুয়াও ঐ কথা বলিতেছিল। কিন্তু দেখুন দুর্গস্বামী মহাশয়, আমার নিশানা কেমন বলুন? কোন্ ডালের মধ্যে শঙ্খচিল বসিয়া ছিল, আমি তাহাকে কেমন মারিয়াছি দেখুন। বলুন আমার হাত ঠিক হইয়াছে কি না।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তোমার নিশানা খুব ভাল হইয়াছে। যদি তুমি অভ্যাস রাখ, তাহা হইলে কালে তুমি এক জন প্রধান তীরন্দাজ হইবে।"

মুরারি বলিল,—"রজুয়াও ঐ কথা বলে। এখন আমি যদি ঐ অভ্যাস না রাখি, সে আমার দোষ। কিন্তু আমার এ কার্য্যে প্রধান বাদী বাবা, আর গুরুমহাশয়। আবার ঐ দিদিঠাকুরাণীও কম নহেন। আমি সময় নষ্ট করি বলিয়া উনি রাগ করেন। কিন্তু উনি যে সঙ্গে সুন্দর যুবা পুরুষ থাকিলে সমস্ত দিন ফুয়ারার ধারে বসিয়া গল্প করিয়া কাটাইয়া দেন, তাহা ভাবেন না। আমি উহাঁকে কতবার এমন করিতে দেখিয়াছি।"

দুষ্টবালক বলিতে বলিতে বার বার দিদির মুখের পানে চাহিয়া দেখিল এবং বুঝিল যে, তাহার এই বাক্যে কল্যাণীকে বস্তুতই ক্লেশ দেওয়া হইল। কিন্তু সে ক্লেশের পরিমাণ বা কারণ বালক প্রণিধান করিতে পারিল না।

বালক বলিল,—"আইস দিদি, রাগ করিও না। চিল মারা ছাড়া আর যাহা কিছু আমি বলিয়াছি সমস্তই মিথ্যা কথা। আর তোমার যদি অনেক ভাল বাসার লোক থাকে, তাহাতে দুর্গস্বামীর ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই, অতএব সে কথা মনে করিয়া দুঃখ করায় কাজ কি?

যাহা শ্রবণ করিলেন তৎকালে তাহা দুর্গস্বামীর অসন্তোষ উৎপাদন করিল। তিনি বুঝিলেন যে, সমস্ত কথাই এই মন্দ বালকের বকামি এবং তাহার ভগ্নীকে কষ্ট দিবার জন্য উপস্থিত-

মত অলীক কথা। যদিও দুর্গস্বামীর চিত্তে কোন মত সহজে স্থান পায় না, এবং একবার স্থান পাইলে তাহা সহজে স্থানান্তরিতও হয় না, তথাপি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মুরারির এই অলীক বকামিও তাঁহার মনে অতি সামান্ত পরিমাণে সন্দেহ জন্মাইয়া দিল। বস্তুতঃ এ স্থলে সন্দেহের কোন কারণ ছিল না, এবং তাঁহার মনেও প্রকৃতরূপ সন্দেহ জন্মে নাই। কল্যাণীর সেই প্রশান্ত স্নিগ্ধোজ্জ্বল নয়নের প্রতি চাহিয়া কে তাঁহার স্বভাবের সুনির্ম্মলতা সম্বন্ধে অতি সামান্ত মাত্র সন্দেহও হৃদয়ে স্থান দিতে পারে? তথাপি দুর্গস্বামীর হৃদয়ের বিবেকসঙ্গত অহঙ্কার এবং স্বীয় সুপরিজ্ঞাত দারিদ্র্য সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে একটু সন্দিহান করিল। কিন্তু ভাগ্যদেবী তাঁহার প্রতিকূল না হইলে এরূপ বা অন্য কোনরূপ হীনতা কথনই তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না।

তাঁহারা দুর্গে উপনীত হইলে রঘুনাথ রায় বলিলেন,—"কল্যাণী যদি দুর্গস্বামীর সহিত না থাকিয়া অপর কাহারও সহিত থাকিতেন, তাহা হইলে অদ্য বিশেষ ভয়ের কারণ হইত ও এত বিলম্ব হেতু লোকজন পাঠাইয়া এতক্ষণ তত্ত্ব লইতে হইত। কিন্তু দুর্গস্বামী যেরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সহিত থাকিলে কিছুই ভয় নাই।"

কল্যাণী তাঁহাদের অত্যধিক বিলম্বের কারণ দেখাইবার নিমিত্ত কথা আরম্ভ করিলেন কিন্তু বিবেকের বিরোধিতায় তিনি আরও গোলমাল ঘটাইয়া ফেলিলেন। দুর্গস্বামী কল্যাণীর সাহায্যকল্পে কথা আরম্ভ করিলেন কিন্তু পঙ্কে নিপতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে গিয়া উদ্ধারকারীও যেমন তাহাতে নিমগ্ন হইয়া পড়ে, তাঁহার অবস্থাও সেইরূপ হইয়া পড়িল। প্রণয়িযুগলের এই ভাব চতুর কিল্লাদারের অগোচর রহিল না। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন লক্ষ্য না করাই তাঁহার অভিপ্রায়। স্বয়ং সর্ব্বপ্রকারে নির্ব্বিঘ্ন থাকিয়া

দুর্গস্বামীকে স্বীয় হস্তে বদ্ধ করিয়া রাখাই তাঁহার বাসনা। কিন্তু এ কথা তাঁহার একবারও মনে হয় নাই যে, কল্যাণী দুর্গস্বামীর হৃদয়ে যে প্রেম-বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিবে, যদি সে স্বীয় হৃদয়েও সেইরূপ অগ্নি জ্বলিতে দেয়, তাহা হইলে তাঁহার সকল বাসনাই বিফল হইয়া যাইবে। কিল্লাদার মনে করিয়াছিলেন, যদি কল্যাণী দুর্গস্বামীর প্রণয়েরই নিতান্ত বশবর্ত্তিনী হইয়া পড়েন অথচ কিল্লাদারনী যদি তাহাতে ভয়ানক আপত্তি উত্থাপন করেন, তাহা হইলে কল্যাণীর হৃদয় হইতে সে প্রণয় বিদূরিত করা নিতান্ত কঠিন হইবে না। কোনরূপ উপায়ে কল্যাণীকে উদয়পুরে লইয়া গেলে, তথায় নানা উচ্চ বংশজাত সম্ভ্রান্ত যুবকের সহিত তাহার পরিচয়ের সুযোগ ঘটিবে এবং অপর একজন সহজেই কুমারীর হৃদয়ে দুর্গস্বামীর স্থান অধিকার করিবে। এই জন্যই এরূপ প্রণয়-ব্যাপারে নিরুৎসাহ-বারি প্রক্ষেপ করিতে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না।

এই ঘটনার পরদিন প্রাতে উদয়পুর হইতে একজন দূত কিল্লাদারের নিকট কতকগুলি পত্র লইয়া উপস্থিত হইল। কিল্লাদার সম্প্রতি মহারাণার দরবারে কোন বিশিষ্টরূপ চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন। তত্রত্য যে ব্যক্তি সেই চক্রান্তে প্রধান লিপ্ত তিনিই প্রধান পত্রের লেখক; অপরাপর চক্রান্তকারীরাও পত্র লিখিয়াছিলেন। এই সকল পত্রের সহিত দুর্গস্বামীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয় রামরাজাও এক পত্র লিখিয়াছিলেন। রামরাজা দরবারে অসীম ক্ষমতাশালী ব্যক্তি এবং কথিত চক্রান্তের বিষয়েও অভিজ্ঞ। রামরাজাকে কার্য্য-সূত্রে একবার কিল্লাদারের অধিকারে আসিতে হইবে। এ অঞ্চলে থাকিবার বিশেষ সুবিধা না থাকায় তাঁহাকে কিল্লাদারের ভবনেই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে; তাঁহার পত্রে অন্যান্য কথা ব্যতীত একথাও লিখিত ছিল। তাঁহার প্রস্তাবে কিল্লাদার সন্তুষ্ট হইলেন। ভাবিলেন, বিজয়সিংহ তাঁহার দুর্গে থাকিতে থাকিতে রামরাজার

আগমন ঘটিলে দুর্গস্বামীর সহিত আত্মীয়তা আরও দৃঢ় হইবে এবং সম্ভবতঃ রাজার প্ররোচনায় দুর্গস্বামী এককালে শত্রুতা পরিত্যাগ করিবেন। বিশেষতঃ এই সময় অহঙ্কৃতা কিল্লাদারণী বাটী নাই, এই সময়ে রামরাজা আসিলে তাঁহার চক্রান্ত সংক্রান্ত কোন পরামর্শের ব্যাঘাত ঘটিবে না। তিনি যথোপযুক্ত উদ্যোগায়োজনের আদেশ দিলেন।

স্বসম্পর্কীয় মহাসম্ভ্রান্ত রামরাজা আসিবেন; তাঁহার আগমন কালে দুর্গস্বামী থাকিলে ভাল হয়, এই বলিয়া দুর্গস্বামীকে আরও কিছু দিন থাকিতে অনুরোধ করা হইল। রায়মল উৎসের সমীপে কল্য যে কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, তাহার পর সহসা এ স্থান ত্যাগ করিতে দুর্গস্বামীর আর বাসনা ছিল না, সুতরাং তিনি সহজেই রামরাজার আগমন কাল পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থান করিতে সম্মত হইলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

যাহারা আজন্ম বা পুরুষানুক্রমে ধন সম্পত্তি সম্ভোগ করে ও গৌরবান্বিত পদে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহাদের তৎসমস্ত সুন্দররূপ আয়ত্ত হইয়া যায় এবং তাহাদের কার্য্যাদি নিয়তই উচ্চতায় পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু কিল্লাদারের পক্ষে সেরূপ ঘটনা না ঘটায়, তাঁহার ব্যবহারাদিতে অনেক সময়ে তাঁহার আধুনিকতা ও ক্ষুদ্রহৃদয়তা প্রকাশ হইয়া পড়িত। দুর্গস্বামী তৎসমস্ত ব্যবহার দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইতেন এবং কখন কখন আন্তরিক ভাব বাক্য দ্বারা

ব্যক্ত করিয়া ফেলিতেন। কল্যাণী দুর্গস্বামীর এই ভাব দর্শনে বড় ব্যথা পাইতেন। কল্যাণী ইহ সংসারে পিতাকে পরম দেবতা জ্ঞানে আরাধনা করিয়া থাকেন; সেই পিতা তাঁহার প্রাণবল্লভ দুর্গস্বামীর ঘৃণার সামগ্রী! এইরূপ নানা বিষয়ে এই প্রণয়ী যুগলের মত-বৈষম্য ছিল। যতই একত্রাবস্থান হেতু একের চরিত্র অপরের চক্ষে পরিস্ফুট হইতে লাগিল ততই তাঁহারা উভয়েই বুঝিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের প্রকৃতি পরস্পর বিভিন্ন। কল্যাণী এ পর্য্যন্ত যত যুবক দেখিয়াছেন তন্মধ্যে দুর্গস্বামীর প্রকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও অহঙ্কৃত ভাবে পূর্ণ—তাঁহার মতসমূহ সতেজ ও স্বাধীন। দুর্গস্বামী বুঝিলেন, কল্যাণীর প্রকৃতি নিতান্ত কোমল ও নমনশীল। এরূপ প্রকৃতি আত্মীয় স্বজনের প্ররোচনায় পরিবর্ত্তিত হওয়া বিচিত্র নহে। তিনি অনুমান করিলেন, তাঁহার পক্ষে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনচেতা সঙ্গিনী আবশ্যক। যে কামিনী সংসার-বক্ষে তাঁহার সহিত অবিকৃত ভাবে ভ্রমণ করিতে সক্ষম, এবং বিষম বিপদ-বাত্যা, বা সৌভাগ্যের সুরভি নিশ্বাস উভয়েরই সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত, সেইরূপ সুন্দরী তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইবার উপযুক্ত। কিন্তু কল্যাণীর অপূর্ব্ব মাধুরী, তাঁহার অসামান্য সৌন্দর্য্য, দুর্গস্বামীর প্রতি তাঁহার কোমলতাপূর্ণ অকৃত্রিম প্রেম ইত্যাদি নানা গুণ সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে দুর্গস্বামীর চক্ষে আদরের ধন করিয়া তুলিয়াছিল। অধুনা প্রণয়িযুগল পরস্পরের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিবার যেরূপ সুযোগ পাইয়াছেন, পূর্ব্বে তাঁহাদের সেরূপ কোন সুযোগ উপস্থিত হয় নাই এবং তাহার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহারা পরস্পরের নিকট সত্যবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছেন। এখন তাঁহারা প্রেম-পর্ব্বতের উচ্চতম স্থানে সমাসীন; আর প্রত্যাবর্ত্তন করা সহজ নহে। এখন তাঁহারা পরস্পরকে যেরূপ জানিয়াছেন, পূর্ব্বে এরূপ হইলে একের হৃদয়ে হয়ত অপরের প্রতি অনুরাগ জন্মিত না।

অধুনা কল্যাণীর প্রধান আশঙ্কা পাছে, দুর্গস্বামীর এই অহঙ্কৃত ভাব আত্মীয়গণের বিরাগ উৎপাদন করিয়া তাঁহাদের বাঞ্ছিত বিবাহের ব্যাঘাত ঘটায়।

কল্যাণীর কোমল প্রকৃতি পাছে কখন পরানুরোধে এই প্রেমে উপেক্ষা করে, দুর্গস্বামীর মুখ হইতে একদিন ইত্যাকার আশঙ্কা শ্রবণ করিয়া কল্যাণী বলিলেন,—"সে ভয় করিও না; লৌহ, কাচ বা তদ্রূপ কঠিন সামগ্রীতে যে ছায়াপাত হয়, তাহা তখনই মুছিয়া যায়। কিন্তু কোমল মানব হৃদয়ে যে ছায়া পড়ে তাহা সমান ভাবে চিরস্থায়ী হয়।"

দুর্গস্বামী হাস্যের সহিত বলিলেন,—"কল্যাণি, এ সকল কবিতার কথা। কবিতার কথা সকল সময়ে সত্য হয় না।"

কল্যাণী বলিলেন,—"তবে কবিতার কথা ছাড়িয়া দিয়া তোমাকে সহজ কথায় বলিতেছি যে, যদিও পিতা মাতার অমতে আমি কোন ব্যক্তির সহিত বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইব না, তথাপি তোমাকে আমি যে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, শত প্ররোচনা বা তিরস্কারেও তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না।"

প্রণয়ী যুগলের এবম্বিধ কথা বার্ত্তার সুযোগ সততই উপস্থিত হইত। মুরারি প্রায়ই রঙ্গুয়া ভীলের সঙ্গেই থাকিত এবং কিল্লাদার রাজকীয় কার্য্যের চক্রান্তে এতই লিপ্ত থাকিতেন যে, প্রায়ই তাঁহার অন্য কোন বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য করিবার সময় থাকিত না। নানা কারণে রামরাজার আগমনে বিলম্ব ঘটিতে লাগিল, সুতরাং সেই অপেক্ষায় দুর্গস্বামীর অবস্থান কালও দীর্ঘ হইতে লাগিল। দুর্গস্বামীর সহিত কল্যাণীর বিবাহ ঘটে, ইহাই যে কিল্লাদারের আন্তরিক বাসনা ছিল এমন বোধ হয় না। সম্প্রতি দুর্গস্বামীর কতদূর উন্নতি সম্ভাবিত এবং রাজকীয় পরিবর্ত্তন সহ রামরাজা ও দুর্গস্বামী উভয়েরই কতদূর পরিবর্ত্তন ঘটিবার সম্ভাবনা, উভয়কে সম্মুখে রাখিয়া ইহাই পরীক্ষা

করা কিল্লাদারের হৃদয়ের বাসনা, এবং সেই জন্যই যে কোন রূপে আপাততঃ দুর্গস্বামী তাঁহার হাতে থাকেন, ইহাই তাঁহার অভিলাষ। কিন্তু অবিবাহিত যুবক যুবতীর সুদীর্ঘকাল একত্রাবস্থান, একত্র ভ্রমণ ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া লোকে নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল। এই সকল নিন্দাকারীর মধ্যে আমাদের পূর্ব্বপরিচিত বীরবল ও শিবরাম প্রধান।

বীরবল এক্ষণে দিদিমার মৃত্যুহেতু সুবিস্তৃত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন এবং শিবরাম পার্শ্বচররূপে তাঁহারই নিকট অবস্থান করিতেছেন। কৌশলে ও প্রতারণায় অর্থ আত্মসাৎ করাই শিবরামের অভিপ্রায়। কিন্তু বীরবল সুদীর্ঘ কাল দারিদ্র্য-দুঃখ ভোগ করিয়া অর্থের ব্যবহার বিশেষ জ্ঞাত হইয়াছেন, সুতরাং শিবরামের কৌশলে তিনি সহজে মোহিত হইতেন না—শিবরামের উদ্দেশ্যও প্রায়ই সফল হইত না। বীরবল অন্তরের সহিত শিবরামকে ঘৃণা করিলেও স্বীয় হীন ও কলুষিত রুচির অনুরোধে তাহার সংসর্গ ত্যাগ করিতে পারিতেন না।

দুর্গস্বামীর সমীপে শিবরাম যে লাঞ্ছিত হইয়াছিল তাহা সে একদিনও বিস্মৃত হয় নাই। সে স্বয়ং অক্ষম। যদি বীরবলকে সে দুর্গস্বামীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইবে বিবেচনা করিয়া সে নিয়ত তদনুরূপ চেষ্টা করিত। সে, সুযোগ পাইলেই, দুর্গস্বামী তাহাকে যে অপমান করিয়াছেন সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিত এবং তাহার অপমানে যে বীরবলেরও অপমান হইয়াছে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিত। বীরবল কিন্তু এরূপ স্থলে শিবরামের বাক্যে অনাস্থা প্রকাশ করিয়া তাহাকে নিরস্ত করিয়া দিতেন।

একদিন এই প্রসঙ্গ শিবরাম কর্ত্তৃক উত্থাপিত হইলে বীরবল বলিলেন,—"দুর্গস্বামী এপর্য্যন্ত আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার

করিয়াছেন তাহাতে ভাল মন্দ দুই আছে, সুতরাং এপর্য্যন্ত তাঁহার সহিত শত্রুতা করিবার কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। ভবিষ্যতে সেরূপ ঘটিলে অবশ্যই উচিত মত ব্যবহার করিতে হইবে।"

শিবরাম বলিল,—"বীরত্বে তুমি যে দুর্গস্বামীর অপেক্ষা—"

বীরবল বাধা দিয়া বলিলেন,—"আবার দুর্গস্বামীর কথা কেন?"

শিবরাম বলিল,—"দুর্গস্বামী অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, কাজেই তাহার কথা কহিতে হয়। আমি বলিতেছিলাম, সাহসে ও বীরত্বে তুমি দুর্গস্বামীর অপেক্ষা কম নহ।"

বীরবল বলিলেন,—"তবে সাহস ও বীরত্ব কাহাকে বলে তাহা তোমার জানা নাই।"

শিবরাম হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া বলিল,—"সাহস—বীরত্ব—আমি জানি না বলিলে লোকে বিশ্বাস করিবে কেন? সে কথা যাউক, দুর্গস্বামীর বরাত ভাল। কিল্লাদার দুর্গস্বামীর পরম বন্ধু, আবার শুনিতেছি না কি তাহার মেয়ের সহিত দুর্গস্বামীর বিবাহ। ছি ছিঃ কিল্লাদার নিশ্চয়ই পাগল হইয়াছে! নচেৎ এমন সুন্দরী কন্যাকে ঐ অহঙ্কারে পোরা অথচ অন্নহীন পাত্রে সমর্পণ করিতে চাহে!"

বীরবল বলিলেন,—"কথাটা ঠিক কি না জানি না।"

বীরবলের কথার স্বর শুনিয়া শিবরাম বুঝিল, কথাটা নিতান্ত ভাসা কথা নহে। ইহার মধ্যে অবশ্যই বিশেষ অর্থ আছে। ভাবিল দেখা যাউক, এই কথা অবলম্বন করিয়া কোন নূতন লাভের পথ হয় কি না। বলিল,—"আমি জানি বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে, এবং পাত্রপাত্রী সর্ব্বদাই একত্রে অবস্থিতি করিতেছে।"

বীরবল বলিলেন,—"তাহা হউক—আমি নিগূঢ় খবর জানি।"

শিবরাম বলিল,—"ঐ হতভাগাটা কুমারী কল্যাণীর হৃদয়ে স্থান না পায়, তাহা হইলে বড় সুখের বিষয় হয়। কিন্তু আমি শুনিয়াছি, তাহারা সমস্ত দিনমান একত্র কাটায়।"

বীরবল বলিলেন,—"সেটা কেবল বৃদ্ধ কিল্লাদারের বোকামি। কুমারীর মনে যদি কোন প্রেমের অঙ্কুর জন্মিয়া থাকে, তাহা সহজেই দূর হইয়া যাইবে। তোমাকে আজি আমি এক গোপনীয় পরামর্শ জানাইব—বিশেষ চক্রান্ত, বুঝিয়াছ?"

"বিবাহের পরামর্শ বুঝি?" শিবরাম হতাশ্বাস হইয়া এই কথা বলিয়া ফেলিল। গৃহিনীশূন্য বীরবলের সংসারে সে ইচ্ছামত আহারাদি করিয়া রহিয়াছে। বিবাহ হইলে—ঘরে গৃহিণী আসিলে তাহার এ সুখের দিন থাকিবে না ভাবিয়া সে বিমর্ষ হইল।

বীরবল তাহার মনে ভাব অনুমান করিয়া বলিলেন,—"বিবাহের কথাই বটে। কিন্তু তুমি এ সংবাদে এত দুঃখিত কেন? বিবাহই হউক, আর যাহাই হউক, আমার নিকট তোমার যে প্রত্যাশা তাহা চিরদিনই সমান থাকিবে। তোমার খাওয়া দাওয়া যেমন চলিতেছে তেমনি চলিবে, তাহা কি বলিতে হইবে?"

শিবরাম বলিল,—"সকলেই ঐ কথা বলে বটে কিন্তু কেমন আমার বরাত, স্ত্রীলোক আমাকে দু-চক্ষের বিষ দেখে। তাহারা গৃহের গৃহিণী হইয়া অগ্রে আমাকে তাড়াইতে চাহে।"

বীরবল বলিলেন,—"তুমি যদি প্রথম ধাক্কা সহিয়া টিঁকিয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে তোমার দলিল হইয়া দাঁড়ায়, এবং তখন আর তোমাকে কেহই জোর করিয়া তাড়াইতে পারে না।"

শিবরাম বলিল,—"তাহা যে ছাই আমি পারি না! দেখ না কেন রাজা শম্ভু আমাকে কত যত্ন করিতেন, নিয়ত আমরা একত্র থাকিতাম, সুখের সীমা ছিল না। রাজার কেমন খেয়াল হইল, 'বিবাহ করিব।' আমি মহাশয়, চেষ্টা চরিত্র করিয়া বিবাহ ঘটাইয়া দিলাম। কন্যা আমাকে পূর্ব্ব হইতেই জানিত; ভাবিলাম, সে কখনই আমার প্রতি অত্যাচার করিতে পারিবে না। মহাশয় বলিব

কি, বিবাহের পর এক পক্ষ যাইতে না যাইতে সে আমাকে বাড়ী হইতে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল।”

বীরবল বলিলেন,—“আমি কিম্বা কল্যাণী সেরূপ লোক নহি, তাহা তুমি জান। যাহা হউক এ বিবাহ হইবেই; এখন এ ব্যাপারে তুমি কোনরূপ সাহায্য করিতে সম্মত আছ কি না, তাহাই জানিতে চাহি।”

শিবরাম বলিল,—“তুমি জমিদার—তুমি রাজা—তুমি মহাশয় লোক, তোমার জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি—তোমার সাহায্য করিতে সম্মত আছি কি না তাহা কি আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়? কি করিতে হইবে বল।”

বীরবল বলিলেন,—“বলি শুন। তুমি জান, মিত্রনগরে আমার এক দূর সম্পর্কীয় খুড়ী আছেন। আমার অবস্থা যখন বড় মন্দ তখন খুড়ী আমায় ডাকিয়া একটা কথাও কহিতেন না। এখন ঈশ্বরেচ্ছায় আমার সময়টা মন্দ নহে। এখন খুড়ীমা আমার হিত-চেষ্টায় নিতান্ত ব্যস্ত। খুড়ীমার সহিত কিল্লাদারণীর অনেক দিনের পরিচয়। কিল্লাদারণী উদয়পুর হইতে ফিরিবার কালে কয়েক দিনাবধি খুড়ীমার বাটীতে বাস করিতেছেন। এখন ইঁহারা কথায় কথায় কল্যাণীর সহিত আমার বিবাহের কথা ঠিক করিয়া বসিয়াছেন। যাহাদের বিবাহ তাহাদের একটা কথাও না জানাইয়া ইঁহারা কথাবার্ত্তার পাকাপাকি করিলেন। আমি জানি বাড়ীতে কিল্লাদারণীর যথেষ্ট প্রভুত্ব, সুতরাং তিনি যাহা স্থির করিলেন তাহা সফল হইলেও হইতে পারে। কিন্তু আমার খুড়ীমা যে কোন্ ভরসায় এত আত্মীয়তা করিলেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। আমার নিকট যখন সংবাদ আসিল তখন আমি শুনিয়া অবাক হইলাম। প্রথমে রাগ হইল, তাহার পর হাসি আসিল, তাহার পর বুঝিলাম খুড়ীমার পরামর্শ মন্দ নহে। একবার ঘটনা-

ক্রমে আমি কল্যাণীকে দেখিয়াছিলাম। মনের মত সামগ্রী বটে। আর বলিব কি, দুর্গস্বামী যে আমাকে দরজা বন্ধ করিয়া তাড়াইয়া দিল, এ রাগের শোধ লইতেই হইবে, ইহা আমার প্রতিজ্ঞা। এখন উহার মুখের এই আহার যদি কাড়িয়া লইতে পারি, তাহা হইলে উহার অহঙ্কার চূর্ণ হয়। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া বিবাহে মত দিলাম। অবশ্য দুর্গস্বামী আমার অপেক্ষা উপযুক্ত পুরুষ তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হউক, আমি যেমন করিয়া পারি এই সুন্দরীকে লাভ করিব। এখন কিল্লাদারণী খুড়ীমার বাটীতেই আছেন। তাঁহার নিকট আমার পত্র পাঠাইবার কথা আছে। সেই পত্র তোমাকে লইয়া যাইতে হইবে।”

শিবরাম বলিল,—“এখনি—এখনি—মিত্রনগর কেন, সে যদি সোণার লঙ্কা হয়, সেখানেও আমি যাইতে পারি।”

বীরবল বলিলেন,—“তাহা তুমি পার! কেবল পত্রের জন্য হইলে তোমাকে না পাঠাইয়া আর যে কোন ব্যক্তিকে পাঠাইলেও চলিতে পারিত। আরও কথা আছে। তোমার প্রসঙ্গতঃ যেন অমনোযোগের সহিত জানাইতে হইবে যে, দুর্গস্বামী সম্প্রতি কমলাদুর্গেই রহিয়াছেন, কল্যাণীর সহিত দুর্গস্বামীর বড় ভাব, সর্ব্বদা নির্জ্জনে অবস্থান; আর জানাইতে হইবে যে, তাঁহাদের বিবাহের বিষয় স্থির করিবার জন্য রামরাজা শীঘ্রই কমলায় আসিতেছেন। এই সকল কথা কৌশল করিয়া কিল্লাদারণীকে জানাইতে পারিলে দুর্গস্বামীর সকল ভরসা শেষ হইয়া যাইবে, ইহা তুমি স্থির জানিও।”

শিবরাম বলিল,—“কোন চিন্তা নাই। দুর্গস্বামীকে তাড়াইয়া তবে অন্য কথা!”

বীরবল বলিলেন,—“তবে শিবরাম, প্রস্তুত হও। তোমার পরিচ্ছদাদি ভাল নাই। ভাল পরিচ্ছদের জন্য এই টাকা লও। আমার আস্তাবলে যে ভাল কালো ঘোড়া আছে, সেটী তোমাকে

দান করিলাম। তুমি সেইটীতে সোয়ার হইয়া এই শুভকার্য্যে যাত্রা কর। দেখ, তোমার কথা বার্ত্তা অনেক সময় নীচ লোকের মত হইয়া পড়ে; সাবধান, সেখানে যেন সেরূপ না হয়। আমি পত্রে তোমার নাম লিখিয়া দিলাম।

শিবরাম যাত্রার উদ্যোগে গমন করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

অশ্ব প্রস্তুত হইবামাত্র শিবরাম যাত্রা করিল এবং যথাকালে মিত্রনগরে উপস্থিত হইল। মহিলাদ্বয় তাহাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। পক্ষপাতিত্বের এমনই আশ্চর্য্য শক্তি যে, বীরবলের খুড়ীমা এবং কিল্লাদারণীর নিকট শিবরামের ন্যায় লোকও অতি উত্তম লোক বলিয়া আদৃত হইল। যাহা হউক, শিবরাম অন্যান্য নানা কথায় সময় কাটাইয়া যখন বুঝিল যে, প্রধান কথা ব্যক্ত করিবার সময় ও সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে ধীরে ধীরে কৌশল ক্রমে কিল্লাদার ও কল্যাণীর শার্দ্দূলাবাসে আশ্রয় গ্রহণ, দুর্গস্বামীর সহিত আত্মীয়তা স্থাপন, সযত্নে দুর্গস্বামীকে স্বীয় গৃহে আনয়ন, দুর্গস্বামীর সহিত কল্যাণীর সদ্ভাব, উভয়ের বহুক্ষণ ধরিয়া একত্র অবস্থান, নির্জ্জনে আলাপ, লোকের সন্দেহ ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিল। সমস্তই যেন শিবরাম দৈবাৎ ও অনিচ্ছায় বলিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাক্যের ফলও ফলিল। কারণ সে স্পষ্টই দেখিতে পাইল, তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কিল্লাদারণীর বদন রক্তবর্ণ হইয়া

উঠিল এবং তাঁহার কথাবার্ত্তা সমস্ত নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবে পরিপূর্ণ হইল। অচিরে আরও প্রমাণ উপস্থিত হইল; কিল্লাদারণী স্থির করিলেন, তাঁহাকে নানা কারণে অবিলম্বে বাটী ফিরিতে হইতেছে। অদ্যই যাত্রা করিতে হইবে এবং যত শীঘ্র সম্ভব পৌঁছিবার চেষ্টা করিতে হইবে। শিবরাম বুঝিল, আগুণ লাগিয়াছে।

হতভাগ্য কিল্লাদার! যে তুমুল ঝটিকা তোমাকে বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য প্রধাবিত হইতেছে, তুমি তাহার কোন সংবাদই রাখ না। অদ্য রামরাজা আসিবেন স্থির সংবাদ আসিয়াছে। কিল্লাদার, দুর্গস্বামী ও কল্যাণী ছাদের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। সকলেই এই আগতপ্রায় রাজ-অতিথির প্রতীক্ষায় ব্যাকুলতা দেখাইতেছেন।

বহু প্রতীক্ষার পর সুদূরে অস্ত্রাদিধারি রক্ষিবর্গ-পরিবেষ্টিত এক অশ্ব-যান তাঁহাদের নেত্রপথে পতিত হইল, এবং তাহাতেই যে রামরাজা আছেন তাহা তাঁহারা সকলেই অনুমান করিলেন। তাঁহার কীদৃশী অভ্যর্থনা করিতে হইবে এই পরামর্শে কিল্লাদার এতই নিবিষ্টচিত্ত হইলেন যে, তৎকালে বিপরীত পথাবলম্বন করিয়া অপর একখানি যান যে তাঁহার দুর্গাভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন না। বালক মুরারি বার বার জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, দুইই কি রামরাজা?" কোন উত্তর না পাইয়া সে পিতার কাপড় ধরিয়া টানিল এবং অগত্যা কিল্লাদার বালক প্রদর্শিত পথে দৃষ্টিপাত করিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে, অন্যের যাহাই হউক, তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি বুঝিলেন যে, এরূপ সময়ে কোন সম্ভ্রান্ত প্রতিবাসীরই আসিবার সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয় যানে কিল্লাদারণী ভিন্ন আর কেহই নহেন। কিল্লাদারণী তাঁহাকে এই অপ্রীতিকর সহচর দুর্গস্বামীর সহিত দেখিলে না জানি কি বিপদ বাধাইবেন, তাহাই মনে করিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তখন আর

হাত নাই—আর সাবধান হইবার সময় নাই। প্রকাশ্যে সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে অপমানিত হইতে না হয়, ইহাই তিনি তখন ঈশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

কেবল যে কিল্লাদারের চিত্তেই এরূপ ভাবান্তর জন্মিল তাহা নহে। কল্যাণীও মাতৃদেবী আসিতেছেন জানিতে পারিয়া নিতান্ত ভয়চকিত ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া দুর্গস্বামীর প্রতি চাহিয়া বলিতে লাগিলেন,—"মা আসিতেছেন—ঐ মা আসিতেছেন।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"ঐ গাড়িতে কিল্লাদারণী আসিতেছেন, তাহাতে তোমাদের এত ভীত ভাব কেন? গৃহের কর্ত্রী গৃহে ফিরিতেছেন, ইহার অপেক্ষা আনন্দের কথা আর কি আছে?"

নিতান্ত ভয়চকিত স্বরে কল্যাণী বলিলেন,—"তুমি আমার মাতাকে জান না। তোমাকে এই স্থানে দেখিয়া না জানি তিনি কি বলিবেন।"

দুর্গস্বামী গর্ব্বিত ভাবে বলিলেন,—"তবে তো আমার এতদিন এখানে থাকাই ভাল হয় নাই।" তাহার পর অপেক্ষাকৃত কোমল ভাবে পুনরায় বলিলেন,—"কেন কল্যাণি, এরূপ অমূলক ভয়ে কাতর হইতেছ? তোমার জননী ভদ্রবংশ-সম্ভূতা—উচ্চ সমাজে পরিচিতা। স্বামীর প্রতি ও স্বামীর বন্ধুগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা বিধেয় তাহা অবশ্যই তাঁহার অবিদিত নাই।"

কল্যাণী হতাশ ভাবে মস্তকান্দোলন করিলেন। তাঁহার যেন মনে হইল, তিনি যে তৎকালে দুর্গস্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী রহিয়াছেন, তাঁহার জননী অর্দ্ধক্রোশ পরিমিত অন্তর হইতেও, তাহা সুন্দররূপে দেখিতে পাইতেছেন। ভয়চকিতা বালিকা সে স্থান হইতে সরিয়া মুরারির নিকট দাঁড়াইলেন। উৎকণ্ঠিত কিল্লাদারও সে স্থান ত্যাগ করিলেন। গমনকালে তিনি দুর্গস্বামীকে সঙ্গে আসিতে আহ্বান করিলেন না। অগত্যা দুর্গস্বামী সেই ছাদের উপর ভবনবাসী জনগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও বিদূরিতভাবে একাকী দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যে হৃদয়ে এক দিকে দারিদ্র্য-দুঃখের যেমন আধিক্য, অন্য দিকে অহঙ্কারের সেই পরিমাণে আতিশয্য সে হৃদয়ে এ ভাব বড় বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন, তিনি যে কিল্লাদারের সম্বন্ধে হৃদয়ের বদ্ধমূল ক্রোধ বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হইয়াছে, নিজের কোনই উপকার হয় নাই। অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"কল্যাণীর অপরাধ ক্ষমার যোগ্য। সে বালিকা, ভীরুস্বভাবা, এবং মাতার অজ্ঞাতসারে যে গুরুতর সত্যে সে বদ্ধ হইয়াছে তজ্জন্য তাহার সঙ্কোচ নিতান্ত সম্ভব। তথাপি তাহার মনে থাকা আবশ্যক, কাহার সহিত সে সত্যবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমান নির্ব্বাচন তাহার লজ্জার কারণ হইয়াছে, এরূপ সন্দেহ যাহাতে তাহার মনে উদিত না হয়, তাহার জন্য আমারও চেষ্টিত থাকা আবশ্যক।"

এইরূপ সন্দিগ্ধ ও চিন্তিত ভাবে তিনি ছাদ হইতে নামিয়া অশ্বশালার দিকে গমন করিলেন এবং অশ্ব-রক্ষককে বলিয়া দিলেন যে, তাঁহার অশ্ব যেন প্রস্তুত থাকে; হয়ত তাঁহাকে অবিলম্বে স্থানান্তরে যাইতে হইবে।

কিল্লাদারণী যখন স্বীয় শকট হইতে জানিতে পারিলেন যে, অপর এক অতিথি দুর্গাভিমুখে আসিতেছেন, তখন তিনি অগ্রে দুর্গে পৌছিবার আশয়ে শকটচালককে যথাসম্ভব দ্রুতবেগে শকট চালাইতে আদেশ করিয়া দিলেন। রামরাজার শকটচালক ও আনুযাত্রিকগণ আপনাদের প্রভুর পদ-গৌরব স্মরণ করিয়া তাঁহার মানের হীনতা বা অশ্বগণের অক্ষমতা দেখাইতে অনিচ্ছা করিল। তখন প্রাণপণ যত্নে তাহারাও অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। উভয় শকট-চালক সজোরে অশ্ব-পৃষ্ঠে কশাঘাত করিতে লাগিল। কিল্লাদারণীর দূরত্বহেতু কিল্লাদারের একটু ভাবিবার সময় ছিল; শকটের বেগবৃদ্ধি সহকারে তাহাও অল্প. হইয়া আসিল। শকট

বায়ুবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। তখন ঐ আগতপ্রায় শকটের পতন ও সঙ্গে সঙ্গে শকটারোহীর মস্তক চূর্ণ না হইলে তাঁহার আশঙ্কা বিদূরিত হইবার উপায়ান্তর রহিল না। তাদৃশ দৈব দুর্ঘটনা ঘটিলেও কিল্লাদার যে তৎকালে আন্তরিক ব্যথিত হইতেন এমন বোধ হয় না। সে দুরাশাও ঘুচিয়া গেল। কিল্লাদারণী তাঁহারই ভবনে একজন আগন্তুক এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত গাড়ির দৌড় লাগাইয়া দেওয়া অবৈধ মনে করিলেন এবং শকট-চালককে বেগ মন্দীভূত করিতে আজ্ঞা দিলেন।

কাতরচিত্ত কিল্লাদার, মুরারি, কল্যাণী ও বহুসংখ্যক ভৃত্য দুর্গের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া আগন্তুকগণের অভ্যর্থনার্থ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

রামরাজার শকট আসিয়া উপস্থিত হইলে কিল্লাদার তাঁহাকে পরম সমাদরে ও বিহিত শিষ্টাচার সহকারে পুর-মধ্যে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন। তথায় দুই একটী মাত্র কথাদ্বারা রামরাজা জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পশ্চাতে যে অপর এক শকট আসিতেছে তাহাতে কিল্লাদারণী যোধসুন্দরী আগমন করিতেছেন। তিনি কিল্লাদার মহাশয়কে তাঁহার পথশ্রান্তা পত্নীর সম্ভাষণার্থ গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। কিল্লাদার বিনা বাক্যব্যয়ে তদভিপ্রায়ে যাত্রা করিলেন।

কিল্লাদারণী শকট হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শিবরামও অবতরণ করিল। কিল্লাদারণী কিল্লাদারের বদন দেখিয়াও দেখিলেন না এবং তাঁহার ভাব দেখিয়া কিল্লাদারও কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। কিল্লাদারণী দলবলসহ গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহিণী দেখিলেন, রামরাজা বিশেষ মনঃসংযোগ সহকারে দুর্গস্বামীর সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেছেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র রামরাজা অগ্রসর হইয়া কহিলেন,—"বহুদিন পূর্ব্বে পরি-

চিত রাম অদ্য আপনার ভবনে অতিথি রূপে উপস্থিত। বহুদিন অসাক্ষাৎ হেতু আপনি হয়ত তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছেন।”

যোধসুন্দরী কথা কহিলেন না, কেবল মস্তক আন্দোলন করিয়া রামরাজার বাক্যের শেষাংশের প্রতিবাদ করিলেন।

রামরাজা আবার বলিলেন,—“দেবি, বিবাদ ভঞ্জন করাই আমার আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য। আমার ঘনিষ্ট জ্ঞাতি এই নবীন দুর্গস্বামীর সহিত আপনাদের চিরবিবাদের অবসান হইয়া সম্প্রীতি সংস্থাপিত হয়, ইহাই আমার বাসনা।”

কিল্লাদারণী ঈষদ্ধাস্য করিলেন মাত্র। তাহার পর কিল্লাদারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—“আমার সঙ্গে এই যে ভদ্রলোকটী আসিয়াছেন ইনি বড় বীর; ইহাঁর নাম শিবরাম।” কিল্লাদারণী আগমন করার পর স্বামীর সহিত এই প্রথম আলাপ করিলেন।

কিল্লাদার শিবরামের সহিত শিষ্টাচারসূচক আলাপ করিতে লাগিলেন। দুর্গস্বামী অগ্রসর হইয়া শিবরামকে বলিলেন,—“আপনার সহিত আমার অনেক দিনের আলাপ, মনে পড়ে কি?”

শিবরাম ভীত ও সংকুচিত ভাবে বলিল,—“তাহা আর পড়ে না? বিলক্ষণ!”

কিল্লাদারণী সকলের সহিত আলাপ করিয়া গৃহান্তরে গমন করিলেন। কিল্লাদারও আপরাধী ব্যক্তির ন্যায় স্ত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে শিবরামের প্রাণ কিছু চঞ্চল হইল। এই দারুণ দুৰ্দ্ধর্ষ দুর্গস্বামীর সহিত থাকিতে তাহার ভয় হইল। সে একটা কারণ দেখাইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। সুতরাং রামরাজা ও দুর্গস্বামী ভিন্ন তথায় আর কেহ থাকিল না। তাঁহারা অদ্যকার অর্ভ্যর্থনাবিষয়ক প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে কিল্লাদারদম্পতী অপর গৃহে প্রবেশ করিলে কিল্লাদারনী এতক্ষণ বহুযত্নে মনের যে দুর্দ্দমনীয় বেগ সম্বরণ করিয়া ছিলেন, তাহা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া স্বামীকে বলিলেন,—"কিল্লাদার মহাশয়, আমার অনুপস্থিতি কালে আপনি যে সকল আত্মীয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা আপনার বংশ ও সংসর্গের অনুরূপই হইয়াছে। আপনার নিকট হইতে অন্যরূপ প্রত্যাশা করা নিতান্ত ভ্রমের কার্য্য।"

কিল্লাদার উত্তর দিলেন,—"প্রাণেশ্বরি, প্রিয়তমে যোধা, মুহূর্ত্তমাত্র তুমি যুক্তিসঙ্গত কথায় কর্ণপাত কর। আমি তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি যে, আমার বংশের ইষ্ট ও মর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আমি সমস্ত কার্য্য করিয়াছি।"

কুপিতা কামিনী কহিলেন,—"আপনার বংশের ইষ্টান্বেষণে—সম্ভবতঃ মর্য্যাদাজনক কার্য্যে আপনি সম্পূর্ণ সক্ষম। কিন্তু আমার বংশগৌরব আপনার সহিত অপরিহার্য্য ভাবে সম্বদ্ধ। অতএব আমি যদি তৎসম্বন্ধে মনঃসংযোগ করি, তাহা হইলে অবশ্যই আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

রঘুনাথ রায় বলিলেন,—"কিল্লাদারণি, তোমার অভিপ্রায় কি? কেন তুমি এত অসন্তুষ্ট হইয়াছ? কেন তুমি এই সুদীর্ঘ অনুপস্থিতির পর আমার উপর এরূপ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে?"

"আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধিকে জিজ্ঞাসা করুন। আপনার যে জ্ঞান ও যে বুদ্ধি আপনার একমাত্র তনয়াকে আপনার বংশের চিরশত্রু, ভিক্ষুক, রাজদ্রোহী ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছে, সেই জ্ঞান ও সেই বুদ্ধি এ সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিবে।"

"তুমি আমাকে কি করিতে বল? কল্য যে যুবক আমার এবং আমার তনয়ার জীবন আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিল, তাহাকে কি তুমি গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিতে উপদেশ দাও?"

পরিহাসের হাসি হাসিয়া কিল্লাদারণী বলিলেন,—"আপনাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিল—বটে! সে সকল কথা আমি শুনিয়াছি। আপনাকে গরুতে তাড়া করিয়াছিল, আর আপনার ঐ অসীম ক্ষমতাশালী জীবন-রক্ষক সেই গরু তাড়াইয়া দিয়াছিল। ধিক্ আপনাকে!"

কিল্লাদার নিরুপায় হইয়া বলিলেন,—"তোমার বাক্য অসহ্য। আর কথায় কাজ নাই। বল, কি করিলে তোমার সন্তোষ জন্মিবে, আমি তাহাতেই প্রস্তুত আছি।"

তখন সেই কুপিতা কামিনী বলিলেন,—"তবে কিল্লাদার, এখনই তোমার অতিথিগণের নিকটে যাও। তোমার জীবনদাতা দুর্গস্বামী মহাশয়কে গিয়া বল যে, যোদ্ধা শিবরাম ও অন্যান্য বন্ধুর আগমন হেতু এ দুর্গে তাঁহার আর স্থান হইবে না।"

তাঁহার স্বামী বলিলেন,—"বল কি? কি সর্ব্বনাশ! শিবরামের—ইতর, নীচ শিবরামের স্থান করিবার জন্য দুর্গস্বামীকে প্রস্থান করিতে হইবে! আমি শিবরামকে যদি দুর্গ হইতে বহিষ্কৃত হইতে না বলি, তাহাই যথেষ্ট। তাহাকে তোমার সঙ্গী দেখিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি।"

"যখন ঐ ভদ্রলোক আমার সঙ্গে ছিলেন, তখনই তোমার বুঝা উচিত যে, উনি উপযুক্ত সঙ্গী। আমি জানি দুর্গস্বামী এক জন মাননীয় বন্ধু সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধেও অদ্য ঠিক সেইরূপ ব্যবহার উপযুক্ত। যাহা বলিলাম সেইরূপ কার্য্য কর। জানিও, যদি দুর্গস্বামী গৃহত্যাগ না করে, তাহা হইলে আমি গৃহত্যাগ করিব।

বলা বাহুল্য যে কিল্লাদার স্ত্রীকে যৎপরোনাস্তি ভয় করিয়া চলিতেন। অধুনা উদ্বেগ, ভয়, লজ্জা এবং ক্রোধ তাঁহাকে নিতান্ত চঞ্চলচিত্ত করিয়া তুলিল; তিনি সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ পরে বলিলেন,—"সুন্দরি! আমি তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি যে, দুর্গস্বামীর সহিত এরূপ অনুপযুক্ত ব্যবহারে আমি নিতান্ত অক্ষম। যদি তুমি কাণ্ড-জ্ঞানহীনের ন্যায় স্বকীয় ভবনে এক জন সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোককে অপমান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমাকে নিষেধ করিতে চাহি না। কিন্তু তাদৃশ ভয়ানক কার্য্যে আমি কদাচ লিপ্ত থাকিব না।"

স্ত্রী জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি থাকিবে না?"

স্বামী উত্তর দিলেন, "না—কখন না। আমাকে ভদ্রতা সঙ্গত যে কোন অনুরোধ কর, ধীরে ধীরে তাহার বন্ধুত্ব ত্যাগ করিতে বল, অথবা তদ্রূপ আর যে কোনই কথাই বল তাহা আমি শুনিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এরূপ অবৈধ্য কার্য্যে আমি কখনই সম্মত নহি।"

কিল্লাদারণী বলিলেন, —"পূর্ব্বে যেরূপ বারম্বার ঘটিয়াছে, এবারও দেখিতেছি সেইরূপ বংশগৌরব রক্ষা করিবার ভার আমাকেই গ্রহণ করিতে হইতেছে।"

এই বলিয়া সেই উগ্রস্বভাবা কামিনী ত্বরিত একখানি পত্র লিখিলেন। লেখা সমাপ্ত হইলে তিনি উহা এক জন দাসীর হস্তে দিবার নিমিত্ত উদ্যোগী হইলে, তাঁহাকে আর একবার যুক্তি দ্বারা নিরস্ত করিবার অভিপ্রায়ে কিল্লাদার বলিলেন,—"কিল্লাদারণি, ভাবিয়া দেখ কি করিতেছ। তুমি এক ব্যক্তিকে অকারণে প্রবল শত্রু করিয়া তুলিতেছ—এবং সম্ভবতঃ ঐ ব্যক্তির দ্বারা আমাদের অনিষ্ট—"

ঘোষসুন্দরী বাধা দিয়া ঘৃণার সহিত বলিলেন,—"কোন শৈলস্বরবংশীয় লোক শত্রুকে ভয় করে, একথা কখন শুনিয়াছ কি?"

"জানিও, এ ব্যক্তি বহু শৈলস্বর বংশীয়ের ন্যায় অহঙ্কৃত, ও প্রতিহিংসক। একথা এক রাত্রি আলোচনা করিয়া দেখিলে ভাল হয়।"

"আর এক মুহূর্ত্তও আলোচনা করিতে হইবে না। কে ও—

পারা? এই পত্রখানি বিজয়সিংহকে দিয়া আইস।" দাসী পত্র লইয়া গেল।

কিল্লাদার বলিলেন,—"আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধ।"

তিনি সে স্থান হইতে চলিয়া গিয়া ভবনসংলগ্ন উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। এই বিসদৃশ পত্রপ্রাপ্তিহেতু দুর্গস্বামীর মনের যে প্রথম উত্তেজনা তাহা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে তিনি তাঁহাদের সমীপস্থ হইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। যথোপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া যখন তিনি গৃহাগত হইলেন, তখন তিনি দেখিলেন, রামরাজা তাঁহার অনুচরকে কি আদেশ করিতেছেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। কিল্লাদার অপ্যায়িতসূচক কথাবিশেষ আরম্ভ করিবামাত্র রাজা বাধা দিয়া বলিলেন,—"আমার বোধ হয়, কিল্লাদার মহাশয়, আপনার গৃহিণী আমার জ্ঞাতি দুর্গস্বামীর নিকট এই যে পত্র পাঠাইয়াছেন, ইহার মর্ম্ম আপনার অবিদিত নাই। এরূপ পত্রের পর আমিও যে এস্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিব, তাহাও বোধ হয় আপনার অগোচর নাই। আমার জ্ঞাতি কাহারও নিকট বিদায় না লইয়া অগ্রেই চলিয়া গিয়াছেন। এরূপ অবৈধ অপমানের পর তাঁহার সহিত যাবতীয় শিষ্টাচারের বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, একথা বলাই বাহুল্য।"

কিল্লাদার বলিলেন—"যথার্থ বলিতেছি, আমি এ পত্রের ব্যাপারে লিপ্ত নহি। কিল্লাদারণী উগ্র প্রকৃতির লোক। তাঁহার ব্যবহারে এরূপ অপমান ঘটায় আমি আন্তরিক দুঃখিত হইতেছি। ভরসা করি, মহাশয় বিবেচনা করিবেন যে স্ত্রীলোক—"

রামরাজা বলিলেন,—"স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের ন্যায় থাকিবে।" এই বলিয়া রামরাজা কিল্লাদারের অসমাপিত বাক্য সমাপ্ত করিয়া দিলেন।

কিল্লাদার বলিলেন,—"তাহা যথার্থ। তবে কি না—"

আবার রামরাজা বাধা দিয়া কহিলেন —"কিন্তু কথায় কি কাজ? ঐ কিল্লাদারণী আসিতেছেন। আমি তাঁহার নিজমুখ হইতেই এই বিসদৃশ ব্যবহারের কারণ জানিতে চাহি।"

তিনি নিকটস্থ হইলে রামরাজা কিল্লাদারণীর লিখিত পত্র খানি হস্তে লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। তাঁহাকে তদ্রূপ ভাবে সমাগত দেখিয়া কিল্লাদারণী বলিলেন,—"আমার অনুমান হইতেছে, আপনি কোন অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন। দুঃখের বিষয় মহাশয়ের শুভাগমন কালের মধ্যে এই কাণ্ড সংঘটিত হইল; কিন্তু উপায়ান্তর না থাকাতেই এরূপ করিতে হইয়াছে। বিজয়সিংহ নামক এক ব্যক্তি কিল্লাদারের কোমল প্রকৃতির প্রশ্রয় পাইয়া অত্রত্য অতিথেয়তা সম্বন্ধে নিতান্ত দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে এবং অবৈধ উপায়ে একটী কুমারীর চিত্ত হরণ করিয়া তাহার পিতা মাতার অজ্ঞাতে ও অনভিপ্রায়ে তাহাকে বিবাহে সম্মত করাইয়াছে।"

রামরাজা বলিলেন,—"আমার জ্ঞাতি এরূপ কার্য্যের উপযুক্ত নহেন।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"আমার স্থির বিশ্বাস, আমার কন্যা কল্যাণী এরূপ কার্য্যের আরও অনুপযুক্ত।"

যোধসুন্দরী বলিলেন,—"রাজা মহাশয়, আপনার জ্ঞাতি (যদি তিনি বস্তুতঃ তাহাই হন) প্রচ্ছন্ন ভাবে এই সরলহৃদয়া বালিকার হৃদয় হরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিল্লাদার মহাশয়, আপনার সরলা কন্যা, এই অনুপযুক্ত ব্যক্তির বাক্যে যেরূপ আস্থা প্রদর্শন করা উচিত, তদপেক্ষা অধিক আস্থা প্রদর্শন করিয়া তাহাকে এই ধৃষ্টতায় উৎসাহিত করিয়াছেন।"

কিল্লাদার একটু বিরক্ত ভাবে বলিলেন,—"তোমার বলিবার যদি এই কথা ভিন্ন আর কিছু না থাকে, তাহা হইলে একথা লোকের কাছে না বলিয়া ঘরের কথা ঘরে রাখাই উচিত ছিল।"

তাঁহার গৃহিণী বলিলেন,—"যাঁহাকে রক্তসম্পর্কীয় বলিয়া শ্রদ্ধার ভাজন রামরাজা মহাশয় উল্লেখ করিতেছেন, তাঁহার প্রতি আমি যে ব্যবহার করিয়াছি, তাহার কারণ জানিতে রাজার অবশ্যই অধিকার আছে।"

রামরাজা বলিলেন,—"আপনি যে কারণের কথা বলিলেন, তাহা আমি এই প্রথম শুনিলাম। ভাল, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলেও আমার জ্ঞাতি উচ্চবংশজাত এবং পদস্থ ব্যক্তিগণের সহিত নানা প্রকারে সম্বদ্ধ। তাঁহার বক্তব্য শ্রবণ করা উচিত ছিল; এবং কিল্লাদার-রঘুনাথ-নন্দিনীর প্রতি প্রেমপূর্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করা যদিও দুর্গস্বামীর পক্ষে দুরাকাঙ্ক্ষা বলিয়া পরিগণিত হয়, তথাপি তাঁহাকে ভদ্রতা সহকারে প্রত্যাখ্যান করা উচিত ছিল।"

বোধসুন্দরী বলিলেন,—"কিল্লাদর-নন্দিনী কল্যাণীর মাতামহ-কুল কিরূপ তাহা একবার মনে করিয়া দেখিবেন।"

রামরাজা বলিলেন,—"আমি জ্ঞাত আছি, আপনি শৈলম্বর-রাজবংশের একতম নিম্ন শাখা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আমি আপনাকে মনে করাইয়া দিতেছি যে, এই দুর্গস্বামিগণ শৈলম্বর-রাজবংশের সহিত তিন বার বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছেন। দেবি, বিগত বৃত্তান্ত বিস্মৃত হউন, মনোমালিন্য ত্যাগ করুন। বৃথা কেন কথায় প্রশ্রয় দিয়া চির-বিবাদ দৃঢ় করিয়া রাখিতেছেন? আমার জ্ঞাতি এরূপ অপমানিত ও তাড়িত হইলেন দেখিয়া আমি এ স্থানে মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থান করিতাম না, কেবল মধ্যস্থতা করিয়া বিবাদ ভঞ্জন করিবার আশয়ে আমি এখনও আছি। যদিও কয়েক ক্রোশ দূরে পথিমধ্যে আমি দুর্গস্বামীর সহিত মিলিত হইব স্থির আছে, তথাপি আমি আপনাদের এরূপ ক্রোধান্ধ দেখিয়া গমন করিতে ইচ্ছা করি না। আসুন, ধীর ভাবে আমরা উপস্থিত প্রসঙ্গের আলোচনা করি।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"আমারও তাহাই আন্তরিক ইচ্ছা। কিল্লাদারণি, মহামান্য রামরাজা মহাশয়কে এরূপ বিরক্ত ভাবে চলিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। বিশেষতঃ ভোজন কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া কোন ক্রমেই তাঁহার যাওয়া হইতে পারে না।"

কিল্লাদার বলিলেন—"যতক্ষণ রামরাজা মহাশয় দয়া করিয়া এ স্থানে অবস্থিতি করিবেন এই দুর্গ এবং এতন্মধ্যস্থ সমস্ত সামগ্রী ততক্ষণ তাঁহার সম্পূর্ণ অধীন থাকিবে। কিন্তু এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গে—"

রামরাজা বাধা দিয়া বলিলেন,—"না—এরূপ প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গে আপনি সহসা মত প্রকাশ করিবেন না। এক্ষণে এ বিষয় থাকুক। অগ্রে অন্যান্য প্রীতিপ্রদ প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়া পরে এই ক্লেশকর বিষয়ের অবতারণা করা যাইবে।"

কথাবার্ত্তার যখন এই অবস্থা তখন একজন ভৃত্য রাওল বীর-বলের আগমন বার্ত্তা নিবেদন করিল। সকলে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

যে ভবন তাঁহার পিতৃপুরুষগণের চিরাধিকৃত নিকেতন ছিল, সেই ভবন হইতে অদ্য দুর্গস্বামী যেরূপ বিজাতীয় ক্রোধ ও মন-স্তাপের বশবর্ত্তী হইয়া বহির্গত হইলেন তাহা বর্ণনার অতীত। কিল্লাদারণীর পত্র যেরূপ ভাবে লিখিত ছিল, তাহাতে সে স্থানে দুর্গস্বামীর আর এক মুহূর্ত্তও থাকা অবিধেয়। তিনি সেই দারুণ অপমান জনক পত্র প্রাপ্তি মাত্র প্রস্থান করিলেন। রামরাজা

আপনাকে দুর্গস্বামীর সহিত সমাপমানিত মনে করিয়াও, এই চিরবিবাদ ভঞ্জনের বাসনায়, আরও একটু অপেক্ষা না করিয়া যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। স্থির হইল যে, পথিমধ্যে কমলা ও পিপ্‌লি গ্রামের মধ্যবর্ত্তী এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে দুর্গস্বামী অপেক্ষা করিবেন এবং রামরাজা অবিলম্বে তথায় তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন। প্রচণ্ড ক্রোধের প্রবল উত্তেজনায় দুর্গস্বামী বলিতে ভুলিয়া গেলেন যে, রামরাজা বা কিল্লাদারের অনুরোধে বিবাদের অবসান হইলেও, দুর্গস্বামী সেরূপ সদ্ভাব কদাপি পালন করিতে প্রস্তুত নহেন।

প্রথমতঃ দুর্গস্বামী সজোরে অশ্ব চালাইতে লাগিলেন। মনে করিলেন, বুঝি এবম্বিধ বেগাতিশয্যে তাঁহার মনের নিদারুণ যন্ত্রণা-ভারও কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইবে। ক্রমে পথ পার্শ্বস্থ বন যতই ঘন হইয়া আসিতে লাগিল, এবং বৃক্ষের অন্তরালে কিল্লাদারের দুর্গ চূড়া যতই অদৃশ্য হইতে লাগিল, ততই তিনি অশ্ববেগ মন্দী-ভূত করিতে লাগিলেন এবং দুর্দ্দমনীয় মনস্তাপের আতিশয্যে দগ্ধীভূত হইতে লাগিলেন। রায়মল উৎসের সমীপ দেশে দিয়া যে পথ শান্তার কুটীরাভিমুখে প্রধাবিত, দুর্গস্বামী অধুনা সেই পথ দিয়া চলিতেছেন। উক্ত উৎস সম্বন্ধে যে ভয়ানক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে এবং নেত্রহীনা শান্তা তাঁহাকে যে ভৎর্সনা সহকৃত উপদেশ দিয়াছিল, তদুভয় বৃত্তান্তই তাঁহার স্মৃতিপথে জাগরিত হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন,—"প্রবীণার কথাই সত্য হইল, বস্তুতই রায়মল উৎস দুর্গস্বামীর অপরিণামদর্শিতার সাক্ষী হইয়া রহিল। বৃদ্ধার কথাই সত্য—আমার অপমানের সীমা রহিল না। আমি আমার পিতৃগণের বিনাশকারীর অনুগত ও অধীন হইতেও পাইলাম না, অধিকন্তু ঐ নিকৃষ্ট পদবী লাভার্থ স্পর্দ্ধিত হইয়াও ঘৃণা সহকারে লাঞ্ছিত ও বিদূরিত হইলাম।"

কথিত আছে যে, অতঃপর রায়মল উৎস-সমীপে গমন কালে নিম্নলিখিত অদ্ভুত ব্যাপার দুর্গস্বামীর নেত্রপথে পতিত হইল। তাঁহার অশ্ব ধীরভাবে গমন করিতেছিল, সহসা সে বারম্বার কর্ণান্দোলন, চীৎকার ও পুচ্ছ বীজন করিতে লাগিল। দুর্গস্বামীর নানা চেষ্টাতেও সে অগ্রসর হইল না—যেন তাহার সম্মুখে কি বিকট পদার্থ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া দুর্গস্বামী দেখিতে পাইলেন যে, যে স্থানে অর্দ্ধশায়িত ভাবে উপবেশন করিয়া তিনি প্রথমে কল্যাণীর এই বিষম প্রেম প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে একটী স্ত্রীমূর্ত্তি বসিয়া আছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে হইল যে, সম্ভবতঃ তিনি কোন্ পথাবলম্বনে গমন করিবেন তাহা অনুমান করিয়া কল্যাণী তাঁহার সহিত বিদায়-সূচক সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে, এবং এরূপ অপ্রীতিকর বিচ্ছেদে দুঃখ প্রকাশ করিবার আশয়ে ঐ স্থানে অপেক্ষা করিতেছেন। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি অশ্ব হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন এবং সন্নিহিত বৃক্ষ বিশেষে অশ্বকে বদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে ও অস্ফুট স্বরে "কল্যাণি—কুমারি কল্যাণি" বলিতে বলিতে সেই দিকে দ্রুতগতি চলিতে লাগিলেন।

সেই মূর্ত্তি তখন ফিরিল। বিস্ময়াবিষ্ট দুর্গস্বামী দেখিলেন সে মূর্ত্তি কল্যাণীর নহে, তাহা নয়নহীনা শান্তার মূর্ত্তি! সেই মূর্ত্তি শান্তার স্বাভাবিক মুখের অপেক্ষা যেন কিঞ্চিৎ দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইল। দৃষ্টিহীনা বৃদ্ধার পক্ষে এই সুদীর্ঘ পথ পর্য্যটন নিতান্ত আশ্চর্য্যজনক—এমন কি ভীতিজনক বলিয়া বিজয়সিংহ মনে করিলেন। তিনি আরও নিকটস্থ হইলে ঐ মূর্ত্তি গাত্রোত্থান করিল ও স্বীয় কম্পমান হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া তাঁহাকে নিকটস্থ হইতে নিষেধ করিতে লাগিল এবং স্বীয় শুষ্ক ওষ্ঠাধর বারম্বার আন্দোলন করিতে লাগিল, যেন কি ধ্বনিবিহীন অতি মৃদু

বাক্য তাহার ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়া বাহির হইতে লাগিল। বিজয়সিংহ ক্ষণেক স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তথনই আবার যেমন অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন অমনই শান্তার সেই মূর্ত্তি দুর্গস্বামীর দিকে সম্মুখ রাখিয়া ধীরে ধীরে পশ্চাতের বনের দিকে চলিয়া যাইতে লাগিল। অবিলম্বে তত্রত্য বৃক্ষরাজির অন্তরালে ঐ মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল! তখন দুর্গস্বামীর মনে হইল, ঐ মূর্ত্তি ইহজগতের কোন জীব নহে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেই স্থানেই চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে সাহসে নির্ভর করিয়া যে স্থানে ঐ মূর্ত্তিকে উপবিষ্ট দেখিয়াছিলেন তথায় গমন করিলেন। কিন্তু ঐ মূর্ত্তিকে শরীরী বলিয়া অনুমান করা যায়, তত্রত্য ঘাসের উপর, এরূপ কোন চিহ্ন অথবা লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না।

প্রেতাত্মা বা অশরীরী জীব দেখিয়াছি বলিয়া যাহার বিশ্বাস তাহার যেরূপ মনের ভাব হয় তদ্রূপ ভাবে দুর্গস্বামী স্বীয় অশ্ব সন্নিধানে গমন করিলেন এবং গমনকালে হয়ত সেই মূর্ত্তি পুনরায় দেখা দিবে ভাবিয়া তিনি বারম্বার পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই বাস্তব অথবা বিচলিত কল্পনা-সম্ভূত মূর্ত্তি আর দেখা দিল না। দুর্গস্বামী অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং এতদ্ব্যাপারের আরও তথ্যানুসন্ধানের বাসনা করিয়া মনে মনে বলিলেন,—"আমার চক্ষু কি এতক্ষণ ধরিয়া আমাকে প্রতারিত করিল? অথবা বৃদ্ধার অন্ধতা ও অক্ষমতা লোকের চক্ষে ধূলি প্রক্ষেপ করিয়া তাহাদের করুণা উদ্রেক করিবার কৌশল মাত্র? তাহা হইলেও যে মূর্ত্তি দেখিলাম, তাহার গতি কোন সজীব ও বাস্তব লোকের অনুরূপ নহে। তবে কি লোকের ন্যায় আমিও বিশ্বাস করিব যে, ঐ বৃদ্ধা কোন অমানুষী শক্তিসম্পন্ন? না না সেরূপ অসঙ্গত বিশ্বাসকে কখনই হৃদয়ে স্থান দিব না।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি শান্তার কুটীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন সেই বৃক্ষ নিম্নে কেহই নাই। কুটীরের সমীপস্থ হইয়া তিনি তদভ্যন্তরে মানবের অতি মৃদু রোদনধ্বনি শ্রবণ করিলেন। তিনি দ্বারে আঘাত করিলেন কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। তখন দ্বারের অর্গল উন্মুক্ত করিয়া তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় নিদারুণ বিষাদ-ব্যঞ্জক দৃশ্য তাঁহার নেত্র-পথে নিপতিত হইল। তাঁহাদের বংশের শেষ গুণ-পক্ষপাতিনী, অকৃত্রিম হিতৈষিণী শান্তার প্রাণহীণ দেহ গৃহমধ্যস্থ সামান্য শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। অত্যল্পকাল পূর্ব্বে জীবন এ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে এবং পার্ব্বতী নাম্নী যে বালিকা শান্তার সেবা শুশ্রূষা করিত, সেই কখন বা ভয়ে কখন বা দুঃখে, বিগতপ্রাণা স্বামিনীর পার্শ্বে বসিয়া রোদন করিতেছে।

সহসা দুর্গস্বামীকে সমাগত দেখিয়া বালিকা আশ্বস্ত না হইয়া বরং ভীত হইল। বহু আয়াসে দুর্গস্বামী তাহাব অভয় জন্মাইলে সে বলিল, —"হায়! আপনি অসময়ে আসিলেন!" একথার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া দুর্গস্বামী জ্ঞাত হইলেন যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে শান্তা একবার দুর্গস্বামীকে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছিল এবং তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া একবার মরণাপন্না আশ্রিতার কুটীরে পদার্পণ করিতে অনুরোধ করিবার কমলা দুর্গে একজন দূতও পাঠাইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে লোক যথাসময়ে তথায় গমন করে নাই। ক্রমশঃ মৃতার অন্তিম লক্ষণসমূহ যতই প্রকাশিত হইল এবং মৃত্যু যখন অব্যবহিত হইয়া পড়িল, তখন সে অবিরত আন্তরিক প্রার্থনা করিতে লাগিল,—'যেন মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রভুপুত্রের সহিত তাহার একবার সাক্ষাৎ হয় এবং সে যেন আর একবার তাঁহাকে সাবধান করিবার সময় পায়।' যে সময়ে সন্নিহিত গ্রামের দেবালয়ে মধ্যাহ্ণ আরতির ঘণ্টা ধ্বনি হয়, ঠিক সেই সময়ে শান্তার মৃত্যু হয়। সবিস্ময়ে ও সভয়ে দুর্গস্বামী মনে করিলেন যে,

তিনি যে মূর্ত্তি দেখিয়াছেন তাহা শান্তার প্রেতমূর্ত্তি এবং সেই মূর্ত্তি দেখিবার অব্যবহিত কাল পূর্ব্বেই তিনি দেবারতির ঘন্টাধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর দুর্গস্বামী এই বিগতপ্রাণা বৃদ্ধার বিহিত সৎকারের ব্যবস্থা করা বিধেয় বলিয়া মনে করিলেন এবং তদর্থে বালিকার হস্তে আবশ্যকমত অর্থ প্রদান করিয়া তাহাকে লোকজন ডাকিয়া আনিবার নিমিত্ত গ্রামমধ্যে পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং মৃতার পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। যদি তাঁহার দৃষ্টি অসম্ভাবিতরূপে তাঁহাকে প্রতারিত না করিয়া থাকে, তাহা হইলে অনধিককাল পূর্ব্বে দুর্গস্বামী যাহার পলায়িত আত্মাকে দর্শন করিয়াছেন, তাহারই চেতনাহীন দেহের সমীপে অধুনা তাঁহাকে একাকী প্রহরিরূপে বসিয়া থাকিতে হইল। তাঁহার প্রচুর স্বাভাবিক সাহস থাকিলেও এক্ষণে নানা বিস্ময়জনক ব্যাপার সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। তিনি আপন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"শান্তা অন্তিম কালে কেবল আমার সহিত সাক্ষাৎ কামনা করিয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছে। অন্তিম যাতনার মধ্যেও মানব-হৃদয়ে যদি কোন প্রবল বাসনা থাকে, তাহা হইলে মানব মৃত্যুরূপ এই মরজগতের ভয়ানক সীমা অতিক্রম করার পরও কি জগৎ-বাসীর নয়ন সমক্ষে জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হয়? কিন্তু বাক্য দ্বারা স্বীয় বক্তব্য ব্যক্ত করিতে যখন তাহার সামর্থ্য নাই, তখন কেন সে চক্ষু সমক্ষে উপস্থিত হইল? আর এক্ষেত্রে প্রকৃতির চিরন্তন নিয়মের কেনই ব্যভিচার ঘটিতেছে, অথচ তাহার কারণ অপরিজ্ঞাত রহিতেছে? যখন কাল আমাকেও এই সম্মুখস্থ প্রাণহীন দেহের ন্যায় শুষ্ক ও মলিন করিবে, তখন ভিন্ন এই সকল প্রশ্নের প্রকৃষ্ট মীমাংসার আর উপায়ান্তর নাই।

কিয়ৎকাল এইরূপ চিন্তামগ্ন অবস্থায় দুর্গস্বামীর অবস্থিতির পর বালিকা আবশ্যকমত লোকজন সঙ্গে লইয়া ফিরিল। তখন দুর্গস্বামী

তাঁহাদের হস্তে আবশ্যকমত অর্থ এবং যথাবিহিত কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত উপদেশ দিয়া বিষণ্ণ মনে কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন এবং ধীরে ধীরে গমন করিতে করিতে নির্দ্ধারিত স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

নিরূপিত স্থানে কিয়ৎকাল রামরাজার জন্য অপেক্ষা করার পর একজন দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, অপ্রতিবিধেয় কারণে রামরাজা অদ্য কমলা দুর্গ ত্যাগ করিতে পারিবেন না। তিনি কল্য প্রত্যূষে আসিয়া দুর্গস্বামীর সহিত এই স্থানে সাক্ষাৎ করিবেন। অগত্যা দুর্গস্বামীকে সে রাত্রি তত্রত্য পান্থ-নিবাসে অতিবাহিত করিতে হইল। যেরূপ জঘন্য শয্যায় শয়ন করিয়া দুর্গস্বামীকে রাত্রিপাত করিতে হইল তাহা সর্ব্বথা অব্যবহার্য্য। কিন্তু দুর্গস্বামীর চিত্তের তৎকালে যে ভয়ানক অবস্থা তাহাতে শয্যার বিচার বা শারীরিক স্বচ্ছন্দতার প্রতি লক্ষ্য থাকা সম্ভাবিত নহে। নানাবিধ হৃদয়-বিদারক চিন্তায় তিনি রাত্রিপাত করিলেন। যে অত্যল্প কাল নিদ্রা তাঁহাকে আশ্রয় দিতে অগ্রসর হইলেন, সে সময়েও দারুণ বিভীষিকা পূর্ণ দুঃস্বপ্ন সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ব্যথিত করিতে লাগিল। প্রাতে দুর্গস্বামী সেই যন্ত্রণা-নিকেতন শয্যা ত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ কালেও নানা চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া রহিল। তিনি একটী বৃক্ষ-মূলে দাঁড়াইয়া বাহ্যজ্ঞান বিরহিত

হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ এইরূপ ভাবে অতিবাহিত হইল তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না। যখন তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট হইবার বাসনায় সে স্থান হইতে ফিরিলেন, তখনই অমনই দেখিলেন সম্মুখে রামরাজা দণ্ডায়মান। নিয়মিত শিষ্টাচার সমাপ্ত হইলে রামরাজা বলিলেন,—“আমার কল্য তোমার সহিতই চলিয়া আসা আবশ্যক ছিল। কিন্তু কয়েকটী অজ্ঞাত ঘটনা আমার গোচর হওয়ায় আসিবার প্রতিবন্ধক হইল। এই ব্যাপারের মধ্যে প্রেমের কাণ্ড আছে তাহা তুমিতো আমাকে বল নাই, ভাই। তোমার আমাকে তাহা না জানান দোষ হই-য়াছে; কারণ বলিতে গেলে, আমিই কতকটা এ বংশের প্রধান”—

দুর্গস্বামী বাধা দিয়া বলিলেন,—“আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। আপনি আমার হিতকামনায় যেরূপ নিবিষ্ট তাহাতে আমি আপ-নার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্তু রাজা, আমার বংশের আমিই মস্তক ও আমিই প্রধান।”

রামরাজা বলিলেন,—“হাঁ তা বটে, আমি তাহা জানি। তুমিই নিশ্চয় আমাদের এ বংশের প্রধান বট। আমার বলিবার উদ্দেশ্য যে, তুমি নাকি কিয়ৎপরিমাণে আমার রক্ষণাবেক্ষণের অধীন”—

আবার দুর্গস্বামী রামরাজার উক্তির প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সময়ক্রমে এক ভিক্ষুক আসিয়া গোল করিয়া তাঁহার বাক্যের ব্যাঘাত ঘটাইল। দুর্গস্বামী যেরূপ স্বরে প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন, সমুচিত সময়ে প্রতিবন্ধক উপস্থিত না হইলে, সেই দিন হইতে তাঁহাদের আত্মীয়তার অবসান হইয়া যাইবার সম্ভা-বনা হইয়াছিল।

ভিক্ষুক চলিয়া গেলে রামরাজা বলিলেন,—“আমি তোমার এই প্রেমের বৃত্তান্ত কল্য জানিলাম। যে কুমারী তোমার চিত্ত অধিকার করিয়াছেন তাঁহাকে আমি এই প্রথম দেখিলাম। তাঁহার

দোষ গুণের কথা বলিতে পারি না তবে তুমি যে তাঁহার অপেক্ষা সদ্বংশজাতা গৃহিনী আর পাইবে না, তাহা আমার বোধ হয় না।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"এ বিষয়ে আপনার এতদূর আগ্রহান্বিত হইবার আবশ্যক ছিল না। আপনার বুঝিলেই হইত যে, ঐ কুমারীর সহিত বিবাহ-বন্ধন স্থির করিবার পূর্ব্বেই আমি অবশ্যই তদ্বংশে বিবাহ করার অবৈধতা বিচার করিয়াছিলাম, এবং অবশ্যই বিশিষ্টরূপ কারণে, সে আপত্তি খণ্ডিত হইলে, আমি বর্ত্তমান মীমাংসায় উপনীত হইয়াছি।"

উভয় আত্মীয় সম্মিলিত হইয়া প্রথমতঃ বিবাহ, পরে রাজনীতির সম্ভাবিত পরিবর্ত্তন, সে পরিবর্ত্তনে দুর্গস্বামীর সম্ভাবিত উন্নতি, ইত্যাদি বহু প্রসঙ্গ আলোচনা করিলেন। ক্রমে বেলা অধিক হইয়া উঠিল দেখিয়া রামরাজার সঙ্গী লোকজন আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দিল। তাঁহারা অগত্যা সেদিন সেই স্থানে মধ্যাহ্ন আহার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইলেন। আহারাদি সমাপ্ত হইলে রামরাজা শার্দ্দূলাবাসে যাইবার নিমিত্ত নিতান্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। দুর্গস্বামী স্বীয় আবাসের হীনাবস্থা জানাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। রামরাজা কোন কথাই কর্ণে স্থান দিলেন না, পুনঃ পুনঃ ঐ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তথায় খাদ্যাভাব, লোকাভাব, শয্যাভাব ইত্যাদি হেতু রামরাজার যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইবে দুর্গস্বামী তাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিলেন। রামরাজা সকল আপত্তি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন; তখন অগত্যা দুর্গস্বামীকে স্বীকৃত হইতে হইল। দুর্গস্বামী বিবেচনা করিলেন বৃদ্ধ কানাই সহসা আমাদিগকে উপস্থিত দেখিলে নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িবে; অতএব অগ্রে একজন দূত প্রেরণ করা বিশেষ আবশ্যক। অনন্তর রামরাজের এক জন অশ্বারোহী রক্ষী তদুদ্দেশে প্রেরিত হইল। রক্ষী প্রেরিত হওয়ার বহুক্ষণ পরে রামরাজা ও দুর্গস্বামী অন্যান্য লোকজন সঙ্গে লইয়া

প্রস্থান করিলেন। নানাবিধ রাজকীয় প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে করিতে তাঁহারা পথাতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি হইয়া পড়িল। সহসা রামরাজা বলিলেন,—"দুর্গস্বামী, তুমি যে শার্দ্দূলাবাসের হীনাবস্থার কথা বলিয়াছ, এতক্ষণে বুঝিলাম তাহা কেবল শিষ্টাচারের কথা মাত্র। আমি দেখিতে পাইতেছি যেদিকে শার্দ্দূলাবাস সে দিকে যথেষ্ট আলো জ্বলিতেছে। এত আলো জ্বলা বিশেষ সমারোহের পরিচায়ক। আমার মনে পড়িতেছে, বাল্যকালে একবার মৃগয়ার জন্য শার্দ্দূলাবাসে আসিয়াছিলাম; তখন তোমার স্বর্গীয় পিতৃদেব স্বীয় দুর্গের দুরবস্থার কথা বলিয়া আমাদিগকে প্রথমেই হতাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্গে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া তাহার সমৃদ্ধি ভিন্ন দুরবস্থা কিছুই দেখিতে পাই নাই। তুমিও বোধ হয়, তোমার পিতৃপুরুষের অনুকরণে, আমাকে দুরবস্থার কথা বলিয়া হতাশ্বাস করিতে চেষ্টা করিয়াছ।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"মহাশয়, আপনি অচিরে জানিতে পারিবেন যে, বর্ত্তমান দুর্গস্বামীর অতিথি সৎকারের উপায় নিতান্ত সঙ্কীর্ণ; যদিও ইচ্ছা পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায়ই রহিয়াছে, তথাপি উপায় ও সম্ভাবনার সম্পূর্ণ অসদ্ভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি শার্দ্দূলাবাসে এত আলোক দেখিয়া আমিও বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছি। সামান্য আলোকে ওদিক এত আলোকিত হওয়া সম্ভব নহে।"

তাঁহারা আর একটু নিকটস্থ হইলে শুনিতে পাইলেন, কানাই চীৎকার করিতেছে,—"কি দুর্ভাগ্য, কি দুরদৃষ্ট! হায় হায় কি হইল! শার্দ্দূলাবাসে আগুণ লাগিয়াছে—চিত্র, বস্ত্র, শয্যা, পরিচ্ছদ, জিনিসপত্র সকলই পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল! ভগবান, এত কষ্ট আমার কপালে, হায় হায়!!!"

এই অভিনব অসম্ভাবিত বিপদ-বার্ত্তা শ্রবণে দুর্গস্বামী প্রথমতঃ স্তম্ভিত হইয়া উঠিলেন। কিঞ্চিৎকাল চিন্তার পর দুর্গস্বামী লম্ফ-

প্রদানে শকট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং সেই প্রদীপ্ত অগ্নিরাশির অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

রামরাজা চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"দাঁড়াও, দাঁড়াও, দুর্গস্বামী একা যাইওনা; আমিও যাইতেছি, আমার লোক জনও সঙ্গে যাউক। হতভাগ্যগণ, দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছ? শীঘ্র যাও, দুর্গরক্ষার যে কিছু উপায় থাকে দেখ।"

সকলেই সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কানাই সেই সময় উচ্চ স্বরে বলিতে লাগিল,—"সর্ব্বনাশ, এমন কর্ম্ম কেহ করিওনা; আসিও না—এদিকে আসিয়া সামান্য জিনিষ পত্রের জন্য কেহ অমূল্য প্রাণ নষ্ট করিওনা। স্বর্গীয় দুর্গস্বামীর সময় হইতে নীচের তলায় ৩০ সিন্দুক পঞ্জাবী বারুদ মজুত আছে। সর্ব্বনাশ! আগুণ সেই দিকে যায় যায় হইয়াছে—আর রক্ষা নাই! বালক সব—পালাও—পালাও—পূর্ব্বদিকে ঐ পাহাড়ের আড়ালে যাও। দুর্গের সামান্য অংশও যদি ভাঙ্গিয়া কাহারও গায়ে পড়ে, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই জানিবে।"

কানাইয়ের এইরূপ উপদেশ শুনিয়া রামরাজা ও তাঁহার অনুচরগণ বিপন্ন দুর্গস্বামীকে লইয়া সেই নির্দ্দিষ্ট পথে গমন করিলেন। দুর্গস্বামী বারুদের ব্যাপার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সম্মুখাগত কানাইকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—"বারুদ কি? আমার অগোচরে দুর্গে বারুদ থাকিবে কিরূপে?"

রামরাজা বলিলেন,—"কোনই অসম্ভাবনা নাই। বৃদ্ধকে ছাড়িয়া দেও।"

দুর্গস্বামী কানাইকে ছাড়িয়া দিয়া আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"এত গোল হইতেছে, এত আগুণ জ্বলিতেছে, অথচ সন্নিহিত গ্রামের কোন লোক সাহায্য করিতে আইসে নাই কেন?"

কানাই বলিল,—"আসে নাই? অবশ্য আসিয়াছিল, কিন্তু দুর্গ

মধ্যে অনেক দামী জিনিষ পত্র আছে বলিয়া আমি তাহাদের দুর্গে ঢুকিতে দিই নাই।”

দুর্গস্বামী বলিলেন,—“মিথ্যাবাদী, দুর্গে একটীও—”

কানাই বিকট চীৎকারে দুর্গস্বামীর কথা ঢাকিয়া দিয়া বলিল,—“কাপড় চোপর, কাঠ কাঠড়া ধরিয়া গিয়া আগুণ ভয়ানক হইয়া উঠিল। যাহারা আসিয়াছিল তাহারা বারুদের কথা শুনিয়া যে যেদিকে পাইল, সে সেই দিকে পলাইয়া গেল।”

রামরাজা বলিলেন,—“আমি অনুরোধ করিতেছি, উহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কাজ নাই।”

দুর্গস্বামী বলিলেন,—“আর একটী কথা। রামমতির কি হইয়াছে?”

কানাই বলিল,—“তাহা দেখিবার আমার সময় ছিল না। রামমতি দুর্গেই আছে—হয় ত এতক্ষণ তাহার লীলাখেলা ফুরাইয়াছে।”

দুর্গস্বামী বলিলেন,—“ভয়ানক! একজন বৃদ্ধা দাসীর জীবন এইরূপ বিপন্ন—আমাকে ধরিয়া রাখিবেন না। আমি যাইয়া দেখি, এই উন্মত্ত বৃদ্ধ যেরূপ বিপদের বর্ণনা করিতেছে তাহা যথার্থ কি না।”

কানাই বলিল,—“তবে বলি শুনুন্। রামমতির কোন বিঘ্ন হয় নাই—সে বেশ আছে। আমি বাহির হইবার পূর্ব্বেই সে পলাইয়াছে, তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আহা! একসঙ্গে চিরকাল চাকরি করিয়া আসিতেছি, আজি বিপদের সময়ে তাহাকে ভুলিয়া যাইব, এও কি কথা?”

দুর্গস্বামী বলিলেন,—“তবে কেন তুমি এতক্ষণ সে কথা বল নাই?”

কানাই বলিল—“অন্যরূপ বলিয়াছিলাম নাকি? তবে হয়ত এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতেছিলাম; না, হয়ত এই ভয়ানক কাণ্ড আমার মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে। যাহা হউক, রামমতি আছে ভাল; সেজন্য কোন চিন্তা নাই।”

এই বাক্যে দুর্গস্বামী কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইলেন। যদিও তাঁহার শেষ সম্পত্তি বাস-ভবনের পতন স্বচক্ষে দাঁড়াইয়া দেখিতে অভিলাষ ছিল, তথাপি রামরাজা প্রভৃতি সে ক্লেশকর দৃশ্য দেখিবার প্রয়োজন নাই মনে করিয়া, তাঁহাকে সন্নিহিত গ্রামের দিকে টানিয়া লইয়া গেলেন। তথায় সমস্ত গ্রামবাসীই তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য যথাসাধ্য আয়োজন করিয়াছিল। কিন্তু যে স্থান হইতে অসংখ্য কৌশলে কানাইকে একতাল ময়দা সংগ্রহ করিতে হয় এবং যেখানে তাহাকে দেখিলে লোকে 'মার মার, ধর ধর' করিয়া উঠে, সেখানে অদ্য এত আয়োজন কেন হইতেছে, তাহার কারণ সংক্ষেপে ব্যক্ত করা আবশ্যক।

যখন কিল্লাদার রঘুনাথ রায় ও তাঁহার তনয়া কল্যাণী শার্দ্দলাবাসে এক রাত্রি অতিথিরূপে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তখন কিল্লাদার দুর্গস্বামীর দারিদ্র্য বিশেষরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সেই দারিদ্র্যের মধ্যে কানাই কিরূপে রাত্রিতে অতি উত্তম আহারের আয়োজন করিয়াছিল, লোকনাথের দ্বারা তাহার সন্ধান করিয়া কিল্লাদার জানিতে পারিয়াছিলেন যে, লক্ষ্মণ কুম্ভকার নামক এক ব্যক্তির অনুগ্রহে সেদিন তাদৃশ উত্তম খাদ্যায়োজন ঘটিয়াছিল। কিল্লাদার তখন দুর্গস্বামীর নিতান্ত অনুকূল বন্ধু। তিনি লক্ষ্মণকে উৎসাহিত ও সঙ্গে সঙ্গে সেই গ্রামবাসিগণকে দুর্গস্বামীর সাহায্য করণে উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে, চেষ্টা করিয়া, তাহাকে তৎকালে রাজপ্রতিমা গঠকের পদে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণের স্ত্রী ও শাশুড়ী সকলেই বুঝিয়াছিল যে, কানাইকে সে দিবস যে সাহায্য করা হইয়াছে, তাহারই ফলস্বরূপে, এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। তাহারা কানাইয়ের প্রতি বিহিত কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের অবসর অন্বেষণ করিতেছিল। কানাই, কিন্তু, এ সকল বৃত্তান্ত জানিত না। সে যে তাহাদের মাথা ময়দা তাহাদের অসা

কাতে চাহিয়া লইয়াছিল, সেই ভয়ে সর্ব্বদাই সশঙ্ক ছিল। এক দিন কানাই নিতান্ত প্রয়োজনানুরোধে লক্ষণের দ্বার দিয়া যাইতে-ছিল। তখন লক্ষণ, তাহার স্ত্রী ও শাশুড়ী সকলেই পথপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া কানাইয়ের প্রাণ উড়িয়া গেল। তাহারা কানাইকে দেখিয়া তিনজনেই একসঙ্গে কোমল, গম্ভীর ও কড়া সুর মিশাইয়া ডাকিল,—"কানাই, মহাশয়, আমাদের বাড়ীতে পায়ের ধুলা না দিয়া চলিয়া যাইতেছেন--আমরা আপনার নিকট এত কৃতজ্ঞ।"

তাহারা যাহা বলিল তাহা প্রকৃতও হইতে পারে, পরিহাস-সূচকও হইতে পারে। কানাইয়ের মনে শেষ সম্ভাবনাই উদিত হইল; সে ধীর পদ বিক্ষেপে, অবনত মস্তকে ত্রাহি ত্রাহি ভাবিতে ভাবিতে, চলিতে লাগিল। সহসা ঐ তিনজনেই আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল; কানাই মনে ভাবিল—"সর্ব্বনাশ।"

স্ত্রীলোকেরা মহা আপ্যায়িতের কথা কহিল এবং লক্ষণ কহিল, —"তুমি কি আমাদের উপর রাগ করিয়াছ? নিশ্চয়ই কে তোমার কাণ ভারী করিয়া দিয়াছে। তোমার কৃপায় আমি যে মহারাণার প্রতিমা গঠক হইয়াছি তাহার জন্য আমি সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞ। যদি কেহ তাহার বিপরীত বলিয়া থাকে, নিশ্চয় জানিও সে মিথ্যা কথা বলিয়াছে।"

কানাই এখনও প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল না। বলিল, —"এত কথায় কি কাজ? মানুষ কখন গরিব, কখন ধনী হইয়া থাকে। আমি ভাই, দুটা মিষ্ট কথার প্রত্যাশী।"

লক্ষণ বলিল,—"এও কি কথা? তুমি যে উপকার করিয়াছ, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা কি কেবল মুখের দুইটা কথায় হইতে পারে? অনেক দিনের পর তোমার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। আইস, তোমাকে আজি ভাল করিয়া খুসী না করিয়া ছাড়িব না।"

লক্ষণের শ্বাশুড়ী বলিল,—"মন্ত্রী মহাশয় আমার জামাইকে যে কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা কি তুমি শুন নাই?"

এতক্ষণে কানাই বুঝিতে পারিল ব্যাপারটা কি? তখন কানাই বুক ফুলাইয়া, রাজাই চালে পা চালাইয়া, গোঁফ ও দাড়ি হাত দিয়া আঁচড়াইয়া বলিল,—"আমি শুনি নাই বটে! তবে এ কাণ্ড ঘটাইল কে?"

লক্ষণের সহধর্ম্মিণী বলিল,—"উনি জানেন না, এমন কি হইতে পারে?"

কানাই বলিল,—"তাই বল। কে বন্ধু এবং কে বন্ধু নয়, তাহা বোধ হয় লক্ষণ তুমি এত দিনে চিনিতে পারিয়াছ। আমার ইচ্ছা ছিল হঠাৎ, যেন কিছুই জানি না এমনি ভাবে, দেখা করিয়া বুঝিব তোমরা কোন্ ধাতুর লোক। এখন বুঝিলাম, তোমরা লোক ভাল।"

তাহার পর কানাই নিতান্ত গম্ভীর ভাবে অনুগ্রহসূচক হস্তান্দোলন করিয়া বিদায় হইবার উপক্রম করিল। তখন কুম্ভকার সমাদর সহকারে তাহাকে এক দিন নিমন্ত্রণ করিল। নিমন্ত্রণ স্থলে গ্রামের আরও অনেক লোক উপস্থিত ছিল। তাহারা সকলে কুম্ভকারের কথা শুনিয়া বুঝিল যে, কানাইয়ের অনুগ্রহে লক্ষণের বর্ত্তমান সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। কানাই সেই সভায় বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, সে তাহার প্রভু দুর্গস্বামীকে যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই বুঝাইয়া দিতে পারে, দুর্গস্বামী কিল্লাদারকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করাইতে পারেন, কিল্লাদার দরবারে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন এবং দরবার যাহা ইচ্ছা তাহাতে মহারাণাকে লওয়াইতে পারেন। অতএব, সংক্ষেপতঃ, কানাই মনে করিলে মহারাণার অনুগ্রহ লাভ করাও বিচিত্র কথা নহে। কানাইয়ের কথা আর হাসিয়া উড়াইলে চলে না। কানাইয়ের চেষ্টায় লক্ষণ কুম্ভ-

কারের আশার অতীত উন্নতি ঘটিয়াছে, ইহা সকলেই জানিতেছে, দেখিতেছে ও বুঝিতেছে। যাহা হউক, সেই দিন হইতে গ্রামে কানাইয়ের যার পর নাই পশার জমিয়া গেল। লেখা পড়া জানা ভদ্রলোকেরাও কানাইয়ের নিকট উমেদারি করিতে আরম্ভ করিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ বর্ণিত বিবরণ পাঠ করিয়া পাঠকগণ অবশুই বুঝিয়াছেন যে, কানাই গ্রামের মধ্যে যথেষ্ট আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। অদ্য দুর্গে আগুণ লাগিয়াছে, এই সংবাদ পাইবামাত্র গ্রামবাসী সকলে বিশেষ আগ্রহের সহিত যথাসাধ্য সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু কানাই তাহাদের বুঝাইল যে, ঘরে বিস্তর বারুদ আছে সুতরাং আগুণ নির্ব্বাপিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তখন তাহারা হতাশ্বাস হইয়া ফিরিবার উপক্রম করিল। কানাই তখন এ বিপদের অপেক্ষা আগত প্রায় রাজ অতিথিগণের আহারাদির কি হইবে তাহারই ভাবনায় অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। গ্রামবাসীরা শুনিয়া বলিল,—"এও কি কথা! আমরা এখানে থাকিতে এজন্ত ভাবনা। হাজার লোকজন আসুক না কেন, আমরা প্রাণপণ যত্নে তাহার তদ্বির করিব।"

এই বলিয়া গ্রামবাসীগণ স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া যথাসাধ্য আয়োজনে নিযুক্ত হইল। গ্রামে যেন মহোৎসব উপস্থিত হইল। রামরাজা, তাঁহার অনুচরবর্গ, দুর্গস্বামী, কানাই প্রভৃতি গ্রামে উপস্থিত হইলে গ্রামস্থ সকল লোকে মিলিত হইয়া মহাসমাদরে তাঁহা-

দিগকে সম্মানিত করিল। গ্রাম্য পুরোহিত মহাশয় যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিয়া রামরাজা ও দুর্গস্বামীকে স্বীয় ভবনে লইয়া গেলেন। অনুচরবর্গ যাহার যেখানে ইচ্ছা সেই স্থানে গেল। সকল গৃহই আনন্দ, উৎসাহ এবং নানা আয়োজনে পূর্ণ।

দুর্গস্বামী যখন বুঝিলেন যে, রাজ-জাতির স্বচ্ছন্দতার যথাসম্ভব ব্যবস্থা হইয়াছে, তখন তিনি কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বীয় ভবনের পতন দেখিবার নিমিত্ত গ্রাম-সন্নিহিত পাহাড়ের উপর আরোহণ করিলেন। তথায় কৌতূহলাক্রান্ত কয়েকটী বালক শার্দ্দূলাবাসের দুরবস্থা দেখিবার নিমিত্ত দাঁড়াইয়া ছিল এবং আনন্দ প্রকাশ করিতেছিল। দুর্গস্বামী বালকদিগের এই ব্যবহার দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন,—"ইহারা আমার পিতৃপুরুষগণের নিতান্ত অনুগত সেবকগণের সন্তান। এক সময়ে আমার পূর্ব্ব পুরুষগণের আজ্ঞায় ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ অসঙ্কুচিত চিত্তে রণে বা বনে, জলে বা অগ্নিতে প্রবেশ করিত। আজি তাহাদের বংশধরগণের এই ব্যবহার!"

তিনি যখন এবম্বিধ বিষাদজনক চিন্তায় মগ্ন সেই সময় কে যেন তাঁহার বস্ত্রাগ্র ধরিয়া আকর্ষণ করিল। তিনি তাহাকে জনৈক বালক মনে করিয়া নতান্ত বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"পুত্র! কি চাহ।"

কানাই দুঃসাহসে ভর করিয়া স্বীয় প্রভুর বস্ত্রাগ্র আকর্ষণ করিয়াছিল। বলিল,—"দাসপুত্র পাঁচ শ বার! কিন্তু এ দাসের দাস নিতান্ত প্রাচীন। ইহাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিলে, এ দাসপুত্র আর নূতন প্রভুর সেবা করিতে পারিবে না।"

দুর্গস্বামী নিরুত্তরে পাহাড়ের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। আগুণ নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে! বলিলেন,—"একি আগুণ তো আর নাই। তবে কি দুর্গ ভূমিসাৎ হইয়াছে? কানাই! তুমি যে বারুদের কথা বলিতেছ, যদি দুর্গে তাহার সিকিও থাকে, তাহা হইলে তাহাতে আগুণ লাগিলে নিশ্চয়ই

দুর্গ পড়িয়া যাইবে এবং সে পতন শব্দ দশ ক্রোশ পথ দূর হইতেও শুনিতে পাওয়া যাইবে।"

নিতান্ত অবিচলিত ভাবে কানাই বলিল,—"আজ্ঞে হাঁ।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তাহা হইলে, বোধ হইতেছে, নীচের তলায় যেখানে বারুদ ছিল, সে পর্য্যন্ত আগুণ যায় নাই।"

সেইরূপ ভাবে কানাই উত্তর দিল,—"বোধ হয় না।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"কানাই, আমার ধৈর্য্য আর থাকে না। আমি স্বয়ং গিয়া শার্দ্দূলাবাসের অবস্থা না দেখিয়া থাকিতে পারিতেছি না।"

কানাই পূর্ব্বভাবেই বলিল,—"সেটী হইতেছে না।"

দুর্গস্বামী জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন? কে, অথবা কিসে আমার গমনের ব্যাঘাত জন্মাইবে?"

সেইরূপ গম্ভীর ভাবে কানাই উত্তর দিল,—"আর কেহ ব্যাঘাত না জন্মাইলেও আমি জন্মাইব।"

দুর্গস্বামী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি কানাই, তুমি? নিশ্চয়ই হয় তুমি আপনার পদ ও অবস্থা বিস্মৃত হইয়াছে, নচেৎ পাগল হইয়াছ।"

কানাই বলিল,—"আজ্ঞে না; আমার বোধ হয় আমি সেরূপ কিছুই হই নাই। আপনি সেখানে গিয়া কি দেখিবেন? সমস্ত সংবাদ আমি এখানে বসিয়া বলিয়া দিতেছি। আপনি কেবল আমার কয়েকটী অনুরোধ—"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"সে পরের কথা। আপাততঃ তুমি দুর্গের সংবাদ শীঘ্র বল।"

কানাই বলিল,—"কি বলিব? আপনি যেমন অবস্থায় দুর্গ ত্যাগ করিয়াছেন, আপনার অন্তঃসার শূন্য দুর্গ এখনও সেইরূপ নির্ব্বিঘ্ন অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"বটে—তবে আগুণ কি হইল ?"

কানাই বলিল,—"আগুণ কোথায় ? রামমতি যদি উনন ধরাইয়া থাকে, তাহাতেই যদি আগুণ হইয়া থাকে—বলা যায় না।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"এত অগ্নিশিখা--এত আলোক—কেমন করিয়া হইল ?"

কানাই বলিল,—"অন্ধকার রাত্রে অত্যল্প শিখাও অনেক বলিয়া বোধ হয়। ছারপোকার দৌরাত্ম্যে রাত্রে ঘুম হয় না। ছারপোকা বংশ ধ্বংস করিবার জন্য দুর্গের প্রাঙ্গনে কয়েক খানি ভাঙ্গা তক্তা, পচা দরমা, ছেঁড়া মাদুর জ্বালাইয়া দিয়াছিলাম বটে। জানিতাম যে, রাত্রিকালে তাহাতে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডের মতই দেখাইবে। কিন্তু মহাশয়, দোহাই আপনার, আপনি এলো মেলো লোক সঙ্গে লইয়া আর কখন দুর্গে ফিরিবেন না। মান বজায় রাখিবার জন্য আজি যে কষ্ট পাইয়াছি তাহা আমিই জানি। বরং সত্য সত্য দুর্গে আগুণ লাগাইয়া পুড়াইয়া ফেলিব সেও স্বীকার, তবু হতমান হইতে পারিব না।"

দুর্গস্বামী কিছু বিরক্ত হইলেন ; কিন্তু সে ভাব প্রকাশ না করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"কানাই, তুমি যে বারুদের কথা বলিলে সে কি ব্যাপার ? রাজার কথার ভাবে বোধ হইল, যেন তিনিও তাহা জানেন ? সত্যই কি দুর্গের কোন স্থানে বারুদ আছে ? থাকিবেই বা কেন ?"

কানাই প্রথমে খানিকটা হাসিল, তাহার পর বলিল,—"সে অনেক কথা। ওঃ কি মতলবই আজি করা গিয়াছে ! অতি কষ্টে আজি এই চিরপূজিত বংশের মান রক্ষা করা গিয়াছে।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"এখন বারুদের কথা বল।"

কানাই অস্ফুট স্বরে বলিল,—"স্বর্গীয় দুর্গস্বামীর সময়ে এ অঞ্চলে একবার বিষম বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময় অনেক অস্ত্র শস্ত্র ও বারুদ আসিয়া পড়িয়াছিল। রামরাজা তখন বালক হইলেও

সে বৃত্তান্ত নিশ্চয়ই শুনিয়াছিলেন। এই জন্যই বারুদের কথা উঠিতেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।"

দুর্গস্বামী জিজ্ঞাসিলেন,—"এখন সে অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদ গেল কোথায়?"

কানাই বলিল,—"বিদ্রোহের শেষ হইলে যোদ্ধারা চলিয়া গেল। অস্ত্র শস্ত্রও তাহাদের সঙ্গে গেল। যাহা পড়িয়া থাকিল তাহা যে পাইল সেই লইল। বারুদ বদল দিয়া কৌশল করিয়া আমি লোকের নিকট হইতে নানাবিধ খাদ্য আদায় করিতাম। আর আপনি যখন শিকারের ইচ্ছা করিতেন, তখনই আমি সেই লুকান স্থান হইতে বারুদ বাহির করিতাম। এইরূপে ক্রমে বারুদ ফুরাইয়া গেল। এখন চলুন; ক্ষুধা লাগিয়াছে—ফিরিয়া যাওয়া যাউক।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"চল যাই। এদিকে তো আগুনের নাম গন্ধও নাই। এই দুষ্ট ছেলেগুলো দুর্গ পড়িয়া যাইবে, সেই আমোদ দেখিবার জন্য বসিয়া আছে। তোমার কি ইচ্ছা উহারা সমস্ত রাত্রি ঐরূপে বসিয়া থাকুক।"

কানাই বলিল,—তাহাতে লাভ ভিন্ন লোকসান নাই। আজি সমস্ত রাত্রি এইরূপে জাগিয়া কাটাইলে কালি উহারা কম দৌরাত্ম্য করিবে এবং রাত্রে ঠাণ্ডা হইয়া ঘুমাইবে। আপনার যদি ইচ্ছা হয়, তবে উহারা না হয় বাটীতেই যাউক।"

তাহার পর কানাই বালকবর্গের নিকটস্থ হইয়া মহা গম্ভীর ভাবে বলিল,—"মহামান্য রামরাজা ও দুর্গস্বামী হুকুম দিয়াছেন যে, দুর্গ কল্য রাত্রে পড়িয়া যাইবে। অতএব বাপু সকল, তোমরা অদ্য বাড়ী যাইতে পার, আবার কালি আসিও।" এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বালকগণ হতাশ পাইয়া বাটী ফিরিল।

প্রত্যাবর্ত্তনকালে কানাই বলিল,—"দেখুন দেখি, এরূপ না করিলে কি চলে? দুর্গে আজি উপবাস ভিন্ন আহারের অন্য

কোন উদ্যোগ হইতে পারিত না, এবং সমস্ত রাত্রি দাঁড়াইয়া নিদ্রা যাওয়া ভিন্ন শয়নের অন্য কোন ব্যবস্থা হইতে পারিত না। এক আগুণের গোল তুলিয়া চারিদিকে সুবিধা হইয়া গেল।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তাহা হইল বটে, কিন্তু উহার পরে তুমি তোমার মান কেমন করিয়া রক্ষায় রাখিবে, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না। তোমার কথায় লোকে আর বিশ্বাস করিবে না।"

কানাই হাসিয়া বলিল,—"হাজার হউক আপনি ছেলে মানুষ। ছেলে মানুষে বুড়া মানুষে অনেক প্রভেদ। এই আগুণের হেঙ্গাম করিয়া রাখিলাম বলিয়া লোকে আমার কথা আরও বিশ্বাস করিবে। যখন কেহ জিজ্ঞাসা করিবে, দুর্গস্বামীর কোন শয্যা নাই কেন—অমনি তাহার উত্তর, সেই আগুণ। কেহ পরিচ্ছদের অভাব বলিলে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিব, সেই আগুণ। গৃহসজ্জা ভাল নাই বলিয়া কেহ নিন্দা করিলে অমনই বলিব, সেই আগুণ। অধিক আর কি বলিব, এখন হইতে যত কিছু নিন্দা, যত কিছু অভাব, এবং যত কিছু বেবন্দোবস্ত সমস্তই আগুণের দোষে হইয়াছে বলিয়া কাটাইয়া দিব এবং লোকে তাহা অবশ্যই সম্ভব বলিয়া মনে করিবে। এমন মজা কি আর হয়?"

তাঁহারা পুরোহিত মহাশয়ের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন খাদ্যাদি সমস্তই প্রস্তুত করিয়া সকলে দুর্গস্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে আহার সমাপ্ত হইল এবং সকলে নিরূপিত স্থানে শয়ন করিলেন। গৃহস্থেরা কি আহার্য্য, কি শয্যা সকলই যতদূর সম্ভব উত্তম ও পরিষ্কৃত করিবার যত্ন করিয়াছিল। এরূপ মহামান্য অতিথি কাহারও ভবনে পদার্পণ করিবার সম্ভাবনা নিতান্ত বিরল। আজি গৃহস্থের গর্ব্বের ও আনন্দে সীমা নাই। প্রাতঃকালে উঠিয়া রামরাজা ও দুর্গস্বামী যাত্রা করিবার

আয়োজন করিতে বলিয়া দিলেন। লোকজন তাহার উদ্যোগ করিতে লাগিল। রামরাজা গৃহস্থের সমীপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার ন্যায় মহামান্য ব্যক্তি ঐ সামান্য গৃহস্থের সামান্য ভবনে আহার ও একরাত্রি বাস করায় গৃহস্থেরা আপনাদিগকে যেরূপ কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন, তাহাতে রামরাজার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আর অবসর হইয়া উঠিল না। সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, রামরাজা, দুর্গস্বামী ও অনুচরগণ যথা সময়ে বিদায় হইলেন। সেই দিন তাবৎ গ্রামের লোক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক সুখময়ী আশাকে হৃদয়ে স্থান দিল।

যাত্রার কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে দুর্গস্বামী কানাইয়ের নিকট আপনার সম্ভাবিত উন্নতির বিষয় জানাইয়া এই প্রাচীন ভৃত্যের মনে আনন্দ সঞ্চার করিলেন। পাছে কানাই আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায়, দুর্গস্বামী যথেষ্ট সাবধানতা সহকারে সমস্ত কথা বলিলেন। হস্তে যে সামান্য অর্থ ছিল দুর্গস্বামী তাহার অধিকাংশ কানাইয়ের হস্তে রাখিয়া দিলেন এবং বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার হস্তে যথেষ্ট অর্থ থাকিল ও আরও আসিবে। ভবিষ্যতে গ্রামবাসীদিগের উপর কৌশল বিস্তার করিয়া প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিতে কানাইকে তিনি নিষেধ করিলেন। কানাই এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিল,—"যখন আমাদের স্বচ্ছন্দে থাকিবার উপায় হইবে তখনও লোকের উপর এরূপ অত্যাচার করা লজ্জার কথা। বিশেষ তাহাদের মধ্যে মধ্যে হাঁফ ছাড়িবার সময় না দিলে তাহারা বারোমাস পারিয়া উঠিবে কেন?"

সমস্ত কথাবার্ত্তা শেষ হইয়া গেলে দুর্গস্বামী এই বর্ষীয়ান ভক্ত ভৃত্যের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর রামরাজা ও দুর্গস্বামী উদয়পুর যাত্রা করিলেন। বলা

বাহুল্য তথায় দুর্গস্বামী রামরাজার ভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা যাহা যাহা ঘটিবে ভাবিয়াছিলেন ক্রমশঃ তাহাই ঘটিল। রাজদরবারে রামরাজার অপ্রতিহত আধিপত্য হইল এবং যে সকল লোক দরবারে স্থান পাইবে না বলিয়া তাঁহারা পূর্ব্বে স্থির করিয়াছিলেন, অধুনা ঠিক তাহাই হইল। অনেকেই স্ব স্ব পদ হইতে বঞ্চিত হইলেন। এই সকল পদচ্যুত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কিল্লাদার রঘুনাথ রায়ও এক জন। উচ্চ রাজ কার্য্যের যে সকল ভার কিল্লাদারের হস্তে ছিল তৎসমস্ত হইতে তিনি বঞ্চিত হইলেন। কল্যাণীর প্রেমানুরোধে ও কিল্লাদার তাঁহার সহিত ইদানীং যেরূপ সৌজন্য করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া দুর্গস্বামী তাঁহার সহিত কোন প্রকার বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি রঘুনাথ রায়ের নিকট এক পত্র লিখিলেন। তাহাতে তিনি সরলভাবে কল্যাণীর সহিত স্বীয় অনুরাগ বন্ধনের কথা ব্যক্ত করিলেন এবং উভয়ের শুভোদ্বাহ যাহাতে অচিরে সংঘটিত হয় তাহার প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার সহিত দুর্গস্বামীর যে সকল বৈষয়িক বিবাদ আছে তাহার যেরূপ মীমাংসা কিল্লাদার করিতে ইচ্ছা করিবেন, দুর্গস্বামী তাহাতেই স্বীকৃত হইবেন বলিয়া লিখিয়া দিলেন। সেই পত্রবাহক হস্তে দুর্গস্বামী কিল্লাদারণীর নিকটও এক পত্র লিখিলেন। দুর্গস্বামীর অনিচ্ছাকৃত কোন ব্যবহারে যদি কিল্লাদারণী অসন্তুষ্টা হইয়া থাকেন, দুর্গস্বামী তৎসমস্ত বিস্মৃত হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার সহিত কল্যাণীর যেরূপ অনুরাগ জন্মিয়াছে এবং সেই অনুরাগ ক্রমশঃ যেরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, পত্রে তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া দিলেন। কিল্লাদারণী শৈলশ্বর বংশীয়া; সেই মহৎ বংশের প্রকৃত্যানুসারে তিনি যেন সদাশয়তা সহকারে পূর্ব্ব সংস্কার সকল বিস্মৃতি-সলিলে বিসর্জ্জন দেন, তজ্জন্য অনুরোধ করি-

লেন। দুর্গস্বামী কিল্লাদারের বংশীয়গণের পরম মিত্র রূপে এবং কিল্লাদারণীর সহিত দাসবৎ ব্যবহার করিবেন বলিয়া লিখিয়া দিলেন।

তৃতীয় এক পত্র কল্যাণীর উদ্দেশে লিখিত হইল। পত্রবাহককে বিশেষ করিয়া উপদেশ দেওয়া হইল যে, সে যেন এই পত্র সাবধানতা সহকারে কল্যাণীর নিজ-হস্তে প্রদান করে। এই পত্রে দুর্গস্বামী স্বীয় প্রেমের দৃঢ়তা ও সজীবতার পরিচয় দিলেন এবং তাঁহার সম্ভাবিত ভাগ্য পরিবর্ত্তনসহ তাঁহাদের শুভ সম্মিলন যে সহজ ও সর্ব্বানুমোদিত হইবে তাহাও বুঝাইলেন। কল্যাণীর পিতা মাতার, বিশেষ তাঁহার জননীর, বিরুদ্ধ সংস্কার বিদূরিত করিবার নিমিত্ত দুর্গস্বামী যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, এবং যে সকল উপায় নিষ্ফল হইবে না বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস, তাহাও পত্রে বিবৃত করিলেন। কল্যাণীর হৃদয়ে অবিচলিত প্রেম থাকিতে শত বিরুদ্ধ চেষ্টাতেও যে সে প্রেমের অন্যথা ঘটাইতে পারিবে না, তাহা তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস। এতদ্ব্যতীত এই প্রেমপত্রে আরও যে কত কথা স্থান পাইয়াছিল তাহা এস্থলে বলিবার প্রয়োজন নাই। সাধারণ-চক্ষে তাহা অনাবশ্যক বলিয়া মনে হইলেও প্রেমিক দুর্গস্বামী সেই সকল ভাব প্রকাশ করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিলেন। এই তিন পত্রেরই দুর্গস্বামী বিভিন্ন উপায়ে উত্তর পাইলেন।

কিল্লাদারণী দুর্গস্বামীর পত্র প্রাপ্তিমাত্র নিম্নলিখিত উত্তর পাঠাইয়া দিলেন।

'শার্দ্দূলাবাসবাসী শ্রীবিজয়সিংহ সমীপে—

'অপরিচিত মহাশয়,

'বিজয়সিংহ দুর্গস্বামী স্বাক্ষরিত এক পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। আমি জ্ঞাত আছি ভয়ানক অপরাধ হেতু ৺ লক্ষণসিংহ মানহীন ও উপাধি শূন্য হইয়াছিলেন। অধুনা সেই উপাধি অবলম্বন করিয়া

কে পত্র লিখিল তাহা আমি বুঝিতেছি না। যদি আপনি ঐ পত্রের লেখক হন, তাহা হইলে জানিবেন, আমার তনয়া কল্যাণীর উপর আমার অবশ্যই যথেষ্ট সঙ্গত অধিকার আছে; সেই অধিকার-বলে আমি তাহাকে কোন যোগ্য ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছি। এরূপ ব্যবস্থা যদি না করা হইত, তাহা হইলেও আমি কদাচ আপনাকে, বা আপনার বংশীয় অপর কোন ব্যক্তিকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিতাম না; কারণ আপনারা প্রজার সৌভাগ্য বিনাশকারী ও দেব-দ্বেষী বলিয়া আমার বিশ্বাস। অভ্যুদয়ের ক্ষণস্থায়ী উজ্জ্বলতায় আমার নয়ন-মন বিমোহিত হয় না; কারণ এ সংসারে আমি অনেক ভ্রষ্টমতি হীনজনকেও উন্নত পদ প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হইতে দেখিয়াছি। এই সকল কথা মনে করিয়া রাখিবেন এবং প্রার্থনা করি, আর কখন আমার কোন সংবাদ লইতে চেষ্টা করিবেন না। ইতি—

'আপনার অপরিচিতা—
'যোধসুন্দরী।'

উল্লিখিত নিতান্ত বিরক্তিকর পত্র প্রাপ্তির দুই দিন পরে কিল্লাদার প্রেরিত এক পত্র দুর্গস্বামীর হস্তে আসিল। ঐ পত্রে কিল্লাদার কোন কথাই সরলভাবে লিখিতে পারেন নাই। সময়ে সকলই হইতে পারে, ইহাই তাঁহার প্রধান বক্তব্য। কি বিবাহ, কি বৈষয়িক ব্যবস্থা, কি বিবাদের অবসান, কি রাজনৈতিক পরিবর্তন সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া তিনি লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু কোন বিষয়েই তাঁহার হৃদয়ের কথা কি তাহা জানিবার উপায় নাই। তাঁহার পত্র সুদীর্ঘ হইলেও নিতান্ত অসরলতা ও সাবধানতায় পূর্ণ। এই পত্র পাঠ করিয়াও দুর্গস্বামী কোন প্রকার ভরসা পাইলেন না, বরং তাঁহার চিত্তের অবস্থা আরও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল।

একজন অপরিচিত লোকের দ্বারায় দুর্গস্বামী কল্যাণীর নিকট হইতে পত্র পাইলেন। পত্রে কোন সম্বোধন বাক্য নাই এবং তাহা অতি সংক্ষেপে ও সভয়ে লিখিত। ঐ পত্র এই;—"অনেক কষ্টে তোমার পত্র পাইয়াছি। যত দিন পর্য্যন্ত ভগবান দিন না দেন, ততদিন আর পত্র লিখিও না। আমি বড় কষ্টে আছি। যতক্ষণ আমার দেহে জ্ঞান থাকিবে, জানিও ততক্ষণ আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভুলিব না। আমার জন্য কোন ভয় বা ভাবনা করিও না। তুমি সুখে আছ ও তোমার পদোন্নতি হইয়াছে ইহা আমার অনেক শান্তনা।" পত্রের নিম্নে কেবল একটি 'ক' লিখিত; তাহাতে অন্য কোন প্রকার স্বাক্ষর নাই।

স্বদুর্গামী এই পত্র পাঠ করিয়া ভীত হইলেন এবং কল্যাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার ও তাঁহাকে পুনরায় পত্র লিখিবার নিমিত্ত নানা চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল। তিনি জ্ঞাত হইলেন, যে কল্যাণী যাহাতে কাহাকেও পত্র লিখিতে না পারেন, ও কাহারও পত্র প্রাপ্ত না হন তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে—সাক্ষাত তো দূরের কথা। এদিকে রাজকার্য্যের অনুরোধে তাঁহার দিল্লী গমন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। তিনি নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। ভগবানের নিকট কল্যাণীর প্রেমের দৃঢ়তা ও তাঁহার নির্বিঘ্নতা প্রার্থনা করিয়া অগত্যা দুর্গস্বামী মহারাণার আদেশ পালনার্থ দিল্লী গমনে বাধ্য হইলেন। যাত্রার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার পরম হিতৈষী রামরাজার হস্তে কিল্লাদারের পত্র প্রদান করিলেন। পত্র পাঠ করিয়া রামরাজা ঈষদ্ধাস্য সহকারে বলিলেন,—"বৃদ্ধ বুঝিয়াছে, তাহার পাশা এখন ডাক মানিবে না। তাহার দিন কাল ফুরাইয়াছে।" দুর্গস্বামী রাজাকে অনুরোধ করিলেন যে, যদি কিল্লাদার তাঁহার সহিত কল্যাণীর বিবাহ দিতে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে তিনি বৈষয়িক ব্যাপারের যেরূপ ব্যবস্থা করিতে চাহিবেন তাহাতেই

আপনি সম্মত হইবেন। রাজা বলিলেন,—"আমি তাহা হইতাম না; কিন্তু এক্ষণে বিশেষ অপমানজনক হইলেও যাহাতে এ বিবাহ ঘটে আমাকে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। দারুণ অহঙ্কৃতা বোধসুন্দরীর দর্পচূর্ণ করা আমার অন্তরের বাসনা। নচেৎ তোমার বংশ-গৌরবের বিরোধী এই বিবাহে আমি কখনই মত দিতাম না।"

তাহার পর দুর্গস্বামী রাজবারা ত্যাগ করিয়া কিছু কালের নিমিত্ত দেশান্তরে গমন করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে প্রায় একবৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু দুর্গস্বামী যে কার্য্যের জন্য দিল্লী গমন করিয়াছিলেন, তখনও তাহা সমাপ্ত না হওয়ায়, ফিরিয়া আসিতে পারিলেন না। এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে কিল্লাদারের সংসারে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বীরবল ও শিবরাম একদিন যে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, তাহা পাঠ করিলে ঐ পরিবর্ত্তনের আভাষ পাওয়া যাইবে।

বীরবল স্বীয় ভবনের একতম প্রকোষ্ঠে বসিয়া আছেন। শিবরামও স্বীয় আশ্রয়দাতা বন্ধুর অনতিদূরে উপবিষ্ট। গৃহে ক্রীড়ার নানাবিধ আয়োজন আছে এবং বিনোদের অনেক উপায় আছে। কিন্তু বীরবল তৎসমস্ত ব্যাপারে নিবিষ্ট নহেন। তিনি উন্মুক্ত বাতায়ন মধ্য দিয়া প্রাঙ্গনের দিকে লক্ষ্য করিয়া যেন চিন্তাকুলভাবে বসিয়া আছেন। শিবরাম বলিল,—"তোমার ভাব দেখিয়া কে বলিবে যে, তোমার বিবাহ উপস্থিত! বাস্তবিক চারিদিকে আনন্দ, কিন্তু যাহার

জন্য এত আনন্দ, তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন তাহার ফাঁসির হুকুম হইয়াছে!”

বীরবল একটু বিষাদ-ব্যঞ্জক হাসির সহিত বলিলেন,—“তোমার কথা সত্য। বুঝিতেছি, আমার ভাব দেখিয়া আমাকে বড় কাতর বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু কি করিব? আমার মন কাতর, আমি আনন্দ দেখাই কিরূপে?”

শিবরাম বলিল,—“এ দুঃখ কে বুঝিবে গা? তোমার ধ্যান দেখিয়া গায়ে জ্বর আইসে! সমস্ত রাজপুতানা যে বিবাহের সুখ্যাতি করিতেছে এবং তুমি স্বয়ং যে জন্য এত চেষ্টিত ছিলে, সেই দেবদুর্লভ বিবাহ হয় হয় হইয়াছে, আর তুমি কি না কাতর?”

বীরবল কহিলেন,—“কি জানি কেন! কিন্তু অনেক দূর অগ্রসর হওয়া হইয়াছে—এখন আর ফিরিবার উপায় নাই। ফিরিবার উপায় থাকিলে এ শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে দিতাম কি না সন্দেহ।”

শিবরাম নিতান্ত আশ্চর্য্যভাবে বলিল,—“ফিরিবার উপায়! বল কি? কেন এই নবীনার সহিত যে সম্পত্তি আসিবে তাহা কি তোমার মনের মত নহে?”

বীরবল বলিলেন,—“রাধাকৃষ্ণ! আমি সে জন্য একবারও ভাবিতেছি না। আমার আপনার যাহা আছে তাহাই খায় কে?”

শিবরাম বলিল,—“তবে আর কি? পাত্রীর জননী তোমাকে সন্তানের ন্যায় ভাল বাসেন।”

বীরবল বলিলেন,—“তাহা ঠিক।”

“কিল্লাদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভুসিংহ এই বিবাহের যথেষ্ট পক্ষপাতী।”

“কারণ তিনি আমার দ্বারা অনেক উপকার পাইবার আশা করেন।”

শিব। যাহাতে এ শুভ সংঘটন হয় তজ্জন্য কিল্লাদার বিশেষ উদ্যোগী।”

বীর। কারণ দুর্গস্বামীর সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া তিনি আপনার বিষয় সম্পত্তি রাজাদেশের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন বাসনা ছিল। সে বাসনা যখন আর ঘটিল না, তখন কাজেই উপস্থিত সম্বন্ধ ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে ভাল নয়।

শিবরাম বলিল,—"সকলই শুনিলাম, সকলই বুঝিলাম। কিন্তু কুমারীর কথা তুমি কি বলিবে? যখন এই নবীনা তোমার উপর নারাজ ছিলেন, তখন তুমি তাঁহার জন্য উন্মাদ ছিলে; এতদিনের পর তিনি দুর্গস্বামীর সহিত স্বীয় সত্যবন্ধন উপেক্ষা করিয়া তোমার সহিত বিবাহে সম্মত হইয়াছেন, আর এখন কি না তুমি অন্যমন করিতেছ! নিশ্চয়ই তোমার ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছে!"

তখন বীরবল উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং গৃহমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে করিতে বলিলেন,—"তোমাকে মনের কথা স্পষ্ট করিয়া বলি শুন। আমি জানিতে চাহি, কুমারী কল্যাণীর মনের ভাব সহসা এরূপ পরিবর্ত্তিত হইবার কারণ কি?"

শিবরাম বলিল,—"কারণ যাহাহউক, যখন সে পরিবর্ত্তন তোমারই অনুকূল তখন কারণ জানিয়া তোমার কাজ কি?"

বীরবল বলিলেন,—"কাজ আছে বই কি? আমার বোধ হয় কল্যাণীর হঠাৎ এরূপ মত পরিবর্ত্তন নিতান্ত অসম্ভাবিত। আমার বিশ্বাস এ পরিবর্ত্তন সেচ্ছায় হয় নাই। ইহার অভ্যন্তরে অবশ্যই কিল্লাদারণীর যথেষ্ট কৌশল ও শাসন আছে।"

শিবরাম বলিল,—"তাহাতেই বা কি ক্ষতি?"

বীরবল বলিলেন,—"ক্ষতি কি? বুঝা যাইতেছে যে এ পরিবর্ত্তন হৃদয়ের নহে—ইহা বাহ্য শাসনের ভয় মাত্র। সে যাহাহউক, তাহাতেই কি নির্ব্বিঘ্ন হওয়া যাইতেছে? তুমি কি মনে কর দুর্গস্বামী কল্যাণীর সত্যবন্ধনের কথা সহজে ছাড়িয়া দিবে?"

শিবরাম বলিল,—"তাহা দিবে বই কি? সে যখন অন্য রমণীকে

বিবাহ করিতেছে তখন কল্যাণীও অবশ্যই যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিবেন, তাহাতে সে কথা কহিবে কেন?”

বীরবল বলিলেন,—“আমরা শুনিয়াছি যে দুর্গস্বামী কোন বিদেশিনী রমণীকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন; তুমি কি বিশ্বাস কর যে, একথা যথার্থ?”

শিবরাম বলিল,—“ভবানীরাম সেনাপতি সে বিষয়ে যে সকল সংবাদ বলিয়াছে তাহা তো তুমি স্বয়ং শুনিয়াছ।”

বীরবল কহিলেন,—“ভবানীরাম ও তুমি সমানই লোক। উভয়েরই কথা বিশ্বাসের অযোগ্য।”

শিবরাম বলিল,—“ভাল, তাহাই যদি হয় তাহা হইলেও শম্ভুসিংহের সাক্ষ্য তুমি মান কি না। শম্ভুসিংহ স্বকর্ণে শুনিয়াছেন, রামরাজা বলিয়াছেন যে, ‘দুর্গস্বামী এমন নির্ব্বোধ নহেন যে, কিল্লাদারের কন্যার অনুরোধে আপনার পৈত্রিক সম্পত্তি পরিত্যাগ করিবেন। বীরবল যদি দুর্গস্বামীর পরিত্যক্ত পাদুকা ধারণ করিয়া সুখী হন, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই।”

কথা শুনিয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধভাবে বীরবল বলিলেন,—“বটে! একথা যদি আমার সাক্ষাতে হইত তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি রামরাজার জিহ্বা কাটিয়া ফেলিয়া দিতাম। শম্ভুসিংহ তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিলেন না কেন?”

শিবরাম বলিল,—“একথা শুনিয়া ধীরভাবে ফিরিয়া আসা অসম্ভব বটে। বোধ হয় রামরাজার বয়স ও অত্যুন্নত পদ স্মরণ করিয়া শম্ভুসিংহ কোন অত্যাচার করিতে সাহস করেন নাই। যাহা হউক, এক্ষণে, যাহাতে কল্যাণীকে হাতে পাইয়া এ অপমানের প্রতিশোধ দিতে পার তাহার চেষ্টা কর। রামরাজার ন্যায় উন্নত ব্যক্তিকে অপমানিত করা তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে, তাহা ভাবিয়া কাজ করা ভাল।”

বীরবল বলিলেন,—"আজি যদি না হয়, অবশ্য একদিন আমি-রামরাজাকে ও তাঁহার জাতিকে এ অপমানের জন্য সমুচিত শিক্ষা দিব। যাহা হউক শত্রুপক্ষের এই সকল কথায় কল্যাণীর যাহাতে অপমান না হয় তাহার জন্য আমি বিহিত চেষ্টা করিব। এখন শীঘ্র শীঘ্র এ কার্য্য শেষ হইয়া গেলে বাঁচি। রাত্রি অনেক হইয়া পড়িল। শিবরাম, এখম বিশ্রাম করিলে ভাল হয়।"

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

কিল্লাদারণী বীরবলের সহিতই কল্যাণীর বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন এবং যাহাতে দুর্গস্বামীর সহিত তনয়ার কোন ক্রমেই বিবাহ না ঘটে তাহাও তাঁহার প্রতিজ্ঞা হইল। কল্যাণীর মতামতের প্রতি কোন প্রকার লক্ষ্য করাই তিনি প্রয়োজন মনে করিলেন না। এদিকে দুর্গস্বামী ব্যতীত আর কাহারও গলে বরমাল্য প্রদান করিতে কল্যাণীর নিতান্ত অনভিমত। এমন কি তিনি ধীরে ধীরে প্রাণ ত্যাগ করিবেন সেও স্বীকার, তথাপি জ্ঞানতঃ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন না, ইহাই তাঁহার সংকল্প। এদিকে যতই কল্যাণীর মনের এবম্বিধ ভাব বীরবলের গোচর হইতে লাগিল ততই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দুর্গস্বামীর প্রতি বিদ্বেষ বাড়িতে লাগিল ও যেরূপে কেন হউক না, কল্যাণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া দুর্গস্বামীকে বিফল মনোরথ করিবার প্রতিজ্ঞা বলবতী হইতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন, যোধসুন্দরী যখন তাঁহার সহায় তখন আশাপূর্ণ হওয়া সুকঠিন নহে। যোধসুন্দরীও ভাবী

জামাতার মনের এবম্প্রকার গতি জানিয়া চিরবৈরী দুর্গস্বামীকে অপমানিত ও সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির সংকল্প করিলেন। এই স্বার্থ-সিদ্ধির ব্যাপারে রঘুনাথ রায়ের পরামর্শে তিনি আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। রঘুনাথ বুঝিলেন যে, তাঁহার ভাগ্য-প্রবাহ এখন হইতে বিরুদ্ধগতি অবলম্বন করিয়াছে। তাঁহার সম্পত্তির ভূরিভাগ দুর্গস্বামী বংশের সম্পত্তি। সম্প্রতি দুর্গস্বামী যেরূপ দরবারে প্রতিপন্ন হইয়াছেন তাহাতে নিশ্চয়ই তাঁহার সম্পত্তি পুনরায় তাঁহারই হস্তগত হইবে। এজন্য কিল্লাদার মনে মনে দুর্গস্বামীর প্রতি নিরতিশয় বিরক্ত এবং যেরূপে হউক দুর্গস্বামীকে কষ্ট দেওয়া তাঁহার অভিপ্রায়। কল্যাণীর সহিত দুর্গস্বামীর বিবাহ না ঘটিলে দুর্গস্বামী মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইবেন জানিয়া, যাহাতে সে বিবাহ না ঘটে তজ্জন্য কিল্লাদার চেষ্টিত হইলেন। তাহার পর বীরবলের সহিত তনয়ার বিবাহ ঘটিলে আপাততঃ কিল্লাদারের যে সম্পত্তি হস্ত বহির্ভূত হইয়া যাইতেছে, কিয়ৎপরিমাণে তাহা পূরণ হইতেছে। কারণ রাওল বীরবলের সুবিস্তৃত সম্পত্তি তাঁহার তনয়ার, সুতরাং প্রকারান্তরে তাঁহারই অধীন হইতেছে। এই সকল বিবেচনা করিয়া যাহাতে এই বিবাহ সংঘটিত হয়, তৎপক্ষে তাঁহার যথেষ্ট যত্ন। তিনি স্বীয় অভিসন্ধি পত্নীকে বুঝাইয়া দিলে যোধসুন্দরী তাহার যৌক্তিকতা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন এই বিবাহ যাহাতে ঘটে তাহার জন্য বীরবলেরও প্রাণপণে যত্ন; এইরূপ অনুরাগের সময় তাহাকে যদৃচ্ছা পথে লইয়া যাওয়া কঠিন নহে। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন বীরবল সম্পত্তি যদি পত্নীর নামে সমর্পন করেন, তাহা হইলে তাহা প্রকারান্তরে তাঁহাদেরই অধীন থাকিবে। বিবাহের পর কন্যাকে সম্পত্তি সমর্পন করিবার প্রস্তাব তাদৃশ সুবিধাজনক হইবে না। এই সময়ে—মনের এই উত্তেজিত অবস্থায় বীরবলের দ্বারা এতৎকার্য্য সম্পন্ন করাইয়া লওয়া আবশ্যক। এই ভাবিয়া চতুরা কিল্লাদারণী অশেষ কৌশল

সহকারে বীরবলের নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন এবং তাঁহাকে সুন্দররূপ বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় তাঁহার অপরিমেয় ইষ্ট সংঘটিত হইবে। বীরবল হৃষ্টচিত্তে এ ব্যবস্থায় সম্মত হইলেন এবং বিবাহের পূর্ব্বেই তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি কল্যাণীর নামে লিখিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু বীরবলও প্রস্তাব করিলেন যে, কল্যাণী যে স্বেচ্ছায় আনন্দ সহকারে তাঁহাকে বিবাহ করিবেন ইহা জানিতে না পারিলে তিনি স্বীয় সম্পত্তি কল্যাণীর নামে লিখিয়া দিবেন না। অগ্রে কল্যাণী স্বীয় সম্মতি সূচক অভিপ্রায় তাঁহাকে লিখিয়া দিবেন, তাহার পর বীরবল স্বীয় সম্পত্তি কল্যাণীর নামে উৎসর্গ করিয়া দিবেন। তাঁহার এ আপত্তি নানা কারণে সঙ্গত বলিয়া সকলেই মনে করিলেন। তখন জোর করিয়া কল্যাণীর নিকট হইতে সম্মতি বাহির করিয়া লইতে সকলেরই চেষ্টা হইল।

দুঃখিনী মর্ম্মপীড়িতা বালিকার উপর অনেক কঠোর ব্যবহার চলিতে লাগিল। যতই কিল্লাদারণী বুঝিতে লাগিলেন কল্যাণী দুর্গস্বামী সমীপে যে প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে মারিয়া ফেলিলেও সে প্রতিজ্ঞার অন্যথা করিবে না, ততই তাঁহার ক্রোধ উত্তেজিত হইতে লাগিল ; এবং তাহার উপর নানাবিধ বিসদৃশ ব্যবহার চলিতে লাগিল। প্রথমতঃ, সরলা বালিকা যাহাতে একবারও গৃহবহিষ্কৃত না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইল ; দ্বিতীয়তঃ, তাহার সহিত বাক্যালাপ করা ক্রমে ক্রমে বাটীর সকলেই পরিত্যাগ করিলেন, এমন কি কল্যাণীর অতি প্রিয় মুরারিও তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া দিল, তৃতীয়তঃ, এই সকল নানা মর্ম্মান্তিক জ্বালার উপর আবার প্রধান জ্বালা—যে দুর্গস্বামীকে কল্যাণী স্বীয় হৃদয়ের সর্ব্বময় প্রভু বলিয়া জানেন এবং যাঁহার নিকট স্বীয় সত্যবন্ধন তিনি পরম পবিত্র ও অখণ্ডনীয় জ্ঞান করেন, সেই দুর্গস্বামী যে প্রতারক এবং তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়া ও স্বীয় প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া তিনি দিল্লীনগরে মহা সমা-

রোহে অপর এক সুন্দরীর পাণিগ্রণ করিতেছেন, এই বৃত্তান্ত প্রতি-দিন নানা উপায়ে সরলা বালিকার গোচর করা হইতে লাগিল। বালিকা সকল ক্লেশ, সকল যাতনা ধীরভাবে সহ্য করিতে লাগিল। শরীর অবসন্ন, মন কাতর হইয়া পড়িল কিন্তু প্রতিজ্ঞা টলিল না। যন্ত্রণার সীমা নাই, ক্লেশের শেষ নাই কিন্তু প্রতিজ্ঞা অচল রহিল। দুর্গস্বামী যে প্রতারক নহেন এবং তাঁহার পাণি-গ্রহণ বৃত্তান্ত যে অমূলক তাহা বালিকা বুঝিল। বুঝিলে কি হয়—তাহার নিত্য নব নব প্রমাণ—সতত নানা ভঙ্গীতে সেই আলোচনা কল্যাণীর সমক্ষে উপস্থাপিত হইতে লাগিল। সরলহৃদয়া বালিকা এ বিষম ক্ষেত্রে কত-দিন হৃদয়ের স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে পারে? অনাহারে, অনিদ্রায়, নিয়মভাবে, মনস্তাপে, সন্দেহে, চিন্তায় এবং আত্মীয়জনের ঘৃণায় কল্যাণীর কোমল চিত্ত নিতান্ত প্রপীড়িত হইয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে শরীরও কাতর ও অবসন্ন হইল। কিল্লাদারণীর শাসনের ত্রুটি নাই, বীরবলের যাতায়াত ও প্রেম-প্রস্তাবের বিরাম নাই। তখন নিরুপায়া বালিকা দুর্গস্বামীর সমীপে সকলের সম্মতিক্রমে এক পত্র লিখিলেন। যদি দুর্গস্বামী স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া থাকেন, তাহা হইলে কল্যাণী নিরপরাধিনী। কল্যাণী বিপন্না, আর অপেক্ষা করিতে তাঁহার ক্ষমতা নাই। ত্বরায় দুর্গস্বামী পত্রোত্তর প্রদান করেন ইহাই প্রার্থনা।

দিনের পর দিন চলিতে লাগিল—উত্তর আসিল না; দুর্গস্বামীও আসিলেন না। কিন্তু যোধসুন্দরীকে বুঝায় কাহার সাধ্য? তিনি আর কোন কথাই শুনিতে অনিচ্ছুক—আর তিলমাত্র অপেক্ষা করিতে তাঁহার মত নাই। বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে জননীর পায়ে ধরিয়া বলিল,—"মা, আর এক পক্ষ—আগামী পূর্ণিমার দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর! যদি ইহার মধ্যে দুর্গস্বামীর উত্তর পাই ভালই, নচেৎ—"

কল্যাণী নীরব, কথার শেষাংশ তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না। কুপিতা যোধসুন্দরী কথার শেষাংশ শুনিবার জন্য অপেক্ষা

করিয়াও যখন কল্যাণীর মুখ হইতে আর কোন কথা শুনিলেন না, তখন নিতান্ত ক্রোধ সহকারে বলিলেন,—"নচেৎ কি? নচেৎ তুমি আমাদের পরামর্শমত কার্য্য করিবে বল?"

বালিকা নীরব। কুপিতা জননীর বদনপ্রতি ক্ষণেক চাহিয়া বলিল,—"করিব।"

যোধসুন্দরী বলিলেন,—"জানিও পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হইলেও রাজপুত জাতির কথার অন্যথা হয় না। স্বীকার করিলাম আমরা আগামী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব। তাহার পর আর কোন আপত্তি শুনিব না। প্রতিপদের দিন নিশ্চয়ই তোমাকে সম্মতি-সূচক পত্রে স্বাক্ষর করিত হইবে।"

ধীরে ধীরে বালিকা বলিল,—"স্বাক্ষর করিতে হইবে!" মনে মনে ভাবিল,—"তাহাতে কি? মরিতে কে বারণ করিয়াছে?"

কল্যাণী এক হস্ত দ্বারা অপর একহস্ত সবলে ধারণ করিয়া সন্নিহিত শয্যায় মূর্চ্ছিতপ্রায় অবস্থায় পড়িয়া গেলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

দিন তো কোন কারণেই অপেক্ষা করে না—দিন অপেক্ষা করিল না। কাল পূর্ণিমা আসিয়া উপস্থিত হইল—চলিয়াও গেল; কিন্তু দুর্গস্বামীও আসিলেন না, তাঁহার কোন পত্রও আসিল না।

পরদিন প্রাতেই বীরবল ও শিবরাম আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বিষয়-কুশল কিল্লাদার যেমন যেমন বলিয়াছিলেন ঠিক তদনুরূপ করিয়া বীরবল সম্পত্তির হস্তান্তর পত্র লিখিয়া আনিয়াছেন। কল্যাণী

তাঁহাকে যে সম্মতিসূচক পত্র দিবেন কিল্লাদার তাহাও লিখাইয়া রাখিয়াছেন; কেবল তাহাতে কল্যাণীর স্বাক্ষর বাকী। মধ্যাহ্নকালে সকল আত্মীয়, জনের সম্মুখে কল্যাণী তাহাতে স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর করিবেন স্থির হইয়াছে। আরও স্থির হইয়াছে অদ্য হইতে চারিদিন পরে এই যুগলের বিবাহ হইবে।

এখন কল্যাণীর অবস্থা দারুণ নিরাশায় পূর্ণ। বাহ্যজ্ঞান বিরহিত কল্যাণীর চিত্তে এসকল কথা ভাবিবার স্থান নাই, আপত্তি করিবার ক্ষমতা নাই। যে সকল কথা তিনি শুনিতেছেন, তাহা হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে কি না সন্দেহ।

মধ্যাহ্নকালে দাসীগণ তাঁহার বেশভূষা করিয়া দিতে গেলে তিনি কোনই আপত্তি করিলেন না। হীরক, মুক্তা ও স্বর্ণ ভূষণে এবং সমুজ্জ্বল পরিচ্ছদে তাঁহার দেহ সমাচ্ছন্ন করিয়া দিল। তাঁহার অবসাদগ্রস্ত দেহের পাণ্ডু বর্ণের উপর তৎসমস্ত ভূষণ নিতান্ত কুদৃশ্য হইল।

তাঁহার সজ্জা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মুরারি তথায় আগমন করিয়া বলিল,—"আইস দিদি, সকলে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তোমার কি স্বাক্ষর করিতে হইবে বলিতেছে। কেন দিদি, বিবাহে কি সহি করিতে হয়, এ কথা তো কখন শুনি নাই। যাহা হউক দুর্গস্বামীর সহিত যে তোমার বিবাহ হইল না, আমিতো বাঁচিলাম। লোকটাকে দেখিলে আমার ভয়ে প্রাণ উড়িয়া যায়। ছি—অমন অসুরকে কি কেহ ইচ্ছা করিয়া বিবাহ করে। কেমন দিদি, বিজয়সিংহের চেয়ে বীরবল খুব লোক ভাল। তুমি খুব খুসি হইয়াছ, না?"

অভাগিনী কল্যাণী বলিলেন,—"না ভাই, আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না; এখন সংসারে আমাকে কাতর বা আনন্দিত করিতে পারে এমন কোন বিষয়ই আর নাই।"

মুরারি বলিল,—"আমি জানি বিবাহের সময় লজ্জায় সকল লোকেই ঐরূপ বলে। কিন্তু এক বৎসর ঘুরিয়া গেলে তোমার আর এ সুর

থাকিবে না। তোমার বিবাহের দিন আমার একটী নূতন পোষাক হইবে। আজি রাত্রে উদয়পুর হইতে আমার জন্য অনেক জিনিষপত্র আসিবে। আসিলে আমি আনিয়া তোমাকে দেখাইব।”

এই সময়ে কিল্লাদারণী প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং বিনা বাক্যব্যয়ে কল্যাণীর হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে সঙ্গে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। যন্ত্র-পুত্তলীর ন্যায় কল্যাণী মাতার সহিত চলিতে লাগিলেন।

তাঁহারা যে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন তথায় কিল্লাদার রঘুনাথ রায় তাঁহার পুত্র সেনাপতি শম্ভুসিংহ রায়, রাওল বীরবল এবং তাঁহার পার্শ্বচর শিবরাম উপস্থিত। কিল্লাদারণী ও কল্যাণী আসিয়া এক পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন। সেই পর্য্যঙ্কে কল্যাণীর স্বাক্ষরপত্র, মসী ও লেখনী প্রস্তুত রহিয়াছে। উপবেশনান্তর যোধসুন্দরী ধীরে ধীরে কল্যাণীকে পত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তাহাতে অন্য কথা লেখা ছিল না। নিয়মিত দিবসে কল্যাণী স্বেচ্ছায় বীরবলকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন, ইহাই সেই পত্রের সার কথা।

পত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে কিল্লাদারণী কল্যাণীকে তাহাতে স্বাক্ষর করিতে আদেশ করিলেন। তখন কল্যাণীর হস্ত লেখনীর সহিত মিলিত হইল। জননী স্বাক্ষরের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কম্পান্বিতা, বাহ্যজ্ঞান বিরহিতা, বিপন্না বালিকা শুষ্ক লেখনী লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্বাক্ষর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জননী তাঁহার অসাবধানতা বুঝাইয়া দিয়া তাঁহার হস্তে অপর এক মসীপূর্ণ লেখনী তুলিয়া দিলেন। কালসময়ে, কালপত্রে, কাল স্বাক্ষর হইয়া গেল! স্বাক্ষরের পরিসমাপ্তি সময়ে অদূরে অশ্ব-পদ ধ্বনি, অচিরে পুরদ্বারে সজোরে কণ্ঠ-ধ্বনি এবং পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে মনুষ্যের পদ-ধ্বনি কল্যাণীর কর্ণে প্রবেশ করিল। তাঁহার হস্ত হইতে লেখনী খসিয়া পড়িল, বদন হইতে অস্ফুট ধ্বনি বাহিরিল,—“তিনি আসিয়াছেন—তিনি আসিয়াছেন।”

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

কল্যাণীর হস্ত হইতে লেখনী স্খলিত হইতে না হইতে সজোরে প্রকোষ্ঠ-দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে পথ-শ্রান্ত, ধূলি ধুসরিত ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর, উন্মাদ-প্রায় দুর্গস্বামী সেই প্রকোষ্ঠে ব্যস্ততাসহ প্রবেশ করিলেন। প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দর্শন মাত্র শম্ভুসিংহ ও বীরবল মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কল্যাণী সংজ্ঞাহীনা পাষাণস্তূপের ন্যায় নিশ্চল—আর আর সকলেই, এমন কি কিল্লাদারণী পর্য্যন্ত, ভীত হইয়া উঠিলেন।

দুর্গস্বামী স্থির—নিস্পন্দ—নিশ্চল। তিনি নীরবে সমান ভাবে যেন প্রস্তর-বিনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় সেই স্থলে দণ্ডায়মান। গৃহস্থ সকলেই স্তম্ভিত—সকলেই নির্ব্বাক। প্রথমে কিল্লাদারণী কথা কহিলেন। তিনি দুর্গস্বামীকে এরূপ অকারণ অত্যাচারের কারণ জিজ্ঞাসিলেন।

শম্ভুসিংহ বলিলেন,—"দেবি! এ প্রশ্ন আমার জিজ্ঞাসা করাই সঙ্গত। আমি দুর্গস্বামীকে অনুরোধ করিতেছি, তিনি আমার সঙ্গে বাহিরে আসিয়া রাজপুতোচিত যুদ্ধ দ্বারা আমার প্রশ্নের উত্তর দান করুন।"

বীরবল বলিলেন,—"সে কথা হইবে না। আমার অনেক দিনের রাগ আছে। দ্বন্দ্বযুদ্ধে অগ্রে আমি সন্তুষ্ট হইতে চাহি। শিবরাম অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া কেন? ভূত না প্রেত, কি দেখিতেছ? যাও শীঘ্র আমার অসি আনিয়া দেও।"

শম্ভুসিংহ বলিলেন,—"আমার পরিবারগণের মধ্যে যে ব্যক্তি এরূপ ধৃষ্টতা সহকারে অকারণ ত্যক্ত করিতে আসিয়াছে, তাহার সহিত উপযুক্ত ব্যবহার আমি অবশ্যই স্বয়ং করিব।"

দুর্গস্বামী উভয়েরই প্রতি উগ্র দৃষ্টিপাত করিয়া হস্তান্দোলন দ্বারা নিরস্ত হইবার ইঙ্গিত করিতে করিতে কহিলেন,—"সে জন্য চিন্তা কি? আমার জীবন যেরূপ ভারভূত যদি আপনাদেরও তাহাই হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে উপযুক্ত স্থানে আপনাদের একজনের বিরুদ্ধে অথবা এককালে উভয়েরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আমি স্বীকৃত হইলাম। আপাততঃ আপনাদের ন্যায় বৃথা লোকের সহিত বৃথা বাক্য-ব্যয় করিতে আমার সময় নাই।"

স্বীয় অসি অৰ্দ্ধ নিষ্কোষিত করিয়া শম্ভুসিংহ কহিলেন,—"কি বৃথা লোক?" সঙ্গে সঙ্গে বীরবল ও শিবরাম স্ব স্ব অসিতে হস্ত সংলগ্ন করিলেন। তখন কিল্লাদার পুত্রের জীবনের আশঙ্কায় উভয়ের মধ্যাগত হইয়া কহিলেন,—"শম্ভু, আমি আদেশ করিতেছি এবং বীরবল আমি অনুনয় করিতেছি এরূপে শান্তি-ভঙ্গ করিয়া আমার ভবন কলঙ্কিত এবং রাজ-নিয়মের অন্যথা করিও না।"

শম্ভু বলিলেন,—"এও কি কথা? এরূপ অপমান সহ্য করে কাহার সাধ্য? এখনই যুদ্ধ হয় হউক, নচেৎ উহাকে ছুরিকা-বিদ্ধ করিয়া বিনাশ করিব।"

বীরবল বলিল,—"না—কখনই না। আমি একবার ঐ ব্যক্তির সাহায্যে জীবন লাভ করিয়াছি। অবশ্যই উহার সহিত ন্যায় যুদ্ধ করিতে হইবে।"

নিতান্ত পুরুষ স্বরে দুর্গস্বামী বলিলেন,—"সে জন্য আপনাদের কোন চিন্তা করিতে হইবে না। বিপদকে আমিই ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্বেষণ করিতেছি। অবিলম্বেই আপনাদের যুদ্ধ সাধ মিটাইব।" তাহার পর অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে কল্যাণীর লিখিত পত্র খানি দেখাইয়া বলিলেন,—"দেবি! ইহা কি আপনার হস্তাক্ষর?"

যেন অজ্ঞাতসারে, অনিচ্ছায়, অস্ফুটভাবে কল্যাণীর অধরোষ্ঠ ভেদ করিয়া উত্তর বাহিরিল,—"হাঁ।"

তাহার পর সত্যবন্ধন কালীন কল্যাণীর বক্ষস্থ সেই চিহ্নের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"আর দেবি! উহাও কি আপনারই হস্ত-কৃত?"

কল্যাণী নীরব। তাঁহার চিত্তের তৎকালে যেরূপ বিচলিত, জ্ঞান-হীন অবস্থা তাহাতে হয়ত এ প্রশ্নের মর্ম্মই তিনি প্রণিধান করিতে পারিলেন না।

কিল্লাদার বলিলেন,—"আপনি কি এই সকল চিহ্ন দ্বারা আপনার অধিকার প্রমাণ করাইতে চাহেন?"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"কিল্লাদার রঘুনাথ রায়, এবং অপর যে যে ব্যক্তি আমার কথায় কর্ণপাত করিতেছেন? তাঁহাদের সকলের সমীপে আমার প্রার্থনা যে, তাঁহারা যেন আমার অভিপ্রায়ের বিপরীতার্থ গ্রহণ না করেন। যদি এই কুমারী স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্ত্তিনী হইয়া এই সত্য-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে বাসনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার চক্ষে উনি ঐ পুর-প্রাঙ্গনস্থ বায়ু-বিতাড়িত অসংখ্য শুষ্ক বৃক্ষ পত্রাপেক্ষাও মূল্যবিহীন সামগ্রী। কিন্তু আমি প্রকৃত বিবরণ যুবতীর নিজ মুখ হইতে শ্রবণ করিব এবং তাহা না শুনিয়া কোন ক্রমেই এ স্থান ত্যাগ করিব না। আপনারা বহু লোক মিলিত হইয়া আমার প্রাণ সংহার করিতে পারেন, কিন্তু আমিও মৃত্যুভয় শূন্য—অস্ত্রধারী পুরুষ। জানিবেন যথেষ্ট প্রতিশোধ না লইয়া আমি কখনই মরিব না, ইহা স্থির। আমি সুন্দরীর অভিপ্রায় অন্যান্য সকলের অসাক্ষাতে তাঁহার নিজ মুখ হইতে শুনিব এই আমার সংকল্প।" এই বলিয়া দুর্গস্বামী স্বীয় অসি উন্মুক্ত করিয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিলেন এবং বাম হস্তে এক তীক্ষ্ণাগ্র ছোরা লইয়া বলিতে লাগিলেন,—"অতঃপর আপনাদের অভিপ্রায় কি? হয় এই প্রকোষ্ঠ রক্ত-রাগে রঞ্জিত হইয়া যাউক, না হয় আমার নিকটে সত্যবদ্ধা এই কুমারীকে আমার প্রয়োজনীয় প্রশ্ন সমস্তের উত্তর দিতে দিউন।"

দুর্গস্বামীর এই অসীম সাহসিকতাপূর্ণ অহঙ্কৃত বাক্যে সকলেই স্তম্ভিত হইলেন এবং কিয়ৎকাল সেই গৃহে দারুণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। তাহার পর কিল্লাদারণী বলিয়া উঠিলেন,—"কখন না। কখনই এই ব্যক্তি আমার এই বাগ্দত্তা কন্যার সহিত নির্জ্জনে আলাপ করিতে পাইবে না। তোমাদের যাহার ইচ্ছা হয় চলিয়া যাও—আমি এস্থান কখনই ত্যাগ করিব না। আমি উহার অস্ত্রের ভয়ে কখনই কাতর নহি।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"যদি কিল্লাদারণী এস্থলে থাকিতে চাহেন তাহাতে আমার কোনই ক্ষতি নাই। কিন্তু আর সকলকেই চলিয়া যাইতে হইবে।"

শম্ভুসিংহ গৃহ-নিক্রান্ত হইবার সময়ে বলিয়া গেলেন,—"দুর্গস্বামী, জানিও এজন্য তোমার ফলভোগ করিতে হইবে।"

বীরবল বলিয়া গেলেন,—"আমিই কি ছাড়িব মনে করিয়াছ?"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তোমাদের যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও, কেবল অদ্য আমাকে মার্জ্জনা কর; তাহার পর ইহ জগতে আমার আর কোনই প্রিয়কার্য্য থাকিবে না। তখন তোমরা আমাকে যাহা বলিবে তাহাই করিব।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"দুর্গস্বামী, আপনি যে আমার বাটীতে এরূপ অত্যাচার করিবেন তাহা আমি কখনও মনে করি নাই এবং আপনার সহিত আমি সেরূপ ব্যবহারও করি নাই। যদি আপনি অসি কোষবদ্ধ করিয়া আমার সহিত প্রকোষ্ঠান্তরে গমন করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে যুক্তি দ্বারা আপনার এরূপ ব্যবহারের অবৈধতা বুঝাইয়া দিব এবং—"

দুর্গস্বামী বাধা দিয়া বলিলেন,—"কল্য—কল্য আপনার যুক্তি শ্রবণ করিব। আমার অদ্যকার কার্য্য পবিত্র এবং অপ্রতিবিধেয়।"

এই বলিয়া দুর্গস্বামী কিল্লাদারকে অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা গৃহ-ত্যাগ

করিতে ইঙ্গিত করিলেন। তিনি বিনা বাক্য-ব্যয়ে প্রস্থান করিলেন।

তদনন্তর দুর্গস্বামী অসি কোষবদ্ধ করিলেন, ছোরা যথাস্থানে রক্ষিত করিলেন এবং দ্বার সন্নিধানে গমন করিয়া তাহা অর্গলবদ্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। বদনের ঘর্ম্মবারি বিমুক্ত করিয়া এবং ললাটাগত সুদীর্ঘ কেশরাশি পশ্চাতে সরাইয়া দুর্গস্বামী কল্যাণীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং অতি কোমল স্বরে বলিলেন,--"দেবি! আমাকে চিনিতে পারিতেছ কি? আমি সেই দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ।" সুন্দরী নীরব। দুর্গস্বামী অপেক্ষাকৃত উত্তেজিত স্বরে আবার বলিতে লাগিলেন,—"যে ব্যক্তি তোমার প্রেমের অনুরোধে চিরশত্রুতা—অবশ্য পালনীয় প্রতিহিংসার সংকল্প হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দিয়াছে আমি সেই বিজয়সিংহ। যে ব্যক্তি তোমার জন্য তাহার পিতৃহন্তা, তাহার বংশের অবনতির কারণ পরম শত্রুকেও প্রেমালিঙ্গন দান করিয়াছে, সুন্দরি, আমি সেই বিজয়সিংহ।"

যোধসুন্দরী বাধা দিয়া বলিলেন,—"তোমার আত্মপরিচয় বিষয়ক আলাপে আমার কন্যার এক্ষণে কোনই আবশ্যক নাই। তোমার বিষাক্ত বাক্য শুনিয়াই আমার কন্যা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন যে তুমি তাঁহার পিতার ভয়ানক শত্রু।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"প্রার্থনা করিতেছি, আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। আমার প্রশ্নের উত্তর কল্যাণী দেবীর বদন হইতে বিনির্গত হওয়া আবশ্যক। আবার বলিতেছি, কুমারি, যাহার নিকট তুমি পবিত্র সত্য-বন্ধনে বদ্ধ আছ এবং যে সত্য-বন্ধন তুমি এক্ষণে বিচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছ, আমি সেই বিজয়সিংহ।"

কল্যাণীর শোণিতশূন্য শুষ্ক ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়া অস্ফুট শব্দ হইল,—"মাতৃদেবীর জন্য।"

কিল্লাদারণী বলিলেন,—"কল্যাণী ঠিক কথা বলিয়াছে। এরূপ

বিষয় পিতামাতার পরামর্শেই সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। আমি কল্যাণীর গর্ভধারিণী। আমিই অন্যায় বোধে এ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছি।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"কল্যাণী দেবি, তবে কি এই কথাই ঠিক? পরানুরোধে তুমি কি তোমার হৃদয়ের ইচ্ছা, তোমার প্রতিজ্ঞা, তোমার সত্যবন্ধন, উভয় পক্ষের এত প্রেম সকলই ভুলিতে উদ্যত হইয়াছ?"

কল্যাণী নীরব। আবার দুর্গস্বামী বলিতে লাগিলেন,—"শুন তবে, তোমার জন্য আমি কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি। আমার সুপ্রতিষ্ঠিত বংশ-গৌরব, আমার অকৃত্রিম সুহৃদ্‌গণের বিশেষ অনুরোধ, কিছুই আমার স্থির প্রতিজ্ঞা বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। জ্ঞানের যুক্তি বা ভ্রান্ত সংস্কারের শাসন কিছুই আমার দৃঢ়তা শিথিল করিতে পারে নাই। প্রকৃতই মৃত ব্যক্তির আত্মা আমাকে সাবধান করিতে আবির্ভূত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে আমি কর্ণপাতও করি নাই। স্বীয় সত্য ভঙ্গ করিয়া এরূপ সত্যনিষ্ঠ হৃদয়কে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে তোমার কি প্রবৃত্তি হইবে?"

কিন্নাদারণী বলিলেন,—"দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ, তুমি আমার কন্যাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছিলে সমস্তই জিজ্ঞাসা করিলে। তুমি দেখিতেছ—আমার কন্যা তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে সম্পূর্ণ অশক্ত। অতএব আমাকেই তোমার প্রশ্নের যথাবিহিত সদুত্তর দিতে হইতেছে। তুমি জানিতে ইচ্ছা কর, কল্যাণী স্বেচ্ছায় স্বীয় প্রতিজ্ঞা-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতেছেন কি না। তোমারই হস্তে কল্যাণীর স্বহস্ত লিখিত প্রতিজ্ঞার অন্যথা সূচক পত্র রহিয়াছে। তুমি যদি তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রমাণ দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই পত্র দেখ। কল্যাণী সর্ব্ব সমক্ষে বুঝিয়া ও পাঠ করিয়া এই পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইহা রাওল বীরবলের উদ্দেশ্যে লিখিত।"

দুর্গস্বামী পত্রিকা পাঠ করিয়া দেখিলেন কল্যাণী বীরবলের সহিত বিবাহের অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। একবার সন্দেহ হইল হয়ত স্বাক্ষর কল্যাণীর না হইবে; কিন্তু কল্যাণীর সম্মুখস্থ লেখা সামগ্রী দৃষ্টে এবং কিল্লাদারণীর তৎসম্বন্ধীয় সমর্থনোক্তি শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতীতি হইল স্বাক্ষর প্রকৃতই কল্যাণীর কৃত। তিনি তখন সজীব প্রস্তর খণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন। উগ্রস্বরে বলিলেন,—"দেবি, বস্তুতই ইহা অকাট্য প্রমাণ। অতঃপর তিরস্কার বা ভৎর্সনা সূচক কোন বাক্য-ব্যয় করা সর্ব্বথা নিষ্প্রয়োজন ও অনাবশ্যক।" তাহার পর কল্যাণীর স্বাক্ষরিত সেই প্রতিজ্ঞা পত্র ও সেই ভগ্নার্দ্ধ স্বর্ণমুদ্রা কল্যাণীর সমীপদেশে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"লও কুমারি, তোমার প্রথম প্রেম-বন্ধনের চিহ্ন সমস্ত গ্রহণ কর। ভরসা করি তুমি আপাততঃ যে প্রেম-বন্ধনে লিপ্ত হইলে তৎসম্বন্ধে প্রথম বারের ন্যায় বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না। এক্ষণে একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া আমার এই অপাত্র ন্যস্ত বিশ্বাসের—আমার এই ঘোর মূর্খতার পরিচায়ক প্রেম-চিহ্নগুলি প্রত্যর্পণ কর, ইহাই আমার অনুরোধ।"

কল্যাণী যেরূপ ভাবে দুর্গস্বামীর দিকে চাহিলেন, তাহাতে সে দৃষ্টিতে সংজ্ঞা আছে বলিয়া বোধ হয় না। তথাপি তাঁহার হস্ত যেন তাঁহার অজ্ঞাতসারে বার বার গলদেশের দিকের উত্থিত হইতে লাগিল; এবং তাঁহার কণ্ঠে যে প্রেম-নিদর্শন বিলম্বিত ছিল তাহাই উন্মুক্ত করিতে চেষ্টিত হইতে লাগিল। কিন্তু কল্যাণীকে উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য সাধনে অশক্ত বুঝিয়া কিল্লাদারণী কন্যার কণ্ঠে যে ভগ্ন স্বর্ণমুদ্রা ছিল তাহা ছিঁড়িয়া লইলেন এবং নিতান্ত গর্ব্বিত ভাবে সেই প্রেমের নিদর্শন দুর্গস্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন। এই প্রেম-বন্ধনের নিদর্শন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া দুর্গস্বামী কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন।

তখন তিনি আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন,—"এখন পর্য্যন্ত—

এই বিপরীত কার্য্য সাধনের সময় পর্য্যন্ত এই চিহ্ন কল্যাণী হৃদয়ের উপর ধারণ করিয়াছিলেন—কিন্তু সে অনুযোগে কি কাজ!” তিনি অশ্রু-সমাকুল নয়নমার্জ্জন করিয়া এক বাতায়ন সন্নিধানে গমন করিলেন। ঐ বাতায়ন-নিম্নে এক গভীর কূপ ছিল। দুর্গস্বামী সেই ঐ প্রেম-চিহ্ন কূপ-বারিতে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—“যাউক—যাউক—এই নিদর্শন চিরকাল লোক-লোচনের অন্তরালে অবস্থান করুক।” তাহার পর তিনি কিল্লাদারণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—“আর এক মূহুর্ত্তও আপনাদের ত্যক্ত করিতে চাহিনা। প্রার্থনা করি আপনি আপনার কন্যার শান্তি ও সম্মান বিনাশকারী এতাদৃশ কুৎসিত চক্রান্ত ও জঘন্য ব্যবহার আর কখন করিবেন না।” কল্যাণীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—“কিল্লাদার-তনয়া, আপনাকে আর আমার কিছুই বলিবার নাই। ভগবৎ-সমীপে প্রার্থনা করি, যেন আপনার এই ইচ্ছাকৃত ভয়ানক প্রতারণা হেতু লোকে আপনাকে সৃষ্টির অন্যতম বিস্ময়কর সামগ্রী বলিয়া মনে না করে।” বাক্য-সমাপ্তি মাত্র তিনি সে প্রকোষ্ঠ হইতে প্রস্থান করিলেন।

দুর্গস্বামীর সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ সম্ভাবনা দূর করিবার নিমিত্ত রঘুনাথ রায় শম্ভুসিংহ ও বীরবলকে দুর্গের অপর একদিকে থাকিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। এক্ষণে দুর্গস্বামী বাহিরে আসিবামাত্র লোকনাথ তাঁহার সমীপস্থ হইয়া বলিল,—“শম্ভুসিংহ জানিতে চাহেন, আপনার সহিত তিন চারি দিনের মধ্যে কোথায় সাক্ষাৎ হইবে। তাঁহার বিশেষ আবশ্যক আছে।”

দুর্গস্বামী ধীরভাবে উত্তর দিলেন,—“তাঁহাকে বলিও আমার সহিত শার্দ্দূলাবাসে সাক্ষাৎ হইতে পারিবে।”

তিনি বাহিরে আসিবার উপক্রম করিলে শিবরাম তাঁহার সমীপস্থ হইয়া জানাইল যে, অচিরে দুর্গস্বামীর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে বীরবল অভিপ্রায় করিয়াছেন।

দুর্গস্বামী বলিলেন,—“তোমার প্রভুকে বলিও, তাঁহার যখন ইচ্ছা আমি তখনই তাঁহার সমর-সাধ মিটাইতে প্রস্তুত আছি।”

শিবরাম বলিল,—“কি আমার প্রভু? ইহজগতে আমার কেহই প্রভু নাই এবং আমাকে এমন কথা বলিয়া পার পাইয়া যায়, এমন কোন লোকও নাই।”

“তবে নরকে যাও, সেখানে তোমার প্রভুকে দেখিতে পাইবে,—” এই বলিয়া দুর্গস্বামী এমন সজোরে তাহাকে ঠেলিয়া দিলেন যে, সে গড়াইতে গড়াইতে বহুদূর গিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেল। তখনই দুর্গস্বামী বলিলেন,—“এরূপ কাণ্ডজ্ঞানহীন অযোগ্য ব্যক্তির উপর ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কাজ ভাল করি নাই।”

তাহার পর দুর্গস্বামী অশ্বারোহণ করিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। দুর্গের সীমা অতিক্রম করিয়া তিনি একবার অশ্ব ফিরাইলেন এবং নির্নিমেষ নয়নে একবার কমলাদুর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার পর অশ্ব আবার ফিরাইয়া তাহাকে কষাঘাত করিলেন এবং আশুরিক বেগে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

এই লোমহর্ষণ ব্যাপারের পর বাহ্যজ্ঞান-বিরহিতা কল্যাণীকে তাঁহার নিজ প্রকোষ্ঠে লইয়া যাওয়া হইল। সমস্ত দিন কল্যাণী নিতান্ত উদাস ভাবে অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু সন্ধ্যার পর হইতে তাঁহার সে ভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিল। তিনি কোন কোন কার্য্যে ও ব্যবহারে নিতান্ত প্রফুল্লচিত্ততা দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু সেই প্রফুল্লতার মধ্যে মধ্যে নিতান্ত বিষণ্ণতা এবং নীরবতা উপস্থিত

হইতে লাগিল। অন্যে যাহাই মনে করুক, বুদ্ধিমতী কিল্লাদারণী এরূপ পরিবর্ত্তন নিতান্ত অশুভ লক্ষণ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তিনি কবিরাজ আনয়ন করিয়া কল্যাণীর জন্য ঔষধ ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। কিন্তু বৈদ্যরাজ বিশেষ কোন অসুস্থতা বুঝিতে পারিলেন না, সুতরাং বিশেষ কোন ব্যবস্থাও হইল না। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। সে দিন প্রাতে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তৎসম্বন্ধে কল্যাণী কোন কথাই বলিলেন না, এমন কি সে ঘটনা তাঁহার মনে ছিল কি না সন্দেহ। কারণ প্রায়ই তিনি স্বীয় গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া সেই প্রেম-নিদর্শন অন্বেষণ করিতেন কিন্তু তাহা না পাইয়া হতাশ ভাবে বলিতেন,—"আমার জীবন-গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।"

কন্যার বিবাহ আর অধিককাল অসম্পন্ন রাখা কিল্লাদারণী অপ-রামর্শ বলিয়া মনে করিলেন। তিনি বুঝিলেন, কন্যার এরূপ অনিচ্ছা যদি বীরবল জানিতে পারেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি এ বিবাহে অস্বীকৃত হইবেন এবং সেরূপ হইলে শত্রুপক্ষ, বিশেষতঃ রামরাজা ও তদধীনস্থ ব্যক্তিগণ, বড়ই উপহাস করিবে। রঘুনাথ রায়, শম্ভুসিংহ, বীরবল সকলেই যত শীঘ্র বিবাহ সম্পন্ন হয় তাহার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কল্যাণীর শরীরের ও মনের অবস্থা বীরবলের নিকট নিতান্ত কৌশল সহকারে প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছিল এবং সেরূপ না হইলে সম্ভবতঃ এ পরিণয় কার্য্য কখনই সংঘটিত হইত না। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল এবং ক্রমশঃ সে দিন আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিবাহের দিন কল্যাণীর সজীবতা ও প্রফুল্লতা দেখিয়া অনেকেই অবাক হইতে লাগিল। কল্যাণী বালিকার ন্যায় সরলতাসহকারে তাঁহার নিমিত্ত যে নানা প্রকার মহামূল্য বসন ভূষণ সমানীত হইয়াছিল তৎসমস্ত দেখিতে লাগিলেন।

নানাস্থানীয় জ্ঞাতি কুটুম্বে দুর্গ পরিপূর্ণ। লোকের হলহলায়

চতুর্দ্দিক ধ্বনিত। খাদ্যভারে ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। জাঁকজমক ও সমৃদ্ধির সীমা নাই। এই জনতা ও কোলাহলের মধ্যে মুরারি নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া মহানন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার কটিবন্ধে একখানি প্রকাণ্ড অসি বিলম্বিত দেখিয়া একবার কিল্লাদার বলিলেন,—"একি মুরারি, তোমার নিজের তরবারি কোথায়? এ কাহার তরবারি পরিয়াছ? যাহাকে যেমন মানায় তাহার তেমন পরিচ্ছদ করা আবশুক। তুমি যে তরবারি বাঁধিয়াছ উহা সংগ্রামসিংহের শোভা পাইত।"

মুরারি বলিল,—"কি করিব বাবা, আমার ভাল ছোট তরবারি খানি হারাইয়া গিয়াছে। কাজেই আমি দাদার তরবারি বাঁধিয়াছি।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"যাহা হউক, তোমার দিদির শরীর খারাপ। তুমি আজি তোমার দিদির কাছছাড়া হইও না।"

মুরারি কল্যাণীকে বড়ই ভাল বাসিত। সে বিনা বাক্য-ব্যয়ে দিদির সমীপাগত হইল এবং তাঁহার সহিত নানা প্রকার ক্রীড়া-কৌতুক করিতে লাগিল। বিবাহের কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে দৈবাৎ একবার কল্যাণীর হস্ত বালকের দেহে লাগিয়াছিল। মুরারি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বলিত যে, মানুষের হাত সেরূপ ঘর্ম্মাক্ত ও শীতল হইতে সে আর কখন দেখে নাই।

যথাসময়ে যথারীতি বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। পাত্র ও পাত্রী নির্দ্দিষ্ট গৃহে মঙ্গলাচার সহ প্রবেশ করিলেন। দলে দলে দরিদ্র ভিক্ষুকগণ আশানুরূপ দান পাইল। চারি দিকে ভূরিভোজের আয়োজন। যাহার যেরূপ সাধ্য সে সেইরূপ নানা উপচারে আহার করিল। নানাপ্রকার বাদ্য-ধ্বনি, হাস্য ও আনন্দের উচ্চরব, সমবেত নিমন্ত্রিত লোকের কোলাহল, নর্ত্তকীর নর্ত্তন, গায়কের গীত ইত্যাদি নানাবিধ আনন্দ কলরবে ও উৎসব ব্যাপারে আজি কমলাদুর্গ পরিপূরিত। কিল্লাদারণী সাহঙ্কারে হাসিতে হাসিতে লোকের সহিত

আলাপ করিতেছেন এবং চারিদিকে ব্যস্ততাসহ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন। সহসা এই সমস্ত কোলাহল পরাভূত করিয়া এক বিকট হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। সকলেই স্তম্ভিত হইয়া উঠিল! পুনরায় সেই আর্ত্তনাদ! তখন শম্ভুসিংহ বাক্যব্যয় না করিয়া সন্নিহিত আলোকাধার হইতে এক দীপ হস্তে পাত্র পাত্রীর গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিল্লাদার, কিল্লাদারণী ও আরও দুই এক ব্যক্তি তাঁহার অনুসরণ করিল। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ দারুণ বিস্ময়-সমাকুল-চিত্তে সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া শম্ভুসিংহ দ্বারে আঘাত করিয়া দ্বার খুলিতে বলিলেন। কিন্তু মানবের যন্ত্রণা-ধ্বনি ব্যতীত অন্য কোন উত্তর পাইলেন না। তখন আর কালব্যাজ অনাবশ্যক মনে করিয়া তিনি বাহির হইতে কৌশল করিয়া অর্গল খুলিয়া ফেলিলেন, কিন্তু দ্বার ঠেলিয়া বুঝিলেন যে তাহা ভূপতিত কোন পদার্থে বাধা পাইতেছে। যখন চেষ্টা করিয়া তিনি দ্বার খুলিতে পারিলেন তখন দেখিলেন—ভয়ানক দৃশ্য! দেখিলেন বরের মৃতপ্রায় দেহ দ্বার সমীপে পতিত এবং চতুর্দ্দিকে রক্ত-স্রোত প্রবাহিত! উপস্থিত সকলেই ভীতভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং সেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া বহুসংখ্যক ব্যক্তি সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে লাগিল। শম্ভু অনুচ্চ স্বরে মাতার কর্ণের নিকট বলিলেন,—"দেখিতেছ কি? কল্যাণী ইহাকে খুন করিয়াছে। এখন শীঘ্র তাহার সন্ধান কর।" তাহার পর তিনি তরবারি খুলিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"আবশ্যক মত লোক ভিন্ন আর কাহাকেও এ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে দিব না।" যে কয়েক ব্যক্তি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাঁহারা সযত্নে বীরবলের দেহ উঠাইয়া প্রকোষ্ঠান্তরে লইয়া আসিলেন। তথায় তাঁহার যথাবিহিত চিকিৎসা ও শুশ্রূষার আয়োজন হইতে লাগিল।

এদিকে কিল্লাদারণী ও আত্মীয়গণ বহু অনুসন্ধানেও কল্যাণীকে দেখিতে পাইলেন না। সে ঘরের অন্য দ্বার ছিল না। সকলেই

আশঙ্কা করিতে লাগিলেন হয়ত কল্যাণী বাতায়ন দিয়া বাহিরে পড়িয়া গিয়াছে। সহসা তত্রত্য যবনিকার অন্তরালে শ্বেতবর্ণ পদার্থ বিশেষ এক ব্যক্তির নয়ন গোচর হইল। সকলে তথায় সমাগত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, সেই স্থানে মৃত্তিকার উপর কল্যাণী কুণ্ডলিত ভাবে উপবিষ্টা। তাঁহার পরিচ্ছদ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও শোণিত-লিপ্ত; চক্ষু উজ্জ্বল, রক্তবর্ণ এবং উন্মাদের ন্যায় অস্থির। তিনি যখন বুঝিলেন যে, লোকে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছে, তখন তিনি বিকট মুখভঙ্গী করিতে লাগিলেন এবং সগর্ব্বে স্বীয় রুধির-রাগ-রঞ্জিত হস্ত প্রদর্শন করিয়া সকলকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন।

বহু আয়াসে আত্মীয়জনেরা তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইলেন। তাহার পর বিহিত সাবধানতা সহকারে সকলে তাঁহাকে প্রকোষ্ঠান্তরে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। দ্বার সমীপস্থ হইয়া তিনি একবার নিম্ন দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অহঙ্কৃত ভাবে বলিলেন,—"তবে, রাঙ্গা কনের সাধ মিটিয়াছে?" তাঁহাকে অন্য গৃহে লইয়া গিয়া যথাসম্ভব যত্ন ও চিকিৎসার আয়োজন করা হইল। কিল্লাদার ও তাঁহার পত্নীর যৎপরোনাস্তি মনস্তাপ, সমবেত ব্যক্তিবৃন্দের ভয়-চকিত ও ব্যাকুল ভাব, বর-পক্ষীয়গণের কখন কাতর কখন বা ক্রুদ্ধভাব ইত্যাদি নানাপ্রকার বর্ণনাতীত ভাবে লোক সমূহের হৃদয় পরিপূর্ণ।

কে কাহার কথা শুনে অথবা কে কাহাকে কি বলে, তাহার স্থিরতা নাই। অবশেষে চিকিৎসকের কথাই বলবান হইল। তিনি বলিলেন,—"বীরবলের আঘাত কোন ক্রমেই সাংঘাতিক নহে। কিন্তু তাঁহাকে স্থিরভাবে না থাকিতে দিলে, অথবা সহসা স্থানান্তরিত করিলে নিশ্চয়ই বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। ইতিপূর্ব্বে বীরবলের বন্ধুগণ তাঁহাকে আর এ দুর্গে রাখা হইবে না স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সে মত না করিয়া কয়েকজন বীরবলের নিকট থাকিয়া অবশিষ্টেরা সেই রাত্রেই প্রস্থান করা স্থির করিলেন।

কবিরাজগণ কল্যাণীর অবস্থা নিতান্ত মন্দ বলিয়া ব্যক্ত করিলেন। শেষ রাত্রে কল্যাণী ঘোরতর অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। পরদিন রাত্রে তাঁহার রোগের চূড়ান্ত অবস্থা ঘটিবে বলিয়া চিকিৎসকেরা অনুমান করিলেন। তাঁহাদের অনুমান যথার্থ হইল। পরদিন রাত্রে কল্যাণীর পুনরায় চৈতন্য হইল এবং তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ বলিয়া মনে হইল। কিন্তু সহসা সেই কণ্ঠলগ্ন প্রেম-নিদর্শন অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত তিনি যেমন তথায় হস্তার্পণ করিলেন, অমনি তাহার চিত্তে যেন আমূল পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রত হইয়া উঠিল এবং ক্রমাগত সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছার পর মূর্চ্ছা হইতে হইতে অবশেষে মৃত্যু আসিয়া সকল যন্ত্রণার শেষ করিয়া দিল। তিনি এই লোমহর্ষণ কাণ্ডের কোনই কারণ ব্যক্ত করিতে সক্ষম হইলেন না। ইহ সংসারে কল্যাণীর জীবলীলা অবসান হইয়া গেল!

একজন সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারী এই সকল ব্যাপারের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে আসিলেন। উন্মত্তাবস্থায় কিল্লাদারের কন্যা বিবাহ-রাত্রে অস্ত্র দ্বারা স্বামীকে আঘাত করিয়াছে এবং পরে আপনিও মরিয়া গিয়াছে। কর্ম্মচারী এতদ্ভিন্ন আর কোন সন্ধান জানিতে পারিলেন না। মুরারির যে তরবারি বিবাহের দিন হারাইয়াছিল বলিয়া সে অন্য তরবারি গ্রহণ করিয়াছিল, সেই তরবারির দ্বারাই এই ভয়ানক কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। রক্তাক্ত অবস্থায় উক্ত তরবারি সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল।

বীরবলের বন্ধুগণ মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি আরোগ্য হইয়া উঠিলে এতৎসম্বন্ধীয় সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারা যাইবে। তিনি আরোগ্য হইলেন, কিন্তু এ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলেই নিনি শারীরিক দুর্ব্বলতার কারণ দেখাইয়া বিহিত উত্তর প্রদানে বিরত থাকিতেন। তিনি সুন্দররূপ রোগমুক্ত হইলে গৃহাগত হইয়া যে সকল বন্ধুবান্ধব তাঁহার বিপৎকালে আশাতিরিক্ত উপকার করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে একত্রিত

করিয়া বলিলেন,—"আপনাদের নিকটে আমি অসীম কৃতজ্ঞতায় বদ্ধ। কিন্তু সে কথা স্মরণ করিয়াও আমি আপনাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে অক্ষম। যদি কোন আত্মীয়া স্ত্রীলোক আমাকে একথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আর কি বলিব, বুঝিব আমার সহিত আত্মীয়তা রক্ষা করা তাঁহার বাঞ্ছা নহে। যদি কোন পুরুষ বন্ধু এ কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে বুঝিব আমার সহিত বিবাদ করা তাঁহার অভিপ্রায়। আমিও তাঁহার সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিব।" এরূপ স্থির সংকল্পমূলক কথার পর আর কে এ প্রসঙ্গ তাঁহার সমক্ষে উত্থাপন করিতে সাহসী হইবে? বন্ধুবান্ধব লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, এই ঘটনার পর হইতে বীরবলের জীবন অপেক্ষাকৃত বিষণ্ণ ও বিজ্ঞ ভাব ধারণ করিয়াছিল। তিনি এই ব্যাপারের পর হইতে সামান্য ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের সংস্থান করিয়া দিয়া শিবরামকে স্বীয় সংসর্গ হইতে অপসৃত করিয়া দিলেন। কথিত আছে, বীরবল ইহ জীবনে আর কখনই এই ভয়ানক বিবাহের প্রসঙ্গ কোথাও উত্থাপন করেন নাই।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে বিহিত সৎকারার্থ কল্যাণীর দেহ শ্মশান স্থলে সমানীত হইল। যে দেহ একদা রূপের আধার, সজীবতা হেতু প্রফুল্লতাময়, এবং সকলের নয়নবিনোদক ও আনন্দনিকেতন ছিল অদ্য তাহা শুষ্ক, শ্রীহীন, প্রাণশূন্য। আত্মীয়গণের বিবেচনার দোষে, হৃদয়হীন অত্যাচারের পরুষ আঘাতে অদ্য তাহার এই শোচনীয় দশা

এই হৃদয়বিদারক শেষ কর্ত্তব্য সমাপনার্থ শম্ভুসিংহ ও আর কয়েকজন ব্রাহ্মণ মাত্র সঙ্গে ছিলেন।

ধীরে ধীরে বিহিত কার্য্য সমূহ সম্পন্ন হইলে নবীনার কুসুম-কোমল কায়া চিতায় স্থাপিত হইল। ধীরে ধীরে তাহাতে সর্ব্বসংহারক অগ্নি সমর্পিত হইল। দেখিতে দেখিতে বিষম চিতা ঘোরঘটায় প্রজ্জ্বলিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণীর ভূতময় পবিত্র বপুঃ ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়া গেল। সে স্বর্ণ-কান্তির গঠন জগতীতল হইতে অনন্তকালের নিমিত্ত বিলীন হইল।

যখন এই অচিন্তনীয় ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছিল, তখন সেই শ্মশান-ক্ষেত্রের অনতিদূরে বৃক্ষ-মূলে এক যুবা পুরুষ অজ্ঞানবৎ অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহার আয়ত লোচনযুগল স্থির—শূন্যদৃষ্টি শূন্যাভিমুখে লক্ষিত। বদন দারুণ বিষাদ-কালিমায় সমাচ্ছন্ন। অন্যমনস্ক ছিলেন বলিয়া সৎকারে ব্যাপৃত ব্যক্তিগণ কেহই এই ব্যক্তির উপস্থিতি লক্ষ্য করেন নাই। এক্ষণে শম্ভুসিংহের দৃষ্টি সেই দিকে সঞ্চালিত হইল। তিনি সমভিব্যাহারী লোকদিগকে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া সেই যুবা পুরুষের নিকটস্থ হইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,—"আমার সম্মুখস্থ ব্যক্তি নিশ্চয়ই দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ।" তাঁহার কথার কোনই উত্তর পাইলেন না। তখন ক্রোধ বিকম্পিত কণ্ঠে আবার বলিলেন,— "নিশ্চয়ই আমার সম্মুখস্থ ব্যক্তি আমার ভগ্নীহন্তা বিজয়সিংহ।"

নির্জ্জীব ও ভগ্ন স্বরে দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আপনি যে ব্যক্তির নাম করিয়াছিলেন, আমি সেই ব্যক্তিই বটে।"

শম্ভুসিংহ বলিলেন,—"আপনার দ্বারা যে দুষ্কৃতি সংঘটিত হইয়াছে, তজ্জন্য যদি আপনার অনুতাপ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু জানিবেন আমার নিকট কোন মতেই ক্ষমা নাই। আপনাকে আমি ক্ষত্রিয়জনোচিত যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি। কল্য প্রাতে, শার্দ্দূলাবাসের পশ্চিম প্রদেশে বালুকাময় স্থানে যুদ্ধ হইবে—ভুলিবেন না।"

চঞ্চলচিত্ত দুর্গস্বামী বলিলেন,—"এ উন্মত্তচিত্ত ব্যক্তিকে আর অধিক উত্তেজিত করিবেন না। যতক্ষণ সম্ভব আপনি সুখে আপনার জীবন সম্ভোগ করুন এবং আমাকে উপায়ান্তর দ্বারা মৃত্যু-কবলিত হইতে দিউন।"

শম্ভুসিংহ বলিলেন,—"কদাচ তাহা হইবে না। আমার হস্তেই আপনর মরণ হইবে, না হয় আপনি আমাকে বিনাশ করিয়া আমার বংশের সম্পূর্ণ পতন ঘটাইবেন, ইহাই আমার স্থির সংকল্প। যদি আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হন তাহা হইলে জানিবেন, যে কিছু উপায় অবলম্বন করিলে আপনি উত্তেজিত হইবেন আমি তৎসমস্তই করিব; আপনাকে বিধি মতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিতে ক্রটি করিব না, এবং অবশেষে এমনই করিয়া তুলিব যে, দুর্গস্বামীর নাম দেশ-মধ্যে মহা অপমানজনক ও ঘৃণাজনক হইয়া উঠিবে।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তাহা কখনই হইতে পারিবে না। যদিও যে বংশে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি আমিই তাহার শেষ তথাপি পূর্ব্বগত মহাত্মাগণের অনুরোধে আমি সে নামে কখনই কলঙ্ক সংযুক্ত হইতে দিব না। আমি আপনার আহ্বানে স্বীকৃত হইলাম। যুদ্ধ একাকী হইবে, কি আর লোক থাকিবে?"

একাকী আমরা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সমাগত হইব এবং এক ব্যক্তি মাত্র সে স্থান হইতে ফিরিয়া আসিব।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"উত্তম কথা। কল্য প্রাতে যথাস্থানে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

তিনি চলিয়া গেলেন। দিনমান তিনি কোথায় কিরূপে অতিবাহিত করিলেন তাহার স্থিরতা নাই। গভীর রাত্রে তিনি শার্দ্দূলাবাসে উপস্থিত হইলেন এবং বৃদ্ধ কানাইকে জাগ্রত করিলেন। যে যে রূপ কারণে এবং যে যে রূপ ভাবে কল্যাণীর জীবনান্ত ঘটিয়াছে

তাহা কানাইয়ের কর্ণেও প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এতদ্ধেতু দুর্গস্বামীর চিত্তের অবস্থা কিরূপ ভয়ানক হইবে তাহা ভাবিয়া কানাই নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ছিল।

সমাগত দুর্গস্বামীর ভাব দেখিয়া কানাই আরও ভীত হইল। ভীতি-বিকম্পিত কানাই দুর্গস্বামীকে কিছু আহার করাইবার নিমিত্ত অনেক নিস্ফল সাধনা করিল। সে চেষ্টায় হতাশ হইয়া নিদ্রায় উপকার হইবে ভাবিয়া তাহার প্রস্তাব করিল, কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। অবশেষে বারম্বার অনুরোধের পর, দুর্গস্বামী ইঙ্গিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে, ইদানীং দুর্গস্বামীর অবস্থোন্নতি সহকারে যে প্রকোষ্টটী সজ্জীভূত হইয়াছিল কানাই সেই প্রকোষ্ঠে তাঁহাকে আলোক ধরিয়া সঙ্গে লইয়া চলিল। দ্বার সমীপস্থ হইয়া দুর্গস্বামী স্থির হইয়া দাড়াইলেন এবং নিতান্ত উগ্রভাবে বলিলেন,—"এখানে কেন? যে দিন তাঁহারা এই দুর্গে আসিয়াছিলেন সে দিন তিনি যে প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়াছিলেন আমাকে সেই প্রকোষ্ঠে লইয়া যাও।"

ভয়-বিচলিত-জ্ঞান কানাই মহোদ্বিগ্ন ভাবে জিজ্ঞাসিল,—"আজ্ঞে, কে?"

"তিনি—কল্যাণী দেবি!—আঃ আমাকে পুনরায় তাঁহার নামোচ্চারণ করাইয়া প্রাণান্ত না করিলে কি তোমার সুখ হয় না?"

সেই গৃহের নিতান্ত অসংস্কৃত অবস্থার উল্লেখ করিয়া কানাই প্রভুকে নিবৃত্ত করিবে ইচ্ছা করিয়াছিল কিন্তু দুর্গস্বামীর মুখের নিতান্ত অধীর ও বিরক্ত ভাব দেখিয়া কোন কথা বলিতে তাহার সাহস হইল না। কম্পিত হস্তে আলোক ধারণ করিয়া বৃদ্ধ অগত্যা নবীন প্রভুকে লইয়া সেই পরিত্যক্ত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। আলোক ভূতলে রক্ষা করিয়া কানাই শয্যার আয়োজন করিতে উদ্যত হইল। তখন দুর্গস্বামী তাহাকে এরূপ ভাবে নিষ্ক্রান্ত হইতে আদেশ করিলেন যে, আর তাহার বিলম্ব করিতে সাহস হইল না। কানাই প্রস্থান করিয়া

রোদন ও ভগবৎ-সমীপে দুর্গস্বামীর মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিল। সময়ে সময়ে দুর্গস্বামীর দীর্ঘ নিশ্বাস, যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি এবং বিজাতীয় মনস্তাপের প্রাবল্যে ভূপৃষ্ঠে পদাঘাত ধ্বনি চিন্তিত, ব্যথিত ও মর্ম্মাহত কানাইয়ের কর্ণে প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল। বুঝি বা উষা অদ্য দেখা দেবে না ভাবিয়া কানাই ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু কালস্রোত মানব-বুদ্ধিতে মন্থর-গতি বা দ্রুত-বেগ বলিয়াই অনুমিত হউক, উহা অবিরত অপ্রতিহত প্রবাহেই প্রবাহিত। ক্রমশঃ প্রভাত-সূর্য্যের স্নিগ্ধোজ্জ্বল কররাশি পূর্ব্বাকাশের নিম্নদেশে প্রকটিত হইল। উষার আলোক আবির্ভূত হইলে কানাই দ্বারের একটি ছিদ্র মধ্য দিয়া দুর্গস্বামীর ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিল। দেখিল, দুর্গস্বামী কয়েক খানি অসি লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন। অসি সমূহের মধ্য হইতে ক্ষুদ্রতম একখানি অসি হস্তে লইয়া বলিলেন,—"এখানি ক্ষুদ্র—তাহাতে ক্ষতি কি? ইহাতে তাহারই সুবিধা হইবে—হউক।"

প্রভুর অভিপ্রায় কি তাহা কানাই বুঝিতে পারিল এবং এ সম্বন্ধে তাহার বিরুদ্ধ চেষ্টা যে সর্ব্বথা নিষ্ফল হইবে তাহাও সে স্থির করিল। অবিলম্বে দুর্গস্বামী ব্যস্ততা সহ গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং অশ্ব-শালায় গমন করিয়া স্বহস্তে অশ্বে পর্য্যাণ আরোপ করিতে লাগিলেন। সভয়ে কম্পিত কানাই প্রভুর সহায়তা কল্পে অগ্রসর হইল কিন্তু তিনি ইঙ্গিত দ্বারা তাহাকে নিবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন। প্রভু-গত-প্রাণ কানাইয়ের তৎকালে হৃদয়ের ভাব অবর্ণনীয়। দুর্গস্বামী অশ্বারোহণে উদ্যত হইলে কানাই আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে বেগে প্রভুর সমীপাগত হইয়া তাঁহার পদ-নিম্নে পড়িয়া গেল এবং উভয় হস্তে তাঁহার চরণ বেষ্টন করিয়া বলিল,—"প্রভো! দুর্গস্বামিন্! এ বৃদ্ধ, অনুগত সেবককে বধ করিতে ইচ্ছা হয় করুণ। কিন্তু আপনি যে ভয়ানক কার্য্যের জন্য সজ্জিত হইয়াছেন তাহা করিবেন না। আপনি আমার আরাধ্য প্রভু। আপনি দয়া

করিয়া আর একদিন অপেক্ষা করুন। কল্য রামরাজা আসিবেন, তিনি আসিলেই সকল বিষয়েরই প্রতিকার হইবে।"

তখন দুর্গস্বামী সযত্নে স্বীয় পদ কানাইয়ের হস্ত-মুক্ত করিয়া বলিলেন,—"কানাই, ইহজগতে তোমার আর প্রভু নাই। কেন বৃদ্ধ, এই পতনোন্মুখ বৃক্ষকে জড়াইয়া ধরিতেছ?"

পুনরায় দুর্গস্বামীর পদযুগল ধারণ করিয়া গলদশ্রু লোচনে কানাই বলিল,—"যতক্ষণ দুর্গস্বামি-বংশের বংশধর জীবিত আছেন, ততক্ষণ অবশ্যই আমার প্রভু আছেন। আমি দাস বটে, কিন্তু আমি নূতন দাস নহি; আমি আপনার পিতৃদাস, আপনার পিতামহের দাস। এই বংশের সেবার জন্য আমার জন্ম, এই বংশের সেবাতেই আমার জীবন নিযুক্ত এবং এই বংশের সেবাতেই আমার জীবন নির্গত হইবে। আপনি গৃহে থাকুন—সমস্তই ঠিক হইবে।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"ঠিক্! মূঢ়! ইহ জীবনে আমার আর কিছুই ঠিক হইবে না। জীবন এক্ষণে ভারভূত। যত শীঘ্র এ জীবন যায় ততই মঙ্গল।"

দুর্গস্বামী কানাইয়ের বাহুপাশ হইতে পদদ্বয় মুক্ত করিয়া অশ্বারোহণ করিয়া বেগে অশ্ব চালিত করিলেন; তখনই আবার অশ্ব ফিরাইয়া ...ধার কানাইয়ের নিকট ফেলিয়া দিয়া বিকট হাস্য সহকারে ... এই লও। তোমাকে আমি আমার সম্পত্তির ... হইল।

মুদ্রাধা... কোন দিকে প্রভু অশ্ব চালিত করিলেন তা... দুর্গস্বামী দুর্গ সীমান্তবর্ত্তী বালুকা প্রান্ত... লেন। তখনই সেই চারণের ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়িল ... প্রান্তর মরুভূমির অংশ বিশেষ! কানাই থর থর কাঁপিতে লাগিল এবং তদভিমুখে ধাবিত হইল।

প্রতিহিংসা-দষ্ট-হৃদয় শম্ভুসিংহ বহুক্ষণ পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে শত্রুর নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি ব্যগ্রতার সহিত দুর্গাভিমুখে চাহিয়া ছিলেন। এমন সময়ে বেগবান-অশ্বারূঢ় দুর্গস্বামীর মূর্ত্তি তাঁহার নয়ন-পথে নিপতিত হইল। কিন্তু সহসা দুর্গস্বামীর সে মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে অদৃশ্য হইয়া গেল; যেন সেই মূর্ত্তি সহসা বায়ুতে বিলীন হইল। অশ্ব ও অশ্বারোহীর কোনই নিদর্শন রহিল না। শম্ভুসিংহ কোন আলৌকিক মূর্ত্তি দেখিয়াছেন মনে করিয়া নয়ন-মার্জ্জন করিলেন এবং সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বিপরীত পথাগত কানাই ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন উভয়ে অনুমান করিলেন যে, তত্রত্য বালুকাপুঞ্জে যে এক বিপুল গহ্বর ছিল, অসাবধান দুর্গস্বামী অশ্ব সহ তাহাতেই নিপতিত ও বালুকা-রাশিতে আবৃত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার উষ্ণীষ উপরিস্থ এক কিরীট ভগ্নাবস্থায় তথায় পতিত আছে—অন্য কোন প্রকার নিদর্শন নাই। সেই ভগ্ন কিরীট কানাই যত্ন সহকারে বক্ষে স্থাপন করিল।

পিপ্‌লি গ্রামবাসী ও অন্যান্য নানাব্যক্তি দুর্গস্বামীকে সন্ধান করিবার নিমিত্ত নানা চেষ্টা করিল কিন্তু সকল চেষ্টাই নিস্ফল হইল। তাহারা বালুকা-স্তূপ সরাইতে না সরাইতে আবার নূতন বালুকাস্তূপ সে স্থান অধিকার করিতে লাগিল। এইরূপে তাহাদের হৃদয়ের চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। পরদিন রামরাজা শার্দ্দূলাবাসে আগমন করিয়া এই বিষাদ-কাহিনী অবগত হইয়া নিতান্ত শোক-সন্তপ্ত হইলেন। তিনি হতাশ ও ভগ্ন-হৃদয় হইয়া প্রস্থান করিলেন।

কানাইয়ের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার জীবন তাহাকে ত্যাগ করিল। তাহার আশা ভরসা ছিন্ন হইয়া গেল। তাহার উদ্যম আকাঙ্ক্ষা নিবিয়া গেল! যে বিস্তৃত পাদপ সে আশ্রয় করিয়াছিল সে পাদপ আজি ভগ্ন হইল। কাতর, মর্ম্মাহত, সন্তপ্ত কানাই আহার ত্যাগ করিল, নিদ্রা ত্যাগ করিল, লোকের সহিত বাক্যালাপ

াগ করিল এবং অনধিককাল মধ্যে প্রভুপরায়ণ কানাই প্রভুর নাম ্রণ করিতে করিতে ভব-রঙ্গ-ভূমি হইতে অনন্তকালের নিমিত্ত অবসর ্হণ করিল।

কিল্লাদার-বংশও দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনায় প্রপীড়িত হইয়া অবসন্ন ্ইয়া আসিল। যুদ্ধ বিশেষে শম্ভুসিংহ নিহত হইলেন। কিল্লাদার তাহার পরে কিছু দিন মাত্র জীবিত ছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী ুরারি অবিবাহিত ও নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগত হইল! সকল বিপদ, সকল অনিষ্টের মূল-স্বরূপা কিল্লাদারণী সুদীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। অন্তরে যাহাই হউক, বাহ্যতঃ তাঁহার ভাব অন্তিম কাল পর্য্যন্ত পূর্ণমাত্রায় অহঙ্কার ও তেজে পূর্ণ ছিল। বিষাদ বা অনুতাপের যাতনা কখন তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয় না।

সমাপ্ত।

